দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
ষষ্ঠ বর্ষ ● সংখ্যা: ১৮
মার্চ-এপ্রিল-২০২২

স্বাধীনতা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বিশ্ব নবীর পরিবারে তিনজন গোলাম

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বিড়ম্বনা ও প্রতিকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল কর্ণফুলী ।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রাঃ) লিঃ
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লিঃ
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে

(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১

e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

দ্বি-মা সি ক

শ্রমিকবার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ ■ সংখ্যাঃ ১৮
মার্চ-এপ্রিল-২০২২

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
মার্চ : ২০২২

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

■ **ইসলামই দারিদ্র বিমোচনের একমাত্র পথ** ০৩
ড. মাওলানা হাবিবুর রহমান

■ **বিশ্ব নবীর পরিবারে তিনজন গোলাম** ০৭
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

■ **স্বাধীনতা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি** ১৩
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

■ **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ** ১৭
ড.খলিলুর রহমান মাদানী

■ **ইউনিট সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য** ২৩
অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

■ **নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বিড়ম্বনা ও প্রতিকার** ২৬
অ্যাডভোকেট সাকিবুন্নাহার মুন্নী

■ **পয়লা বৈশাখের অপসংস্কৃতিকে পরিহার করি** ২৯
ফখরুল ইসলাম খান

■ **আইন জিজ্ঞাসা** ৩১

■ **মাসয়ালা মাসায়েল** ৩৩
অধ্যক্ষ মাওলানা আলাউদ্দিন

■ **বদরের চেতনা আমাদের প্রেরণা** ৩৬
মাহমুদুর রহমান দিলাওয়ার

■ **শ্রমিকের নিরাপত্তা ও কারখানা পরিদর্শনে গতি আনতে হবে** ৩৯
মোঃ মাঈন উদ্দীন

■ **পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতির বিশেষ চিঠি** ৪১

■ **মাহে রমজান উপলক্ষে শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহবান** ৪৩

■ **ফেডারেশন সংবাদ** ৪৫

সম্পাদকীয়

"কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমাদের সব দুঃখ জমা দিবো যৌথ খামারে
সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ
সকলেই নিয়ে যাবো নিজের সংসারে"

স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার বিনিময়ে স্বাধীন ভূমি ও লাল-সবুজের পতাকা অর্জন এ দেশের মানুষের গৌরব অহংকারের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। সে অর্জনের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ভৌগলিক ভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে অর্জনের তাৎপর্য অনেক গভীর। কৃষক, শ্রমিক, জনতার সম্মিলিত লড়াইয়ের মূল তাৎপর্য ছিলো শ্রেণিগত শোষণ ও শ্রেণি বৈষম্যের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য গণমানুষের লড়াই। স্বাধীনতার স্বপ্নগুলোকে কবি তার কলমের আঁচড়ে তুলে ধরলেও বাস্তবে এর চিত্র পুরোটাই ভিন্ন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের দেখতে হচ্ছে পণ্য স্বাধীনভাবে বিক্রি করতে না পারার কারণে কৃষকের বুকফাঁটা আর্তনাদের দৃশ্য। ন্যায্য পাওনার জন্য শ্রমিকদের কখনো রাজপথে আবার কখনো আদালতের বারান্দায় চোখের পানি মোছার দৃশ্য। ধানের ন্যায্য মজুরী না পেয়ে কৃষক নিজের স্বপ্নের মাঠে নিজ হাতে আগুন দেয়ার দৃশ্যও আজ অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তখন লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠে স্বাধীনতা তুমি কার? সর্বজনের নাকি সুবিধাভোগী বিশেষ শ্রেণির।

আমরা অহরহ উন্নয়নের গল্প শুনি, কৃষি বিপ্লবের গল্প শুনি। আমরা ঘুম থেকে উঠে হাজার ডলারের মালিক হয়ে যাই অজান্তে। এমন হাজারো উন্নয়নের রূপকথার গল্পের মাঝেও একজন বেকার যুবককে দু'বেলা খাবারের বিনিময়ে পড়াতে চেয়ে পোস্টার সাটতে দেখা যায়। আধামন আলুর বিনিময়ে আধাকেজি সয়াবিন তেল কিনতে হয়। এটাই আমাদের উন্নয়নের নমুনা। এমন উন্নয়ন দিয়ে কি হবে? যে উন্নয়নে একজন শ্রমিক তার সারা দিনের উপার্জন দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে একবেলা ডাল-ভাত খাওয়ার চিন্তা করতে পারেনা। চলমান দ্রব্যমূল্যর উর্ধ্বগ-তিতে কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগ চরম সীমায় পৌঁছেছে। আমরা প্রত্যাশা করছি সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম শ্রমজীবীসহ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসে তাদের দুর্ভোগ লাগবে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করবে।

আত্মশুদ্ধি ও সংযম সাধনার বার্তা নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের কাছে সমাগত মাহে রমজান। রমজান শ্রমিকের প্রতি বিশেষভাবে সদয় হওয়ার মাস। তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়ার মাস। এ মাসে মালিক বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো শ্রমিকের প্রতি সদয় হওয়া। তার কাজের চাপ কমিয়ে দিয়ে তাকে ইবাদত পালনে সহায়তা করা। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি রমজান মাসে তার অধীনস্ত লোকের কাজ সহজ করে দিলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার হিসেব সহজ করে দিবেন- (সহীহ আল বুখারী)। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও আমরা দেখি পোষাক কারখানার শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষকে ন্যায্য পাওনাটুকু পাওয়ার জন্য রমজান মাসে আন্দোলন করতে। অথচ মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তির পাওনা পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম বা অবিচার। (সহীহ আল বুখারী)। একজন মুসলিম হিসেবে মালিকের দায়িত্ব হলো নিরাপত্তাসহ প্রত্যেক শ্রমিকের যাবতীয় মৌলিক অধিকার ও চাহিদা পূরণ করা। বিশেষত রমজানে রোজা, তারাবিহ, ইফতার ও সাহরির সুযোগ করে দেয়া। মালিক শ্রেণি শ্রমিকের প্রতি আরো সদয় ও মানবিক হবেন এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

ইসলামই দারিদ্র বিমোচনের একমাত্র পথ

ড. মাওলানা হাবিবুর রহমান

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

অনুবাদঃ

হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না। কারণ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হও না, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত। (সূরা বাকারা: ২৬৭)

নামকরণ :

আরবীতে 'বাকারাহ' মানে গাভী। এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকায় এই নামকরণ করা হয়েছে। আসলে আল-কুরআনের প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে একটি নাম দ্বারা সূরার সব বিষয় উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

নাযিলের সময়-কাল :

এ সূরার বেশীর ভাগ অংশ হিজরতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ যে আয়াতগুলো নবী করীম (সা.) এর জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। আবার যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ফজিলতঃ

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মতে, কেউ যদি এই সূরার শেষ তিন আয়াত পাঠ করে রাতে ঘুমায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তার নিজের এবং সকল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে নেন। এছাড়া রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় যদি কাউকে কোন বড় দায়িত্ব দিতেন তাহলে যার সূরা বাকারা সম্পর্কে বেশী জ্ঞান আছে তাকে দায়িত্বের ব্যাপারে বেশী যোগ্য মনে করতেন।

ব্যাখ্যাঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ"

আয়াতের প্রথমেই ঈমানদেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে তোমরা যা উপার্জন করো তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো। আল্লাহ তাআলা এখানে দারিদ্র বিমোচনের ফর্মুলা বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১. সকলের হাতে কাজ তুলে দিতে হবেঃ

এ আয়াত থেকে আমরা দুইটি বিষয় জানতে পারি তাহলো মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারবে না বরং সকলকেই জীবিকার জন্য কাজ করতে হবে। এভাবে সকলের হাতে কাজ তুলে দিতে পারলে সমাজ থেকে দারিদ্র ৫০% এমনিতেই কমে যাবে। নিজ হাতে জীবিকা অন্বেষণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা জুমআ-১০)

এ ব্যাপারে আল-হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: « طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

"আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্‌উদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অন্যান্য ফরয কাজ আদায়ের সাথে হালাল রুযী-রোজগারের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একটি ফরয।" (বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে বোঝা যায়, মানুষ পরিশ্রম করে

অর্থ-সম্পদ উপার্জন করবে আবার সেটা খরচ করবে। এই খরচ কোথায় করবে সে ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় কথা এবং নিজে ব্যয় করার মাধ্যমে সাহাবীদেরকে ব্যয়ের খাতগুলো বলে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সমাজ থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র দূর করা সম্ভব। নিম্নে সে খাতগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

২. পিতা-মাতা ও পরিবার-পরিজনের জন্য:

উপার্জিত সম্পদ সর্বপ্রথম খরচ করতে হবে নিজ পিতা-মাতার জন্য। এর পরেই বলা হয়েছে পরিবার-পরিজনের কথা। যদি তারা দরিদ্র হয় তাহলে তাদের দারিদ্রতা মুক্ত করে দেওয়ার দায়িত্ব অর্থশালী সন্তান ও পরিজনের। এ বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

لُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

লোকেরা জিজ্ঞেস করছে, আমরা কি ব্যয় করবো? জবাব দাও, যে অর্থই তোমরা ব্যয় কর না কেন তা নিজেদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর যে সৎকাজই তোমরা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত হবেন। (সূরা আল-বাকারা: ২১৫)

৩. নিকট আত্মীয়দের জন্য:

নিজ পরিবার পরিজনের খরচ নির্বাহ করার সাথে সাথে নিজের নিকট আত্মীয়দের জন্য আল্লাহ তাআলা খরচ করতে বলেছেন। এটা যাকাতের অর্থ দিয়ে নয় বরং যাকাত ছাড়াই নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে নিকট আত্মীয়দের অভাব দূর করতে হবে। এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ
الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীল-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো। (সূরা আন-নাহল: ৯০)

এ ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেন,

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (বনি ইসরাইল : ২৬-৭২)

৪. ইয়াতিম, মিসকিন ও প্রতিবেশীর জন্য :

নিকট আত্মীয়দের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা ইয়াতিম-মিসকিন এবং পাড়া-প্রতিবেশী, চলার পথের সাথী, দাস-দাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলেছেন অর্থাৎ তাদের কেউ নিজের সম্পদ থেকে দান করতে হবে এটাই বুঝা যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। বাপ-মার সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও এতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে আত্মঅহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং নিজের বড়াই করে। (সূরা আন-নিসা: ৩৬)

উপরোক্ত ৪টি খাতে ব্যয় করার বিষয়ে সরাসরি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ রয়েছে যা জাকাতের আওতায় পড়ে না। কারণ জাকাতের অর্থ বন্টনের খাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা একটি নির্দিষ্ট আয়াতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং জাকাতের অর্থ ছাড়াই উপরোক্ত খাতে নিজ অর্থ খরচ করতে হবে এটাই আল্লাহর বিধান।

৫. যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন :

দারিদ্র বিমোচনের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে যাকাত। এটা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দায়িত্ব। ইসলামী সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে সেই সরকারের মাধ্যমে যাকাত কালেকশন হবে এবং তা দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে বন্টিত হবে। এর মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দারিদ্রতা দূরিভূত হবে। জাকাত বন্টনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً
مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

এ সাদকা গুলো তো আসলে ফকীর মিসকীনদের জন্য। আর যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং যাদের জন্য মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য। তাছাড়া দাস মুক্ত করার, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষে থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহর সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। (সূরা তাওবা: ৬০)

নিসাব পরিমান সম্পদের অধিকারী কোনো মুসলিম ব্যক্তি সে পুরুষ হোক আর নারী হোক তার কাছে উক্ত সম্পদ বা নগদ টাকা এক বছর পরিমান সময় থাকলে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

নিসাব এর পরিমান:

সাড়ে ৫২ ভরি রুপা অথবা সাড়ে ৭ ভরি সোনা বা সে পরিমান সম্পদ যার কাছে থাকবে সেই হিসেবে নিসাব। বাংলাদেশের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম রুপাকেই নিসাব হিসেবে ধরে থাকেন। রুপার ভরি বর্তমানে ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা সে হিসেবে বছরের সকল খরচ নির্বাহ শেষে কারো কাছে যদি ৮০০×৫২.৫=৪২,০০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা এক বছর সময় থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে। এ ছাড়া যারা গবাদিপশু পালন করে তাদেরও হিসাব অনুসারে জাকাত দিতে হবে।

গবাদীপশুর নিসাব (বকরী, ভেড়া, দুম্বা বা ছাগল) :

পালিত বকরীর ক্ষেত্রে বকরীর সংখ্যা চল্লিশ হতে শুরু করে একশত বিশ পর্যন্ত হলে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। একশ' বিশ হতে দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী। আর দু'শ হতে তিনশ' বকরীর জন্য তিনটি বকরী। তিনশ'র বেশী হলে, প্রত্যেক একশ'টির জন্য একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। যার নিকট পালিত বকরী চল্লিশ থেকে একটিও কম হবে।

তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে মালিক ইচ্ছা করলে নফল সদাক্বাহ্ (সাদাকা) হিসেবে কিছু দিতে পারে। (সহীহ আল-বুখারী)

গরুর নিসাব: গরু ৩০টির কম হলে যাকাত নেই। ৩০টি থেকে ৩৯টি পর্যন্ত ২ বছরে পদার্পনকারী ১টি গরু যাকাত দিতে হবে। ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত ৩ বছরের ১টি গরু, ৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত ২ বছরে পদার্পনকারী ২টি গরু, ৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত ২বছরে পদার্পনকারী ১টি ও একটি ৩ বছরের গরু জাকাত দিতে হবে। ৮০ থেকে ৮৯ পর্যন্ত ২টা ৩ বছরের গরু, ৯০-৯৯ পর্যন্ত ২ বছরে পদার্পনকারী ৩টি গরু, ১০০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত ২ বছরে পদার্পনকারী ২টা ও একটি ৩বছরের গরু জাকাত দিতে হবে।

উটের নিসাব: উট ৫টির কম হলে যাকাত নেই। ৫টি উটে ১টি বকরি জাকাত দিতে হবে। এসকল গবাদী পশুর জাকাত না দিলে পরিণতি কি হবে সে সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

"আবূ যার (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, তক্ষণ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায়।" (সহীহ আল-বুখারী)

যাকাতের খাতসমূহ:

১. ফকির: নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। যাকাত ধনীদের কাছে থেকে নিয়ে দরিদ্রদের দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন হবে।" (সহীহ আল-বুখারী)

২. মিসকীন: মিসকীন হল ঐ ব্যক্তি যে নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়। আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

"আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন ব্যক্তি মিসকীন নয় যে এক মুঠো-দু'মুঠো খাবারের জন্য বা দুই একটি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে তা দেওয়া হলে ফিরে আসে। বরং প্রকৃত মিসকীন হল সেই ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণ করার মতো যথেষ্ট সঙ্গতি নেই। অথচ তাকে চেনাও যায় না যাতে লোকেরা তাকে ছাদাক্বাহ্ করতে পারে এবং সে নিজেও মানুষের নিকট কিছু চায় না। (সহীহ আল-বুখারী)

৩. যাকাত আদায়কারী কর্মচারী বা এর হেফাজতকারী: এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

"আতা ইবনু ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়। তবে পাঁচ শ্রেণির ধনীর জন্য তা জায়েয (১) আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি (২) যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৪) যে ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজ মাল দ্বারা ক্রয় করেছে এবং (৫) মিসকীন প্রতিবেশী তার প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দিয়েছে। (মুয়াত্তায়ে মালেক ও বাইহাকী শুআবুল ঈমান)

৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোন অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা : ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অথবা কোন অনিষ্ট বা কাফেরের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে কোন অমুসলিমকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৫. দাসমুক্তি: দাস মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। অনুরূপভাবে বর্তমানে কোন মুসলিম ব্যক্তি জালিমের কারাগারে বন্দি হলে তাকেও জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যাকাত প্রদান করা যাবে।

৭. আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত মুজাহিদ: আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত মুজাহিদদের জন্য যাকাতের টাকা দিতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ। আমাদের দেশে এই খাতে যাকাত দেওয়া হয় না অথচ এই খাতটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

"সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) সেটি, যা মানুষ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার, যা আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখা জানোয়ারের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার, যা আল্লাহর পথে জিহাদকারী সঙ্গী-সাথীদের জন্য ব্যয় করে।" (সহীহ মুসলিম)

৮. মুসাফির: সফরে গিয়ে যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে সে ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত মুসাফির সম্পদশালী হলেও তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

যাকাত আদায়ের পদ্ধতি :

ইসলামী সরকার বা কোন সংগঠন যখন জাকাত আদায় করবে এবং বন্টন করবে তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করার সময় প্রকাশ্যে ও গোপনে দুইভাবেই করতে পারবে, তবে গোপনে আদায় করাটাই উত্তম। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও। আর খাও ও পান করো কিন্তু সীমা অতিক্রম করে যেয়ো না, আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(সূরা আল-বাকারা: ২৭১)

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"এবং (ব্যয় করো) আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।"

উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলা দারিদ্র বিমোচনের আরো একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তাহলো- মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা, যাকে বলা হয় উশর। এ আয়াতে বাধ্যতামূলকভাবে ফসলের যাকাত তথা 'উশর' আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

৬. উশর:

'উশর' এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে মুসলমানের মালিকানাধীন ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ অথবা একদশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়াকে 'উশর' বলে। আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ

সালিম (রহ.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, বৃষ্টি, নদী ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত জমিনের ফসলের উশর (এক-দশমাংশ) এবং পানিসেচ দ্বারা সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলে অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে। (সহীহ আল-বুখারী)

উশর আদায় করার নিয়ম: উশর আদায় করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ফসল কাটার দিন আদায় করে দেওয়া। এ ব্যাপারে দেরী করার সুযোগ নেই কারণ আল্লাহ তাআলা ফসল কাটার দিনই হক দিয়ে দিতে বলেছেন।

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহর হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সূরা আনআম: ১৪১)

উশরের নিসাব :

উশর এর নিসাব কী? বা কী পরিমাণ ফসল হলে উশর আদায় করতে হবে, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, উশর এর নির্ধারিত কোনো নিসাব নেই। যে পরিমাণ ফসলই উৎপাদন হোক না কেন উশর আদায় করতে হবে।

হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উশর এর নিসাবের পরিমাণ পাঁচ ওসাক = ৩০০ সাআ' আর এক সাআ' = ২.৪০ কেজি। অতএব, (২.৪০×৩০০=৭২০ কেজি বা ১৮মন) অর্থাৎ ফসলের পরিমাণ ১৮মন হলে উশর (দশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। এর কম হলে উশর আদায় করতে হবে না।

উশরী ভূমিতে উৎপাদিত ধান, গম ইত্যাদির মত ফলমূল, শাক-সবজিরও উশর দিতে হবে। প্রাপ্ত ফসলের দশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ বা এর বাজার মূল্য দিয়েও উশর আদায় করতে পারবে। বর্গা চাষের ক্ষেত্রে জমির মালিক এবং চাষী প্রাপ্ত ফসলের নিজ নিজ অংশের উশর আদায় করতে হবে।

উশর বন্টনের খাত :

অন্যান্য সম্পদের যাকাত যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয় উশরের যাকাত তাদের মধ্যেই বণ্টন করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে উশর আদায় হবে না।

যাকাত দরিদ্রদের হক, করুনা নয়:

উপরোক্ত যাকাত যাদেরকে দেওয়া হবে এটা তাদের প্রাপ্য অধিকার। তাই কেউ যাতে এই চিন্তা মাথায় না আনে আমি তাদের প্রতি দয়া করেছি, করুনা করেছি রবং আল্লাহ তাআলা ধনীদের সম্পদে তাদের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفِيٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

তাদের সম্পদে অধিকার ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের। (সূরা যারিয়াত: ১৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ فِيٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ

যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে

لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

প্রার্থী ও বঞ্চিতদের। (সূরা মাআরিয-২৪-২৫)

উপর্যুক্ত দারস থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে যাদের সম্পদ দিয়েছেন তা একান্ত নিজ অনুগ্রহেই দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই সম্পদ নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মেটানোর পরে অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতিতে উপরোক্ত খাত সমূহে ব্যয় করতে হবে এবং সম্পদের উপরে নির্ধারিত যাকাত সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। এর মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দারিদ্রতা দূর হবে এবং শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে।

লেখক : বিশিষ্ট দায়ী ও ইসলামী চিন্তাবিদ।

বিশ্ব নবীর পরিবারে তিনজন গোলাম

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ইসলামের পূর্বে দাসদের অবস্থা

ইসলামের পূর্বে দাসদেরকে মানুষ মনে করা হতো না। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক F.W Taylor শ্রমজীবী মানুষকে অর্থনৈতিক মানুষ (Economic Man) হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিল। ফলে বস্তুবাদী সমাজে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য, যন্ত্র অথবা জন্তু মনে করে তাদের সাথে সেইরকম আচরণ করা হত। পণ্যের মতো মানুষ বাজারে বিক্রী হতো। গ্রীকরা অন্যান্য সকল জাতিকে অসভ্য হিসাবে বিবেচনা করত। এরিষ্টটল মনে করত যে, অসভ্যরা কৃতদাস হোক এটাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য, (এরিষ্টটল পলিটিক্স, বুক ওয়ান অধ্যায়-৭)

পশ্চিমা সভ্যতা মানুষকে দু-শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে (Might is Right) শক্তিই সত্য-ফর্মূলা আবিষ্কার করে দুর্বল ও খেটে খাওয়া মানুষদের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। ভরতের হিন্দুরা মনে করত দাসেরা ভগবানের পা থেকে সৃষ্টি সুতরাং জন্মগত ভাবেই তারা নীচ, ঘৃন্য, অতএব তাদের কারো ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করার অধিকার নেই। (মনুস্মৃতি)

পুঁজিবাদী সমর্থক ম্যানডেভিল তার বই "ফিবল অবদা বিজ" গ্রন্থে লিখেছেন গরীব ও অসহায় লোকদের থেকে কাজ নেওয়ার একমাত্র উপায় হলো তাদেরকে গরীব থাকতে দাও এবং সবসময় তাদেরকে পরনির্ভরশীল করে রাখ। এদের যা প্রয়োজন তা কিঞ্চিত পূরণ কর, খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষকে সাবলম্বী করা আত্মঘাতী পদক্ষেপ বই কিছুই না।

বিখ্যাত পুঁজবাদী রভার্ড ওয়ান তার নিউলার কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা দেখে মন্তব্য করেছিলেন 'এরা আমার দাস, এদের জীবনের সবকিছু আমার উপর নির্ভরশীল'।

সমাজতন্ত্রের নেতৃবৃন্দ শ্রমিক সমাজকে ধোকায় ফেলার জন্য শ্লোগান রচনা করেছিল "দুনিয়ার মজদুর এক হও, শ্রমিক রাজ কায়েম কর" শ্রমিকগণ রাজা হওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে শ্রমিকরা দেখতে পেল সবই মিথ্যা ও ধোকা।

সমাজতন্ত্রের নেতৃবৃন্দ শ্রমিক সমাজকে ধোকায় ফেলার জন্য শ্লোগান রচনা করেছিল "দুনিয়ার মজদুর এক হও, শ্রমিক রাজ কায়েম কর" শ্রমিকগণ রাজা হওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে শ্রমিকরা দেখতে পেল সবই মিথ্যা ও ধোকা। **শ্রমিকগণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাদের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার হারিয়ে তারা সমাজতান্ত্রিক সরকারের গোলামে পরিণত হয়েছে। সকল মালিকানা শেষ করে দেশের সকল সম্পদ লুণ্ঠন করে মাত্র কয়েকজন সমাজতান্ত্রিক নেতা হলেন দেশের সকল সম্পদের মালিক, যার নাম দেয়া হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক দেশে নেতাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা, মিছিল করা, সংগঠন করা, পোষ্টার করা, হরতাল ও ধর্মঘট করা সম্পূর্ণ বেআইনী ও মৃত্যুযোগ্য অপরাধ।**

শ্রমিকগণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাদের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার হারিয়ে তারা সমাজতান্ত্রিক সরকারের গোলামে পরিণত হয়েছে। সকল মালিকানা শেষ করে দেশের সকল সম্পদ লুন্ঠন করে মাত্র কয়েকজন সমাজতান্ত্রিক নেতা হলেন দেশের সকল সম্পদের মালিক, যার নাম দেয়া হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক দেশে নেতাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা, মিছিল করা, সংগঠন করা, পোষ্টার করা, হরতাল ও ধর্মঘট করা সম্পূর্ণ বেআইনী ও মৃত্যুযোগ্য অপরাধ। রাশিয়ার নোবেল বিজয়ী সোলজিত সিন বলেছেন "সমাজতান্ত্রিক নেতা লেনিনের অন্তরে দয়া মায়ার নাম গন্ধও ছিলোনা। জনগণের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অমানবিক, মন্দ বলতে যা বোঝায় লেনিন ছিলেন তাই"।

ইসলামের পূর্বের ও আধুনিক যুগের দাবীদার এই দুই সময়ের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি কুৎসিত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো যা ছিল সম্পূর্ণ অমানবিক। এসব নিকৃষ্টমানের চরিত্রের লোকেরাই অসহায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য আইন রচনা করেছেন, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা ছিল শ্রমজীবী ও অসহায় মানুষের জন্য আত্মঘাতী। মানব রচিত আইনে মানুষের মুক্তি আসতে পারেনা, তাই রাসূল (সা.) কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল হিসাবে পাঠালেন আল্লাহর আইন নিয়ে। যার মধ্যে রয়েছে সকল মানুষের জন্য কল্যাণ ও মুক্তি, বিশেষ করে অসহায়, খেটে খাওয়া মানুষের চিরমুক্তি।

বিশ্বনবীর পরিবার

বিশ্বনবী (সা.) তার ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, ধর্মীয় জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সফলতার জন্য তিনজন গোলাম বা কাজের লোক বেঁছে নিয়েছিলেন। তারা ছিলেন রাসূল (সা.) এর জীবনে ছায়ার মতো। অন্যরা ঈমান গ্রহণ করার পর তাদের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। তারা সময় পেলে রাসূল (সা.) এর দরবারে এসে আল্লাহর বাণী শোনতেন কিন্তু তিনজন গোলাম রাসূল (সা.) থেকে কোন সময়ই পৃথক হতেন না। তাই তারা রাসূল (সা.) এর কথা, আমল, ভালবাসা ঘরে বসেও যেমন পেয়েছেন ঘরের বাহিরে ও তেমনি পেয়েছেন এবং রাসূল (সা.) মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে কাছে রেখেছেন, স্নেহ, ভালবাসা দিয়েছেন। তার অধীনস্ত চাকর, খাদেম ও গোলাম হিসাবে তাদের যে মর্যাদা, ভালবাসা ও অধিকার পাওনা ছিলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদেরকে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। শুধু কথায় নয় বরং বাস্তব জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যা পৃথিবীর কোনো মহামানবও দিতে পারেনি। আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত বারাকা (রা.) কে মায়ের মর্যাদা দিয়ে 'মা' বলে ডাকতেন। জীবনভর যায়েদ (রা.) কে রাসূল (সা.) ছেলের মর্যাদা দিয়ে ঘরে রেখেছিলেন এবং যায়েদের ছেলে ওসামা (রা.) কে নাতী হাসান (রা.) মর্যাদা দিয়েছিলেন।

মদীনায় নবী করিম (সা.) সত্তরজন আসহাবে সোফফাকে তার বাসার পাশে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে সর্বদা তাদের খোঁজখবর নিতে পারেন এবং সেবা করতে পারেন। আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদেরকে যারা আল্লাহর জমিনে তার দ্বীনকে কায়েম করতে চায় তারা রাসূল (সা.) মত কাজের লোক, শ্রমজীবি মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার, শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে ও পূর্ণ অধিকার আদায় করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাহলে শ্রমজীবি মানুষ ইসলামী আন্দোলনকে তাদের আশ্রয়স্থল মনে করবে এবং দলে দলে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে এবং সকল অপশক্তির সাথে মোকাবিলা করে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

মোস্তাদ আফিনদের (দুর্বল অসহায়) মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল (সা.) কে যে ফরমান পাঠালেন

আল কোরআনের ঘোষণা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুনা হিসাবে তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

ইয়াতিম মিসকিনদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর

আল কোরআনের ঘোষণা উত্তম ব্যবহার কর পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিনদের সাথে (সূরা-বাকারা: ৮৩)

অর্থাৎ; পিতা-মাতার সাথে যেরূপ সৎ আচরণ কর অসহায় মানুষের সাথেও সেরূপ আচরণ কর।

আল কোরআনের ঘোষণা আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবস, পরকালকে মিথ্যা মনে করে যে ব্যক্তি ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে খাদ্যদিতে উৎসাহিত করেনা। (সূরা মাউন: ১-৩)

আল কোরআনের ঘোষণা মহান আল্লাহ তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, ভালো ব্যবহার করেছেন তুমিও তার সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ দেখাও (কাসাস: ৭৭)

মিসকিনদের অধিকারের প্রতি অনিহা জাহান্নামের কারণ:

আল কোরআনের ঘোষণা তোমরা কি কারণে অন্ধকার জাহান্নামে প্রবেশ করলে, তারা বলবে আমরা নামাজ পরতাম না আর মিসকিনকে খাবার দিতাম না (সূরা মুদ্দাসসির : ৪০-৪৪)

অর্থাৎ- মিসকিনকে খাবার না দেওয়া নামাজ না পরার সমতুল্য অপরাধ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে একই ধরণের শাস্তি।

গরীব মিসকিনকে আপনার সাথে জড়িয়ে রাখুন

আল কোরআনের ঘোষণা যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের মালিককে ডাকে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, তাদেরকে কখনও তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেবে না, কারণ তাদের কাজ কর্মের দায়িত্ব তোমার উপর বর্তায় না ,আবার তোমার কৃতকর্মের দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না, তারপরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তাহলে তুমিও জালিমদের সাথে শামিল হয়ে যাবে। (সূরা আল-আনয়াম:৫২)

আল কোরআনের ঘোষণা আপনি নিজেকে তাদের সাথে (গরীব, গোলাম, অসহায়) যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। যাদের অন্তর আমার স্বরণ থেকে গাফেল এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদের অনুসরণ করবেন না। (সূরা কাহাফ: ২৮)

বগভী বর্ণনা করেন মক্কার সরদার ওয়াইন ইবনে হিসন রাসূল (সা.) এর দরবারে আসেন। তখন দরবারে হযরত সালমান ফারসী ও আরও কয়েকজন অসহায় দরিদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইন বললো, হে মুহাম্মদ (সা.) নিম্ন শ্রেণির লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারিনা এবং আপনার কথা শুনতে পারিনা। আপনি তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন অথবা তাদের জন্য আলাদা মজলিস করুন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উক্ত আয়াত নাজিল করে বলেন- এ হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষগুলো আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ, তাদের সমতুল্য কেউ হতে পারেনা।

অসহায়, অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার নির্দেশ
আল কোরআনের ঘোষণা তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের (মুক্ত করার) জন্য যুদ্ধ, সংগ্রাম করোনা অথচ তারা আহাজারী করছে, হে আমাদের রব তুমি জালিম গোষ্ঠির বসতি থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা কর। তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের পৃষ্ঠপোষক বানাও, তোমার পক্ষ থেকে কাউকে সাহায্যকারী নিয়োগ কর। (সূরা নিসা: ৭৫)
অর্থাৎ জালেমের অত্যাচার থেকে অত্যাচারিত, নিপীড়িত লোকদেরকে মুক্ত করা ঈমানদারদের দায়িত্ব।

দুর্বলদের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ যা ঘোষণা করেছেন
আল কোরআনের ঘোষনা দেশের মধ্যে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল আমি তাদের প্রতি ১। অনুগ্রহ দেখাতে চাই এবং ২। তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করতে চাই ও (দেশের) ৩। উত্তরাধীকারী বানাতে চাই, ৪। তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করতে চাই এবং ৫। ফেরাউন, হামান ও উভয়ের সামরিক বাহিনীকে তাদের তরফ থেকে যা আশঙ্কা করতে তাও তাদের দেখিয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ খোদাদ্রোহী শক্তিকে উৎখাত করা।
দুর্বল, খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষই হচ্ছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের মূল জনশক্তি। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ২৩ বার মিসকিনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সকল দানের ক্ষেত্রে মিসকিনের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। মিসকিন কারা আল্লাহ কোরআনে নিম্ন আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন-
আল কোরআনের ঘোষণা এ নৌকাটি কয়েকজন গরীব মানুষের, উহার সাহায্যে তারা সাগরে জীবিকার সন্ধান করত (সূরা কাহাফ-৭৯)
উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যারা কঠোর পরিশ্রম করেও গরীব থাকে তারা মিসকিন। আমাদের দেশের শ্রমজীবি মানুষ প্রায় সকলেই মিসকিন।

অধিনস্তদের অধিকার সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর নির্দেশনা
আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ যে ভাইকে যে ভাইয়ের অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খেতে দাও যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরিধান করতে দাও যা সে নিজে পরিধান করে। (বুখারী ও মুসলিম)
মালিক সে পরিমান মজুরি দিবে যাতে করে শ্রমিক মালিকের মত খেতে ও পরতে পারে (পরিবার সহ)।
অর্থঃ শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বে তার মজুরী পরিশোধ করে দাও। (ইবনে মাজাহ)

অসৎ আচরণকারীর বিরুদ্ধে হুশিয়ারী
আল্লাহর রাসূল (সা.) হুশিয়ারী উচ্চারন করে বলেছেন, দাস-দাসীদের সাথে খারাপ আচরনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না (তিরমিজি)
মৃত্যুর সময়ও ভুলতে পারেননি আল্লাহর রাসূল (সা.) শ্রমজীবি মানুষকে- আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, হযরত আলী থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) এর সর্বশেষ বাণী ছিল নামাজ, নামাজ এবং তোমাদের অধঃস্তনদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর (আদাবুল মুফরাদ) আল্লাহর নবী (সা.) মৃত্যুর সময় শ্রমজীবী ও অধিনস্ত লোকদের অধিকার ভুলতে পারে নি। এযুগে তাদেরকে বাদ দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা কামনা করা যায় না। ইসলামী আন্দোলনের সকল জনশক্তি শ্রমজীবী মানুষকে বন্ধু বানাতে হবে। তাদেরকে আপন বানিয়ে সেবা দিয়ে তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে।

হযরত বারাকাহ (রা.)
মহান আল্লাহর মহাপরিকল্পনার মধ্যেই বিশ্বনবী (সা.) জন্ম, লালন-পালন ও নবুয়াত। তার জন্মের পূর্বেই পিতার মৃত্যু তারপর ছয় বছরের সময় তার মাতার মৃত্যু। মহান আল্লাহ নবী করিম (সা.) জন্মের পূর্বে তার ঘরে পাঠালেন হযরত বারাকা (রা.) কে রাসূল (সা.)এর লালন পালন করার জন্য। যিনি নবী করিম (সা.) এর পিতার সেবা করেছেন, মা আমেনার সেবা করেছেন। নবী করিম (সা.) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মায়ের দায়িত্ব পালন করেছেন হযরত বারাকা (রা.)। এই বারাকা ছিলেন রাসূল (সা.) এর জীবনে এক বরকতময় জান্নাতী নারী। বারাকা ছিলেন একজন হাবশী বালিকা। বয়স পনের/ষোল বছর। মুহাম্মদ (সা.) পিতা আব্দুল্লাহ তাকে মক্কার ক্রীতদাস-দাসীর বাজার থেকে ক্রয় করে। তখনও মা আমেনার সাথে আব্দুল্লাহর বিবাহ হয়নি। অর্থাৎ নবী করিম (সা.) জন্মের পূর্বেই বারাকা রাসূল (সা.) পরিবারে ছিলেন। মহান আল্লাহ রাসূল (সা.) জন্মের পূর্বেই তার লালন পালনের জন্য বারাকাকে রাসূলের ঘরে মওজুদ রেখেছিলেন।

এবার বারাকা (রা.) নিজস্ব বর্ণনায় শুনি রাসূল (সা.) জীবনের স্মৃতিগুলো:
বারাকা বলেন, আমেনা ও আব্দুল্লাহর বিয়ের দুসপ্তাহ পর আব্দুল্লাহর পিতা আব্দুল মুত্তালিব আমাদের বাড়িতে আসেন এবং আব্দুল্লাহকে বলেন, তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ কর। সওদাকারী কাফেলার সাথে তোমাকে সিরিয়া যেতে হবে। একথা শোনামাত্র আমেনা আর্তনাদ করে বলে উঠল, আশ্চর্য কিভাবে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে এতদূর যাবে ? এখনো আমি নববধূ, আমার বিয়ের মেহেদী এখনও শুকায়নি। আব্দুল্লাহর মনের অবস্থাও তাই। কিন্তু পিতার নির্দেশ অমান্য করা কঠিন। অনিচ্ছা স্বত্বেও তাকে ব্যবসার কাফেলার সাথে সিরিয়া যেতে হলো। এদিকে আব্দুল্লাহ রওয়ানা হয়ে বাড়ির সীমানা পার হওয়ার পরই আমেনা বেহুশ হয়ে দরজায় পরে যায় ।
আমি যখন আমেনাকে পরে যেতে দেখলাম, দুঃখে আর্তনাদ করে বললাম, কি হয়েছে তোমার তুমি যে পরে গেলে ? আমেনা চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল। তার চোখে অশ্রুর বন্যা। জবাবে ক্ষীন কণ্ঠে আমেনা আমাকে বললেন আমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও। এরপর আমেনা বিছানায় শুয়ে আছে, সে কারো সাথে কথা বলেনা। এমন কি যারা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে তাদের সাথেওনা। একমাত্র তার শ্বশুর আব্দুল মোত্তালিবের সাথে আদব রক্ষার্থে কথা বলে শুধু কুশল বিনিময় করে। আমেনা তার জীবনের অনেক স্মৃতি আমাকে শোনায়। আব্দুল্লাহ চলে যাওয়ার প্রায় দু'মাস পর একদিন ফজরের পর আমাকে ডেকে বলে আমি এক আজব স্বপ্ন দেখেছি আজ রাতে। দেখছি আমার রেহেমে থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সারা মক্কার উপাত্যকাকে আলোকিত করে ফেলেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি গর্ভ অনুভব করছ? উত্তরে বললো কিছু বুঝিনা তাইতো মনে হয়। জবাবে আমি বললাম মনে হয় তোমার এমন একটি সন্তান হবে, যার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ হবে। এরপর কিছুদিন কেটে যায়, আব্দুল্লাহর

কোনো খবর নেই। তারপর আমার ও আমিনার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। আমিনার অবস্থা খুবই করুণ, দিন দিন তার স্বাস্থ্য ভেঙে পরছে, আমি সর্বক্ষণই তার পাশে থেকে তাকে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এভাবেই দিন কাটছে আমাদের দুজনার।

একদিন সকালে আব্দুল মোত্তালিব আমাদের ঘরে এসে উৎকণ্ঠার সাথে বলে প্রস্তুতি গ্রহণ কর, এখনই আমাদেরকে মক্কা ছেড়ে বাহিরে যেতে হবে। আব্রাহাম বাদশা মক্কা আক্রমন করার জন্য এসেছে এবং সে কাবাঘর ধ্বংস করে দেবে। আমিনা বলল বাবা আপনি দেখছেন যে, আমি খুবই অসুস্থ, ক্লান্ত, হাটতেই পারছিনা, কিভাবে আমি পাহাড়ে পথ অতিক্রম করব। আব্দুল মোত্তালিব বললো, আমি দুশ্চিন্তা করছি তোমার এবং তোমার অনাগত সন্তানের জন্য। আমেনা জবাবে বলল, বাবা আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবেনা, কাবাও ভাঙতে পারবেনা, কারণ কাবার মালিক আছে, তিনিই তা রক্ষা করবেন। আমেনা এ ভয়ংকর সংবাদ শোনে বিচলিত হলেন না, তিনি ছিলেন নির্ভীক ও স্বাভাবিক। আব্দুল মোত্তালিব আমেনার কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন তোমার কোনো কথা শোনার প্রয়োজন নেই। বারাকা জিনিসপত্র, কাপড়চোপর নিয়ে তোমরা চলে আসো আমি তৈরী হয়ে তোমাদের অপেক্ষায় আছি। এর মধ্যেই অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। আব্রাহামের হাতিগুলো শতচেষ্টা করেও মক্কার দিকে আনতে পারছেনা। তখনই ঝাকে ঝাকে আবাবীল পাখি বিষাক্ত পাথর নিক্ষেপ করে হাতি ও তার সৈন্য বাহিনী ধ্বংস করে দিল।

বারাকা বলেন, দু'মাস পর কাফেলা সিরিয়া থেকে ফিরতে আরম্ভ করে। কোনো কাফেলা এলেই আমি চুপি চুপি গিয়ে আব্দুল মোত্তালিবের নিকট থেকে আব্দুল্লাহর সংবাদ নিতে যেতাম। কোনো সংবাদ না পেয়ে চুপি চুপি বাড়ি চলে আসতাম। আমেনাকে কিছুই জানতে দিতাম না। এভাবে একে একে সকল কাফেলা ফেরত আসে কিন্তু আব্দুল্লাহ ফিরেনি। একদিন সকালে উদ্বেগ নিয়ে আব্দুল মোত্তালিবের নিকট গেলাম, গিয়েই দুঃসংবাদ পেলাম মদিনা থেকে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর সংবাদ এসেছে। সংবাদ শুনে আমি চিৎকার করে বসে পড়ি। তারপর প্রায় জবানহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরি। আমার অবস্থা দেখে আমেনা বুঝে যায়। আমেনা ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর আমেনা শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেনি। আমি ব্যতীত বাড়িতে আমেনার পাশে আর কেউ নেই। আমার শোকের বোঝা নিয়ে আমি সর্বদা আমিনাকে ঘিরে থাকি তার সেবা যত্ন দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা আমার একমাত্র দায়িত্ব, কারণ আমেনার রেহেমে মহামুল্যবান আব্দুল্লাহর একমাত্র চিহ্ন পূর্ণতা লাভ করছে, তার যত্ন চাই।

এভাবে দিন রাত প্রহর গোনার পর আমেনা মুহাম্মদকে (সা.) প্রসব করে। সর্বপ্রথম আমি মুহাম্মদ (সা.) কে দুহাতে তুলে আমেনার কাছে দেই। মুহাম্মদ (সা.) শেষ রাতে জন্মায়, ভোর হওয়ার পর খবর পেলে আব্দুল মোত্তালিব ও অন্যান্যরা আসে। আব্দুল মোত্তালিব শিশু মুহাম্মদ কে কোলে করে কাবায় নিয়ে তাওয়াফ করে ঘোষণা দেয়, এ হলো আমার ছেলে আব্দুল্লাহর একমাত্র ছেলে মুহাম্মদ।

মক্কা উপত্যকার বাইরে মরুবাসী ধাত্রীরা লালন পালনের জন্য শিশুদের নিতে আসত। মুহাম্মদ গরীব ও এতিম বলে কেউ তাকে নিলো না। হালিমাতুস সাদিয়া নামী একজন দুগ্ধধাত্রী সবার শেষে আসলো, কারণ

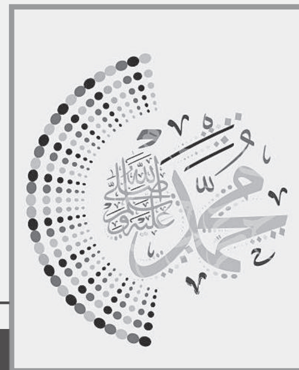

মক্কা উপত্যকার বাইরে মরুবাসী ধাত্রীরা লালন পালনের জন্য শিশুদের নিতে আসত। মুহাম্মদ গরীব ও এতিম বলে কেউ তাকে নিলো না। হালিমাতুস সাদিয়া নামী একজন দুগ্ধধাত্রী সবার শেষে আসলো, কারণ তার দুর্বল গাধাটি মক্কায় পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো। অন্য কোনো শিশু না পেয়ে হালিমা মুহাম্মদ (সা.) কে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে ফেরার পথে গাধাটি তেজী ও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

তার দুর্বল গাধাটি মক্কায় পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো। অন্য কোনো শিশু না পেয়ে হালিমা মুহাম্মদ (সা.) কে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে ফেরার পথে গাধাটি তেজী ও শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারপর এতিম মুহাম্মদ (সা.) এর বরকতে হালিমার দৈন্যদশা দূর হয়ে গেলো, হালিমার সঙ্গী সাথিরা হালিমার দরিদ্রতার জন্য তাকে হীন মনে করে, তার ভাগ্যের পরিবর্তনে তারা সবাই ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠল। এভাবে মুহাম্মদ (সা.) ছয় বছর বয়সে পৌছল।

আমেনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে সে তার স্বামীর কবর যিয়ারত করার জন্য মদিনায় যাবে এ সফর খুবই কষ্টকর। এক সকালে আব্দুল মোত্তালিব এসে এ কষ্টকর সফর থেকে বিরত থাকার জন্য আমেনাকে বারণ করার চেষ্টা করে কিন্তু আমেনার অটল সিদ্ধান্ত জানতে পেরে আব্দুল মোত্তালিব রাজী হয়ে যায়। একদিন আমি, আমেনা ও মুহাম্মদ (সা.) উটের পিঠে উঠে সিরিয়াগামী এক বিরাট কাফেলার সঙ্গী হয়ে মদিনায় রওয়ানা করলাম। আমরা চলছি এ দীর্ঘ যাত্রায়, ধু-ধু মরুভূমির বুক চিরে। আমি দেখি আমেনার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আমি তাকে বললাম তুমি ধৈর্যধারণ কর, তোমার শিশু ছেলের সামনে কাঁদলে সেও ভেঙে পরবে। আমি তাকে মরুভূমির বিভিন্ন কাহিনী বলে শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করি। অন্যদিকে মুহাম্মদের দিকে তার খেয়াল নেই। সে আমার গলা জড়িয়ে কোলে ঘুমাচ্ছে। এভাবে দশদিন পর আমরা মদিনায় পৌছি এবং মুহাম্মদের মাতৃকূল বনু নাজ্জারদের আতিথিয়তায় উঠি। মদিনায় পৌছে চল্লিশদিন আমি ও আমেনা প্রত্যহ আব্দুল্লাহর কবর যিয়ারতে যাই। আমরা মুহাম্মদ (সা.) কে সঙ্গে নেইনি কারণ তাকে পিতৃশোকে ফেলতে চাইনা। সে মদিনার শিশুদের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকত।

আমরা রওয়ানা করলাম মক্কার পথে। আমেনার ভীষন জ্বর হল, আমেনা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। আমরা তখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তীস্থান আরওয়া নামক গ্রামের কাছে। আমেনা সুস্থ হওয়ার কোনো লক্ষন না দেখে কাফেলা আমাদেরকে রেখে চলে গেল। দিনরাত আমি আমেনার সেবা করছি। আমার জানা যত চিকিৎসা আছে মরুভূমির লতাপাতা দিয়ে করলাম। এক রাত্রিতে আমেনার জ্বর ভীষন বেড়ে গেল, আমেনা অচেতন, আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি এবং তার সেবা করতে থাকলাম। এর মধ্যে মুহুর্তের জন্য আমেনা চোখ খুললো, আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে কাছে ডেকে বললো বারাকা আমার বিদায়। মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যাপারে তোমাকে বলে যাচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তার বাবাকে হারিয়েছে যখন সে আমার গর্ভে, এখন আমি তোমার চোখের সামনে তাকে একা রেখে বিদায় নিচ্ছি। ওরতো পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কেউ রইলো না। তুমি আমাকেও লালন-পালন করেছে, আমার পর তুমিই মুহাম্মদের মা, মুহাম্মদ (সা.) কে তোমার হাতে তুলে দিলাম। তাকে তুমি কখনও তোমার থেকে পৃথক করো না।

আমি আমেনার অন্তিম কথা শুনছিলাম আর চোখের পানিতে আমার বুক ভাসছিল। তার কথা শুনে আমি স্থির থাকতে পারিনি। আব্দুল্লাহর ঘরে আমি আমেনার পূর্বে এসেছিলাম, আব্দুল্লাহর সেবা করেছি তারপর আমেনার বিবাহের পর উভয়ের খেদমত ও যত্ন করেছি। আব্দুল্লাহ যেন না বলেই হারিয়ে গিয়েছিল তারপর আমেনাকে নিয়ে আমার জীবন চলছিল। তারপর আব্দুল্লাহর চিহ্ন স্বরূপ আসলো মুহাম্মদ (সা.)। এখন আমেনাও চিরবিদায় নিলো আমাকে আর মুহাম্মদ (সা.) কে রেখে। মরুভূমির মধ্যে আমি একা মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে। আমার বুক ফেটে কান্না আসলো। আমার কান্না দেখে মুহাম্মদ তার মায়ের বুক জড়িয়ে কাদঁতে লাগলো। অন্তিম পথের যাত্রী আমেনার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। এমন সময় আমেনা একটু ঝাকুনি দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিদায় নিল। আমার দুহাত দিয়ে মৃত মায়ের কাছ থেকে মুহাম্মদের কচি হাত পৃথক করে আমার গলায় জড়িয়ে আমি তাকে আমার বুকে নিলাম। কোন অবস্থাতেই সে আমায় ছারছিলোনা। সে অসহায় আমি আমার দুহাত দিয়ে মরুভূমির বালি সরিয়ে কবর খুরে তাতে আমেনাকে শুইয়ে দিয়ে তাকে কবরস্থ করলাম। মরুভূমির অন্ধকারে রাত পোহালো। মুহাম্মদ (সা.) কে বুকে জড়িয়ে আমি মক্কার পথে রওনা দিলাম। মক্কায় পৌছে মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে তার দাদা আব্দুল মোত্তালিবের ঘরে উঠি। দুবছর যেতে না যেতেই তার দাদা বিদায় নিল। দাদার মৃত্যুকালে মুহাম্মদ (সা.) এর বয়স ৮ বছর।

আব্দুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর আমাদের আশ্রয় জুটলো চাচা আবু তালেবের ঘরে। আবু তালেব অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল। তার সংসার ছিল অভাবের, আমি মুহাম্মদকে আমার অন্তর নিংড়ানো স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে লালন পালন করেছি। অপর দিকে দরিদ্র চাচার বোঝা হালকা করার জন্য মুহাম্মদ (সা.) কে দিয়ে মেষ, বকরি চড়িয়ে বৃদ্ধ আবু তালেবের সংসারে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। এভাবে আমি মুহাম্মদকে লালন-পালন করি। মুহাম্মদ (সা.) এমন আদর্শ ছেলে হিসাবে বড় হয় যে, পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত মহিলা খাদিজা (রা.) তাকে বিবাহ করে। এভাবে আমি মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে খাদিজার ঘরে প্রবেশ করি। জন্ম থেকে এ পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ থেকে পৃথক হইনি এবং মুহাম্মদ ও আমার থেকে পৃথক হয়নি। খাদিজার সাথে বিবাহের পর আমাদের উভয়ের জীবনে স্বাচ্ছন্দ নেমে আসে। মুহাম্মদ (সা.) আমাকে মা বলে ডাকতো।

খাদিজার সাথে বিয়ের কিছুদিন পর সকালে মুহাম্মদ (সা.) এসে আমাকে বলে; -"আম্মা, এখন তোমার ছেলে তোমার স্নেহ যত্নে বড় হয়ে বিয়ে করে নিজের সংসার করছে। মাগো সারাটি জীবন দিয়ে তুমি আমার সুখ শান্তিই দেখেছেন। কিন্তু তোমার যে কোনো সংসার হলোনা। এখন যদি কোনো আল্লাহর বান্দা তোমাকে চায়, তুমি কি রাজী হবে? উত্তরে আমি বললাম, সে কেমন কথা আমি যে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবোনা। তুমি কি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে.? উত্তরে মুহাম্মদ (সা.) উঠে এসে আমার গলা জড়িয়ে আমার কপালে চুমো খেলো এবং হেসে তার স্ত্রী খাদিজার প্রতি তাকিয়ে বললো, দেখো খাদিজা এ হলো বারাকাহ, আমার মা, আমার মায়ের পর ইনিই আমার মা, আমার সুখের অবশিষ্ট। এই বলে যেনো তার স্ত্রী খাদিজাকে ইঙ্গিত করলে তুমি মাকে বোঝাও। একথা বলে মুহাম্মদ (সা.) বাহিরে চলে গেল। খাদিজা আমার কাছে এসে আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো। বারাকা তোমার যৌবন ও সারাজীবন মুহাম্মদের জন্য উৎসর্গ করে তাকে লালন পালন করে সোনার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছো বলে তার মতো স্বামী আমার নসিব হয়েছে। তুমি মুহাম্মদের মা তুমি আমারও মা। এখন মুহাম্মদ (সা.) ও আমি তোমার কিছু ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তুমি তোমার ছেলে ও আমাকে খুশি করার জন্য বিয়েতে

রাজী হয়ে যাও। উত্তরে আমি বললাম এ বয়সে আমাকে কে বিবাহ করবে। খাদিজা বললেন মদিনাবাসী উবাই ইবনে যায়িদ আল খাজরাজী এসেছে প্রস্তাব নিয়ে। দোহাই তোমার আমাদের বাসনা পূর্ণ হতে দাও। আমি বিবাহে রাজি হলাম। আমি মদিনায় চলে গেলাম। এখানে আল্লাহ আমাকে একটি সন্তান দান করলেন। আমি তার নাম রাখলাম আইমান। তখন থেকে মানুষ আমাকে উম্মে আইমান নামে ডাকতে শুরু করে। কিন্তু আমার বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী হলোনা, আমার স্বামী মারা গেল। আমি আবার মুহাম্মদ (সা.) ও খাদিজার সংসারে চলে আসি। তখন মুহাম্মদের সংসারে আলী ও যায়েদ ইবনে হারিসাও যোগ দেয়।

নবী করিম (সা.) হিজরতের সময় বারাকাকে তার ঘরের জিনিসপত্র সংরক্ষনের দায়িত্ব দিয়ে তাকে মক্কায় রেখে যান। পরে বারাকা একাই মদিনায় হিজরত করেন। তিনি বলেন, আমার পা দুটোই হচ্ছে আমার বাহন। এ সফরে আমার অবর্ণনীয় কষ্ট হয়েছে। মরুভূমির সকল কষ্ট বরণ করছি শুধুমাত্র আমার কলিজার টুকরা মুহাম্মদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। মরুভূমির গরম ছিল চরম, মরুভূমির ধুলিঝড় আমাকে প্রায় অন্ধ করে ফেলেছিল। মরুভূমির রাস্তা চেনা অসম্ভব, তার মধ্যেও আমি রোজা রেখেছিলাম। এক পর্যায় আমি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ভীষণ পিপাসায় মুখ, গলা সব শুকিয়ে আসছিল, অথচ আমার সঙ্গের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে একফোটা পানিও বাকী নেই। এভাবে সন্ধ্যা নেমে এলো। আমি চলছি এবং কোন উদ্ধারকারী খুঁজছি। যদি একটু পানি পাই, কিন্তু কাউকেই পেলাম না। তাই ক্লান্ত হয়ে এক টিলার পাদদেশে বসে পড়লাম। অবসাদে তন্দ্রা হচ্ছিল এ অবস্থায় সর্বশেষ সাহায্যকারী মহান আল্লাহর কাছে হাত তুললাম। ইয়া রব তোমার দাসীকে রক্ষা কর, আমার ছেলে তোমার নবীর নিকট পৌঁছার ব্যবস্থা করে দাও। দোয়া করতে করতে একটু তন্দ্রা এসেগেল। হঠাৎ করে পায়ের কাছে ভেজা অনুভব করলাম। চেয়ে দেখি যে একটি ছোট প্রশ্রবন ফুটে উঠেছে, তা দিয়ে পানি ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে। সে পানি পান করলাম এবং পাত্র ভরে নিলাম। তারপর হাতমুখ ধুয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করে ঐ টিলার উপর রাত কাটালাম। সকালবেলা পূনঃরায় চলতে লাগলাম। এভাবে চলতে চলতে মদিনায় পৌঁছলাম। তখন আমার পা হাটতে হাটতে পানি এসে ফুলে গেছে, চোখ দুটি ধুলা বালিতে প্রায় অন্ধ। এ অবস্থায় রাসূল (সা.) আমাকে দেখেই এসে তার মোবারক হাত দ্বারা আমার পা দুটি মুছে দিলেন, আমার চক্ষুদ্বয় ও মুখ মুছে দিলেন। তারপর বরকতময় হাত দুটি আমার কাধে রেখে বলল, হে উম্মে আইমান আমার মা জান্নাতে তোমার জন্য ঘর বানিয়ে রাখা হয়েছে। রাসূল (সা.) এর স্পর্শে আমার পা ফোলা চলে যায় এবং চোখ সাথে সাথে ভালো হয়ে যায়।

বারাকা (রা.) উহুদ যুদ্ধে মহিলাদের দলে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যারা সৈনিকদের পানি পান ও আহতদের সেবা করতেন। উহুদের পর তিনি খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বারাকার স্বামী হযরত যায়েদ (রা.) মুতার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

হুনাইনের যুদ্ধে বারাকার পূর্বের স্বামীর ছেলে আইমান বীরের মতো যুদ্ধ করে রাসূল (সা.) কে হেফাজত করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। যে যুদ্ধে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম পালাতে শুরু করেছিলো। বারাকা সেই ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে বলেছিলেন, আমার এক ছেলে শাহাদাত বরণ করেছেন, মহান আল্লাহ আমার দু ছেলেকে মুহাম্মদ (সা.) ও উসামা (রা.) কে জীবিত রেখে দিয়েছেন। বারাকা (রা.) নবী করিম মৃত্যুর খবর শুনে বলেছিলেন মুহাম্মদের মৃত্যুর চেয়ে বড় খবর হলো পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। হুজুর (সা.) ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘদিন তিনি জীবিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর শাসন আমলে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার থেকে কতিপয় হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারাকা (রা.) কে ছিলেন?

১. মক্কার দাস-দাসীর বাজার থেকে হুজুর (সা.) এর পিতা আব্দুল্লাহ তাকে খরিদ করেছিলেন।
২. রাসূল (সা.) এর পিতা আব্দুল্লাহর দাসী ছিলেন এবং সেবিকা।
৩. মা আমেনার বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেবা যত্ন করেছেন।
৪. নবী করিম (সা.) এর মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় স্বপ্নের তাবীর করেছিলেন একজন মহামানবের আগমন হবে।
৫. নবী করিম (সা.) এর ধাত্রী।
৬. নবী করিম (সা.) এর প্রথম কোলে গ্রহণকারীনি।
৭. মা আমেনার মদিনা সফরের সঙ্গিনী।
৮. মা আমেনার সাথে আব্দুল্লাহর কবর জেয়ারত ৪০ দিন।
৯. মা আমেনার মৃত্যুর সময়ে সঙ্গিনী।
১০. মা আমেনার একমাত্র দাফনকারিনী।
১১. মৃত্যুর সময় মা আমেনা আল্লাহর রাসূলকে লালনপালনের দায়িত্ব প্রদান।
১২. আল্লাহর রাসূলকে বুকে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন।
১৩. একা একা পায়ে হেটে মদিনায় হিজরত কারিনী।
১৪. মদিনায় হিজরতের সময় পানির পিপাসায় তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পায়ের কাছে নহর প্রবাহিত।
১৫. নবী করিম (সা.) তাকে সারাজীবন মা বলে ডাকতেন এবং সারাজীবন মায়ের মর্যাদা প্রদান করেছিলেন।
১৬. বারাকা (রা.) কে দেখলেই নবী করিম (সা.) দাড়িয়ে তার কপালে চুমু খেতেন।
১৭. তিনি ছিলেন নবী করিম (সা.) এর প্রিয় সন্তান যায়েদের স্ত্রী।
১৮. তিনি ছিলেন রাসূল (সা.) এর নিযুক্ত শেষ সেনাপতি ওসামা (রা.) এর মা।

চলবে......

লেখক: ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

স্বাধীনতা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

স্বাধীনতা- জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেমের অনুভুতিতে গরীয়ান একটি প্রিয় শব্দ, একটি প্রেরণা,একটি সুখকর চেতনা। আশা-প্রত্যাশার এক আকর্ষণীয় অনুভুতি এর মাঝে লুকায়িত। পরাধীন জীবনের চেয়ে স্বাধীন জীবনের ভাবনা আর অনুভুতির মাঝে যে বেজায় তফাৎ তা বোঝে প্রতিটি নাগরিক মন। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মেল বন্ধনে নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক লেনা-দেনায় স্বাধীনতার স্পর্শ বিদ্যমান। রাষ্ট্র একক কোনো ব্যাক্তি নয় আবার ব্যক্তি একাও রাষ্ট্র নয়, কিন্তু কোনোটি থেকে কোনোটি পৃথক নয়। রাষ্ট্রের সকল আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনা তার নাগরিকের কল্যাণের জন্য। স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে স্বাধীনভাবে নিজ মত প্রকাশের, পেশা বেছে নেয়ার, জীবন মান বাছাইয়ের, এবং বসবাস ও চলাচলের। কিন্তু সেই স্বাধীনতা প্রয়োগে তৈরি হয়েছে নানারকম প্রতিবন্ধকতা। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যদি স্বাধীন মত প্রকাশ করা না যায়, স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা না যায়, যোগ্যতা থাকা স্বত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত পদে নিয়োগ পাওয়া না যায়, তাহলে স্বাধীনতা অর্জনের ফলাফলের খাতায় আসলে প্রাপ্তিই বা কী? স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও ফুটপাতে মানুষ ঘুমায়, ময়লার স্তুপ থেকে খাবার সংগ্রহ করে অসংখ্য বনি আদম। বৃষ্টিস্নাত দিনে কিশোর-তরুণেরা যখন আনন্দের আতিশয্যে জলকেলি করে তখন পলিথিনে মোড়া ঝুপড়ি ঘরে জীবনের শেষ সম্বলটুকু রক্ষায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত থাকে অগণিত মানুষ। বেকারের সংখ্যা আসলে কত তা পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট দেখে বোঝার উপায় নেই। নিম্ন আয়ের দেশ হতে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। কাগজ কলমের উন্নয়নের জোয়ার বইছে সর্বত্র; বাস্তবতা আসলে কী?

নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এ দেশের মানুষ অনুভব করেছেন, দীর্ঘ লড়াই আর সংগ্রামের কাঙ্ক্ষিত ফসল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার শ্লোগান ছিলো 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার'- পাকিস্তানের দু'ভূখণ্ডের পশ্চিম অংশের লোকেরাই শাসক হিসেব বার বার ক্ষমতায় আসীন হয়ে তারা জনগণের ভোটাধিকারের ফলাফলের তোয়াক্কা করেনি। চাকুরি, ব্যবসায় এবং অন্যান্য সূযোগ সুবিধায় কোনো সাম্য ছিলো না, সামাজিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অবাঞ্ছিত ছিলো- এ অভিযোগের তীর যাদের বিরুদ্ধে ছোড়া হয়েছিলো

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও ফুটপাতে মানুষ ঘুমায়, ময়লার স্তুপ থেকে খাবার সংগ্রহ করে অসংখ্য বনি আদম। বৃষ্টিস্নাত দিনে কিশোর-তরুণেরা যখন আনন্দের আতিশয্যে জলকেলি করে তখন পলিথিনে মোড়া ঝুপড়ি ঘরে জীবনের শেষ সম্বলটুকু রক্ষায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রত থাকে অগণিত মানুষ। বেকারের সংখ্যা আসলে কত তা পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট দেখে বোঝার উপায় নেই। নিম্ন আয়ের দেশ হতে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। কাগজ কলমের উন্নয়নের জোয়ার বইছে সর্বত্র; বাস্তবতা আসলে কী?

তাদের বিরুদ্ধেই ছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই। স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পর এসেও এ প্রশ্নগুলো আরো মোটা দাগে সামনে এসে দাড়ায়। এ দেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছে। কারাগার, জেল-জুলুমসহ অসংখ্য নির্যাতন সহ্য করেছে। দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা পোহাতে হয়েছে। জনগণ চেয়েছে জীবনমানের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সামাজিক সুশাসন, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু এগুলো অধরাই থেকে গেছে।

জটিল সমীকরণে আমাদের অর্থনীতি। পরিসংখ্যান বলে তখন ৮০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করতো, এখন তা নেমে এসেছে ২০ শতাংশে। বাস্তব চিত্র কি আসলে তাই বলে? ১৯৭০ এর নির্বাচনের আগে জিডিপি ছিল নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এখন তা ৮৬১ মার্কিন ডলার। স্বাধীনতা পরবর্তী বছরে বার্ষিক বাজেট ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা, এখন তা বেড়ে দাড়িয়েছে প্রায় ৬ লাখ কোটি টাকায়। তখন গার্মেন্টস শিল্প সবেমাত্র এগুতে শুরু করেছিল, এখন অর্থনীতির মোট জোগানের বড় একটি অংশ আসে গার্মেন্টস খাত হতে। নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক কিছুই বেড়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে কয়েক গুণ। প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স জাতীয় অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। বড় বড় দালান, কোঠাসহ সকল কিছুতে অভুতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, বাজেটের আকার বড় হওয়া, নতুন নতুন রাস্তা আর আকাশচুম্বি ভবন হওয়াই বড় কথা নয়। এ উন্নয়নের পাশাপাশি অধঃগতিও কম নয়। এক সময়ের সোনালী আঁশ এখন গলার ফাঁস। আদমজী, বাওয়ানী, করিম, প্লাটিনাম জুটমিলসহ বড় বড় সব পাটকল বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত অধিকাংশ শিল্প কারখানা সময়ের ব্যবধানে লে-অফ ঘোষণা করে এগুলোর সম্পদ ও সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে। সরকারী মালিকানাধীন করপোরেশনগুলো লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত চিনিকলগুলো বন্ধ হওয়ার পথে। মাথাপিছু আয়, বাজেট বৃদ্ধি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি এসব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আপামর জনতার খেটে খাওয়া মানুষ জিডিপি, প্রবৃদ্ধি, বাজেটের আকার আর মুদ্রাস্ফীতি বোঝে না, তারা চায় দুবেলা দুমুঠো ভাতের নিশ্চয়তা। তারা চায় দিনশেষে একটু শান্তির বিশ্রাম। সরকারের কাজ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত মর্যাদায় নিয়ে যাওয়া; জনগণের প্রাত্যহিক চাহিদাগুলো পূরণ করা। আদতে সরকার তা কি করছে? অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশের সাধারণ জনগণ যে সুফল পাওয়ার কথা, তা তারা কোনোভাবেই পায় না।

আমরা অহরহ উন্নয়নের গল্প শুনি। গত ৫০-৫১ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কম হয়নি। সড়ক ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন, নগরায়ন এসবে উন্নয়নের অগ্রগতি হয়েছে বটে তবে এর মধ্যে কোনো ভারসাম্য নেই। উন্নয়নের অর্থ লোপাট এখন এক জাতীয় সমস্যা। যে দেশে একপিছ পর্দা কেনা হয় সাইত্রিশ হাজার টাকায়, বালিশের দাম লাখ টাকার ওপরে। পর্দার কাপড়ের রঙ বাছাইয়ের জন্য কোনো কর্মকর্তার বিদেশ গমন নিয়ে চলে নানা আয়োজন। প্রকল্প আর উন্নয়ন শুনলেই এক শ্রেণির অর্থলোভী কর্মকর্তা আর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের চোখে আলোর ঝলকানি দেখা যায়। এ উন্নয়ন দিয়ে জাতি এবং জনগণের কি উপকার

আমরা কৃষিখাতে বিপ্লবের কথা বলি কিন্তু চালের দাম শুধু বেড়েই চলে। সয়াবিন তেল প্রতি কেজির মূল্য দুইশত টাকার ঘর ছুয়েছে। শাক-সব্জির বাজারে আগুন। নিম্ন আয়ের মানুষেরা মাছ-গোস্ত খাওয়ার চিন্তা করতে পারে না। কয়েক লাখ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে কিন্তু শিক্ষা আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিনামূল্যে করার পরেও আনুসঙ্গিক খরচ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অতি দরিদ্র মানুষেরা তার সন্তানকে লেখাপড়া করাতে হিমশিম খায়। প্রতিবছর লাখ লাখ শিশু শিক্ষা জীবন থেকে ঝড়ে যায়। জীবন জীবিকার প্রশ্নে মানুষের জীবন এখন বড় দুর্বিষহ।

তা যে কোনো নাগরিকের সাধারণ প্রশ্ন। আমরা কৃষিখাতে বিপ্লবের কথা বলি কিন্তু চালের দাম শুধু বেড়েই চলে। সয়াবিন তেল প্রতি কেজির মূল্য দুইশত টাকার ঘর ছুয়েছে। শাক-সব্জির বাজারে আগুন। নিম্ন আয়ের মানুষেরা মাছ-গোস্ত খাওয়ার চিন্তা করতে পারে না। কয়েক লাখ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে কিন্তু শিক্ষা আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিনামূল্যে করার পরেও আনুসঙ্গিক খরচ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অতি দরিদ্র মানুষেরা তার সন্তানকে লেখাপড়া করাতে হিমশিম খায়। প্রতিবছর লাখ লাখ শিশু শিক্ষা জীবন থেকে ঝড়ে যায়। জীবন জীবিকার প্রশ্নে মানুষের জীবন এখন বড় দুর্বিষহ। পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আইউব খান কম উন্নয়ন করেননি, তিনি সবচেয়ে বেশী উন্নয়নের শ্লোগান শুনিয়েছেন। কিন্তু জনগণ উন্নয়নের মোয়া গিলতে রাজী হয়নি। জনগণ চেয়েছে নাগরিক হিসেবে

তাদের প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পেতে। বৃটিশের দুশ বছরের পরাধীনতার জিঞ্জির হতে মুক্ত হবার পরও পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনে জনগণ স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ খুঁজে পায়নি। তাইতো ১৯৭১-এ আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নতুন দেশের অভ্যূদয়। অর্ধ শতাব্দী পেরিয়েও আজ বড় প্রশ্ন স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের অর্জন কতটুকু?

কল-কারখানায় নিম্নতম মজুরী আদায়ের জন্য গার্মেন্টস শ্রমিকরা যখন রাস্তায় শ্লোগান ধরে তখন তাদের রক্ত পানি করা শ্রমে মালিক পক্ষ কোল্ড ড্রিংকস পান করে। ছোট ছোট কারখানাগুলোতে না আছে কর্ম পরিবেশ, না আছে কোনো মজুরী কাঠামো। ঢাকার চকবাজার, কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা, টঙ্গী, যাত্রাবাড়ী, লালাবাগ, যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুরে এবং হাজারীবাগে হাজার হাজার ছোট এবং মাঝারী মানের কারখানায় কাজ করে লাখ লাখ শ্রমিক। এমন কারখানা রয়েছে সারা দেশেই এগুলোতো না আছে কর্ম পরিবেশ, না আছে ন্যুনতম মজুরীর নিশ্চয়তা। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বলতে কি বোঝায় তা তারা কখনো কল্পনা করতে পারে না। রাজধানী এবং বড় শহরগুলোর বস্তিবাসী মানুষেরা যেন দখলবাজদের গিনিপিগ। ব্যবসার খাতিরে একদল এ সকল বস্তিতে আগুন লাগায়, পরবর্তীতে আর এক দল তাদের পূনর্বাসন করে। যারা স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসেও টিফিন কেরিয়ার হাতে সূর্যেদয়ের পূর্বে কর্মস্থলের দিকে দৌড়ায় আবার রাত দশটার পর বাসায় ফেরে। আধুনিক যুগের ক্রীতদাস প্রথা-ই যাদের নিয়তি। এ সকল মানুষের কাছে স্বাধীনতা দিবসের মানে কী? যারা ইনসাফের কথা বলেন, ন্যায়ের কথা বলেন, সাম্য এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তাদের বিবেকের কাছে এদের জীবনের কঠিন এবং করুণ দৃশ্যগুলো কি কোনো প্রশ্ন তোলে না?

সাম্য এবং মানবিক মর্যাদার বিচারে আমাদের অবস্থান কোথায়? পাকিস্তান আমলের বাইশ পরিবার আজ বাইশ লাখ পরিবারে রূপ নিয়েছে। দেশের তাবৎ অর্থের সিংহভাগ অর্থগৃধ্নু এ সব ধনকুবেরদের হাতে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়েছে। জীবন এবং সম্পদের প্রশ্নে জনগণ বড়ো বেশি অসহায়। সরকারী ব্যাংকগুলোর অর্থ লোপাট হয়ে তা এখন অন্তসারশূণ্য। ন্যাশনাল ট্রেজারি ব্যাংকের ভল্ট হতে অর্থ গায়েব হয়, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর অর্থের হদিস মেলে না। উন্নয়নের পরিকল্পনা, বাজেট এবং টেন্ডার হওয়ার পর ভৌতিক বিলে অর্থ সাবার করার পর দেখা যায় সেখানে মূলত কোনো কাজই হয়নি। ক্ষমতাসীন দলের সামান্য ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতার বাসায় পাওয়া যায় ভল্ট ভর্তি টাকার বস্তা। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের জেলা পর্যায়ের নেতারা হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়। বিদেশী ব্যাংকে কালো টাকার পাহাড় জমা করে আর বেগম পাড়ায় বাড়ি করে গোটা জাতিকে আজ তারা বিপদের মূখে ফেলেছে। যতগুলো অভিযোগে আমেরিকা স্যাংশন দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের দেশের ব্যাংকে বিভিন্ন হিসাবে আয় বহির্ভূত টাকা জমা করা। এ সবই দেশের অর্থ লোপাট করে তারা বিদেশে পাচার করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ ছিলো তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের ট্যাক্সের টাকায় সব উন্নয়ন শুধু পশ্চিমেই করে। তারাও কিন্তু এভাবে বিদেশে টাকা পাচারের কথা তখন কল্পনা করেনি। রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার সূযোগে অর্থনৈতিক যে দুর্বৃত্তায়ণ তা গোটা দেশের অর্থনীতির অবস্থাকে

সাম্য এবং মানবিক মর্যাদার বিচারে আমাদের অবস্থান কোথায়? পাকিস্তান আমলের বাইশ পরিবার আজ বাইশ লাখ পরিবারে রূপ নিয়েছে। দেশের তাবৎ অর্থের সিংহভাগ অর্থগৃধ্নু এ সব ধনকুবেরদের হাতে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়েছে। জীবন এবং সম্পদের প্রশ্নে জনগণ বড়ো বেশি অসহায়। সরকারী ব্যাংকগুলোর অর্থ লোপাট হয়ে তা এখন অন্তসারশূণ্য। ন্যাশনাল ট্রেজারি ব্যাংকের ভল্ট হতে অর্থ গায়েব হয়, রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর অর্থের হদিস মেলে না। উন্নয়নের পরিকল্পনা, বাজেট এবং টেন্ডার হওয়ার পর ভৌতিক বিলে অর্থ সাবার করার পর দেখা যায় সেখানে মূলত কোনো কাজই হয়নি।

পঙ্গু করে দিয়েছে। শেয়ার বাজার লোপাট, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, ইভ্যালি, রিং আইডি, যুবক এ ধরণের আরো শত শত প্রতারণার মহাজাল বিছিয়ে শুষে নিচ্ছে সাধারণ জনগণের অর্থও। যে দেশে এখনও অনেক মানুষ দুবেলা খাবারের সংস্থান করতে পারে না। মাস্টারস্ পাশ যুবক কোথাও চাকুরী না পেয়ে দু'বেলা ভাতের বিনিময়ে পড়াতে চেয়ে পোস্টার সাটতে বাধ্য হয়। সে দেশেরই একদল ধনীর দুলাল রাত কাটায় ফাইভ স্টার হোটেলে। বিশেষ পার্বনে মার্কেটিং-এর জন্য তারা যায় সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া। অবসর কাটাতে চলে যায় আমেরিকা দুবাই। আজব এক বর্ণ বৈষম্যের মধ্যে আমাদের বসবাস।

চিকিৎসার ব্যবস্থার দেউলিয়াত্ব কত মারাত্মক তা এবারের করোনা মহামারীতে ভালোভাবে অনুধাবন করা গেছে। সরকারী হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিতে সাধারণ মানুষ ভয় পায়। বেসরকারী হাসপাতালগুলোতে খরচের বহর এতো বড়ো যে, অনেক মানুষ বিনা চিকিৎসায় জীবনের কষ্টকর অভিজ্ঞতা নিয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। কর্তা ব্যাক্তিরা অনেক বাগাড়ম্বর করেছেন, তাদের অনেক কিছু আছে, করোনা মহামারীতে দেখা গেল অধিকাংশ হাসপাতালে আই সি ইউ নেই, ভ্যান্টিলেটর নেই। গোটা দেশে অক্সিজেন সংকট। হাসপাতাল আছে ডাক্তার নেই। ডাক্তার আছে ঔষধ নেই। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, কিন্তু অধিকাংশ হাসপতালে ডাক্তার পাওয়া যায় না। চিকিৎসা শিক্ষার অবস্থা আরো করুণ। টাকার বিনিময়ে মেডিকেলে ভর্তি হওয়া যায়, টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। প্রায়শই ভুয়া ডাক্তারের দেখে মেলে, যারা বাহারী বিজ্ঞাপনে নিজেকে অনেক বড় বিশেষজ্ঞ বলে জাহির করে। জনগণের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সাথে এর কি-ইবা মিল আছে? স্বাধীনতার তিনটি মৌলিক শ্লোগাণের সাথে এর সম্পর্ক কতটুকু?

বিচার ব্যবস্থা নানান সূতোয় বাঁধা। নিম্ন আদালত উপর মহলের নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না। উচ্চ আদালত জামিন দিলে আবার জেলগেট হতে গ্রেফতার করার সংস্কৃতি গত ১০/১২ বছরে নিয়মে পরিণত হয়েছে। গ্রেফতারের পর রিমান্ডের নামে পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করা, হাত পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, পঙ্গু করে দেয়া এবং বন্দুক যুদ্ধের নাটক দেখতে দেখতে জনগণ আজ অসহায় জাতিতে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকরা এমন নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক নির্যাতন করতো কি? আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই আর খোঁজ মেলে না। 'গুম' নামক এক আততায়ীর ভয়ে গোটা জাতি তটস্থ। পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠী এভাবে মানুষকে গুম করার সাহস করেনি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এখন শুধুমাত্র একটি দলের জন্য অবারিত। সভা-সমাবেশ করতে হলে আগে পুলিশের কাছে অনুমতি চাইতে হয়। পুলিশ অনুমতি না দিলে সভা সমাবেশ করার সূযোগ নেই। অতীতের বহু স্বৈরশাসক পুলিশ লেলিয়ে সভা সমাবেশ ভণ্ডুল করেছে; বর্তমানের মতো এমন নগ্ন রূপ খুব কমই দেখা গেছে। স্বাধীন মত প্রকাশের ন্যুনতম স্বাধীনতা জনগণের নেই। দেশীয় বড় বড় মিডিয়াগুলো এখন সরকারী দলের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন করেন মিডিয়া কি ফ্যাসিবাদী শাসনকে ভয় করে, না কি তারাই ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটায় ও লালন করে? পাবলিক বাসে কোনো একজন সরকারের সমালোচনা করায় তাকে দেখে নেয়ার হুমকি দেয় সরকারী দলের এক নারী কর্মী। সরকারী রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করে পোস্ট দেয়ায় এক যুবককে দশ বছরের কারাদণ্ড এবং লাখ টাকা জরিমানা করেছে দেশের একটি আদালত। পাকিস্তান আমলে মানুষ সকাল বিকাল আইউব-ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতো। তারা এভাবে জনগণের টুটি চেপে ধরেছে বলে নজির পাওয়া যায় না।

ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লড়াই। এখন দিনের ভোট রাতে হয়। ভোটার ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পর শোনে তার ভোট দেয়া হয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের যারা ভোট দিবেন না, তাদের কেন্দ্রে আসার প্রয়োজন নেই। তারা প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করে, যারা তাদের বিপক্ষের লোক তারা যেন নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এলাকা এবং বাড়িঘরে না থাকে। ভোটবিহীন এম পি, ভোটবিহীন জনপ্রতিনিধি আমাদের দেশেই সম্ভব। একজন সংসদ সদস্য তাই আক্ষেপ করে সংসদে দাড়িয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন। সচিবালয়ের পিয়নরাও নাকি তাদের দাম দেয় না। এটি একজন রাজনৈতিক নেতার মনের দুঃখগাথা। একজন প্রবীন রাজনীতিবিদ সংসদেই বলেছেন, ডিসিরা তাদের কথা শোনে না, তাদের কথার মূল্যায়ন করে না। এই আজব পরিস্থিতির উদগাতা মূলত তারাই। প্রশাসন এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে যখন জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, দিনের ভোট রাতে করা হয়, বিনা ভোটে ১৫৩ জন এম পি পদ বাগিয়ে নেয়। আর এ সব কাজে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের ব্যবহার করা হয়- তখন তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সম্মান দেখাবে না, এটাই বাস্তবতা।

জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে চায়। সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা এবং খারাপ কাজের সমালোচনা করতে চায়। জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা চায়। কথায় কথায় মামলা এবং দেখে নেয়ার হুমকি থেকে বাঁচতে চায়। গুম এবং বন্দুক যুদ্ধ নামক আততায়ীর হাত থেকে বাঁচতে চায়। গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের স্বজনরা তাদের প্রিয়জনকে কাছে ফিরে পেতে চায়। দ্রব্যমূল্য তাদের নাগালে থাকুক এটা তাদের প্রত্যাশা। স্বাভাবিক জীবন যাপনের গ্যারান্টি চায় প্রতিটি নাগরিক। নিজের ভোট নিজে দেয়ার নিশ্চয়তা চায়। বেকারত্ব, ক্ষুধা, দারিদ্র দূর করার জন্য চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্য,ঘুষ এবং দুর্নীতি বন্ধ হোক- এটা প্রতিটি নাগরিকের কামনা। ভাত, কাপড় এবং বাসস্থানের নিরাপত্তা প্রদান একটি সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে এগুলো ছিলো মৌলিক কথা। যেই ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, আজ সেই অধিকার সবচেয়ে বেশি ভূলুণ্ঠিত। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসুক এটাই স্বাধীনতার মূল চেতনা। জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্দলীয় নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা পূনর্বহালই একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেগবান হোক- এবারের স্বাধীনতা দিবসে এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মাদানী

ভূমিকা

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম মানুষের পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভারসাম্যমূলক আর্থ-সামাজিক জীবন পদ্ধতি উপহার দিয়েছে। ইসলাম সুখী সমৃদ্ধ কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন সুস্থ সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে তেমনি প্রতিষ্ঠা করেছে ইনসাফপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। সম্পদের লাগামহীন সঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও সমাজতন্ত্রের মতো অভিশপ্ত মতবাদ থেকে সমাজকে মুক্তকরণ এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা সবচেয়ে কার্যকর ভারসাম্য ও ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। বাংলাদেশর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। সুদীর্ঘকাল ধরে তারা জীবনের মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। সম্পদ বণ্টনের অসম নীতির কারণে সমাজে শ্রেণি-বৈষম্যের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এক শ্রেণির মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে আর আরেক শ্রেণির মানুষ দিনরাত পরিশ্রম ও চরম দারিদ্রতার মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করছে। কর্মসংস্থানের অভাবে বিপুল সংখ্যক লোক বিভিন্ন ধরনের অপকর্মসহ ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িয়ে পড়ছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনভিপ্রেত। এদেশের এ শোচনীয় অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য ইসলামের যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা এবং সম্পদের সুষম বণ্টননীতি জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। তাই ঈমানের সাক্ষ্য দেয়ার পর সালাত এবং যাকাতকে ভ্রাতৃত্ববোধের সেতুবন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন-

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ

'তারা যদি তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।' (সূরা তাওবা: ১১)

যাকাত পরিচিতি

যাকাত শব্দের অর্থ হলো, (النماء-الطهارة-البركة) পবিত্রতা, বরকত, ক্রমবৃদ্ধি ও আধিক্যতা ইত্যাদি। কেননা যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে সম্পদ কমলেও প্রকারান্তে এর পরিবর্ধন ঘটে। এছাড়া এর মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে সমাজ হয় মুক্ত, পবিত্রও বরকতময় হয়।

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হাশিমী বংশের লোক ব্যতিত মুসলিম নিঃস্ব ব্যক্তিকে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের কিছু অংশের মালিক বানানোকে যাকাত বলা হয়।

حق يجب في المال- সম্পদের মধ্যে অন্যের হক বা অধিকার

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে ইসলামী আইনবিদগণ মনে করেন যে, জীবন-যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সম্পদে পূর্ণ এক বছরকাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট এক অংশ আল্লাহ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়। সুতরাং যাকাত হচ্ছে, বিত্তবানদের ধন সম্পদের সেই অপরিহার্য অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

'হে রাসূল! আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করুন, আপনি এর দ্বারা তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করবেন।' (সূরা তাওবা: ১০৩)

যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। আল-কুরআন সালাত প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহে যাকাতকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে যে বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন সে বিধানগুলো মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদত। এ ইবাদতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এক. দৈহিক ইবাদত, দুই. আর্থিক ইবাদত। দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সালাত। আর আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো যাকাত। এটি সামাজিক উন্নয়ন,

বিত্তশালী ও অভাবী লোকদের মাঝে সেতু বন্ধন হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যাকাতের পাশাপাশি আর্থিক ইবাদত হিসেবে ‘উশর নামে আরেকটি বিধানও ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য যাকাতের ভূমিকা যেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এ বিষয়ে ‘উশরের ভূমিকাও কম নয়। এর মাধ্যমে কৃষি আয় বন্টনে বিরাজমান দুস্তর বৈষম্যের অবসান এবং সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের হ্রাস ঘটানো সম্ভব।

১.আল-কুরআন ও সুন্নাহ্য় যাকাত প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ

আল-কুর'আনে মোট ১৯টি সূরায় ২৯টি আয়াতে যাকাত শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। এরমধ্যে ৯টি মাক্কী সূরাহ এবং ৯টি মাদানী সূরা। মাক্কী সূরায় যাকাতকে মুমিনদের একটি মহৎ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এত অপরিসীম যে, আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা.) এর নিকট সাক্ষাতের জন্য আগমন করত, তিনি তাদের প্রত্যেককেই সালাত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যাকাত প্রদানের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতেন। এ প্রসঙ্গে জারির ইবনু ‘আব্দিল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন-

بَايَعَتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اِقَامِ الصَّلَوةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَوَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ- متفقٌ عليه

‘আমি রাসূলের (সা.)র হাতে সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমকে উপদেশ দেয়ার জন্য বায়'আত করেছি।’ নবী করীম (সা.) যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য এর অনাদায়কে যুদ্ধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইসলামী শরী‘আতে যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি এতই অকাট্য যে, যদি কোন মুসলিম তা অস্বীকার করে সে অবশ্যই কাফিরে পরিণত হবে। তার উপর মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কার্যকর হবে। প্রথমে তাকে তওবা করতে বলা হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এভাবে,

وعَن ابن عُمَر رَضِيَ اللَّه عنْهَما، أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، - مُتفقٌ عليه

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে রাসূল (সা.) বলছেনে আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। (রিয়াদুস সালেহিন: ৩৮৫)

২. যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয় যা দারিদ্র ও অভাবগ্রস্থদেরকে দয়া করে দেয়া হয়

যাকাত হলো, ধন-সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাব গ্রস্থদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْم‘ আর তাদের সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার।’

৩. যাকাত অস্বীকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

কেননা যাকাত ইসলামের একটি অঙ্গ। কাজেই তা অস্বীকার করা মানেই আল্লাহকে অস্বীকার করা। অতএব, তার কাফির হওয়ার বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

হাদীস গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা.) ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক ও অনন্য। তাঁর খিলাফতকালে আরবের বিভিন্ন গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। যদিও তারা সালাত-সাওম পালনে প্রস্তুত ছিল। মুসায়লামাতুল কায্যাব, শাজাহ ও তুলায়হা প্রমুখ ভণ্ড নবীসহ তাদের অনুসারীরা যাকাত অস্বীকারকারীদের এই নীতিকে প্রবল সমর্থন জানিয়েছিল। ‘উমার (রা.) তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে কী শাস্তি গ্রহণ করা হবে তা জানতে চাইলে খলীফা আবূ বকর (রা.) উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,

وَاللّٰهِ لاَ قَاتِلَنَّ مَّنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ فَاِنَّ الزَّكَوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُوْدُّوْنَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَقَاتَلْتُ مَنْعِهِمْ

‘আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। কেননা যাকাত হলো, সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি (যাকাত ফরযকৃত উটের) লাগাম দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলের সমীপে উপস্থিত করত। তাহলে আমি তাদের এ অস্বীকৃতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। এ কথা শুনে ‘উমার (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আবূ বকরের অন্তরকে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, এটিই সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত।’

অবশেষে আবূ বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন এবং যাকাতদানে বাধ্য করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে আবু বকর (রা.) পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রে এটিই সর্বপ্রথম দরিদ্র, মিসকীন ও সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের ন্যায়-সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ যাকাত যেমন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে, তেমনি নিঃস্ব ও দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. যাকাত অনাদায়ে বৈষয়িক ও পরকালীন শাস্তি

যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তির জন্য যেমন পরকালীন শাস্তি রয়েছে তেমনি তার জন্য রয়েছে বৈষয়িক শাস্তি। আর এ শাস্তি যেমন শরী‘আত-সম্মত তেমনি পরিণামগতও। ইমাম-তাবারানী উদ্ধৃত আরেকটি হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, مَا تَلَفَ مَالٌ فِى بَرّ وَّ لاَ بَحْرٍ اِلاَّ بِحَبْسِ الزَّكَوةِ ‘যাকাত আটকে রাখার কারণে স্থল ও জল ভাগে ধন-মাল বিনষ্ট হয়।’ যে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে, উক্ত সম্পদের মালিক যদি এর যাকাত প্রদান না করে, তার সম্পর্কে কঠোর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এভাবে,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمِه يُوْمَ يَحْمَىْ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هَذَا ما كَنَزْتُمْ لِاَنفِسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

‘যারা স্বর্ণ, রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তা (যাকাতের মাধ্যমে) আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দিন। সেদিন তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাট, পৃষ্ঠদেশ ও পাঁজরে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের আস্বাদ গ্রহণ কর।’ (সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)

হাদীসে যাকাত অনাদায়ী ব্যক্তির জন্য পরকালীন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। নবী করীম (সা:) বলেন, ‘আল্লাহ যাকে ধন-মাল দিয়েছেন সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগর (যার দুই চোখের উপর দুটি কালো চিহ্ন রয়েছে) রূপ ধারণ

করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয়।' উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে যাকাত আদায় না করলে তার পরিণামগত শাস্তির কথা প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং কৃপণতার প্রতি আসক্ত না হয়ে যে সম্পদে যাকাত ফরয হয়েছে তার যাকাত আদায় করা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য।

যাকাতের নিসাব

ইসলাম যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমানশীল ধনসম্পদের সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ মাল থাকা অপরিহার্য শর্তারোপ করেছে। ফিক্‌হ পরিভাষায় তাকেই নিসাব বলে। নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই একজন মুসলিমকে যাকাত আদায় করতে হয়। নিম্নে বিভিন্ন যাকাত সামগ্রীর নাম ও এগুলোর নিসাব পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:

সম্পদের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে হিসাব ও নিসাব- ৫২.৫ তোলা বা ভরি রৌপ্যের বর্তমান বাজার মূল্যের সমান বা তার অধিক হলে। অর্থাৎ বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী প্রায় ৮০ হাজার টাকার উর্ধ্বে সম্পদ থাকলে তার উপর ভিত্তি করে (২.৫%) শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হারে যাকাত দিতে হবে।

- রৌপ্য ৫২.৫ তোলা ২.৫%
- স্বর্ণ ৭.৫ তোলা ২.৫%
- পণ্য ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ ২.৫%
- উট ৫টি উট ১টি ১ বছরের ছাগল
- গরু মহিষ ৩০ টি ১টি ১ বছরের বাছুর
- ছাগল ভেড়া ৪০ টি ১টি ছাগল/ ১টি ভেড়া
- খনিজ সম্পদ যে কোন পরিমাণ বিশ ভাগের একভাগ

উশর পরিচিতি

'উশর যাকাতের মতোই ফরয। আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে ফসলের যাকাত তথা 'উশর আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"ঐ আল্লাহ এমন যিনি এমন উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন যার গাছপালা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এর যা মাচার উপর তোলা হয় না। এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ ও শস্য ক্ষেত। যার স্বাদের রয়েছে বিভিন্নতা। জলপাই, বেদানা, যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এবং সাদৃশ্যবিহীন হয়। এগুলোর ফল খাও যখন তা ফলন্ত হয় এবং কর্তনের সময় এর হক আদায় কর। অপব্যয় করোনা, নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আনয়াম: ১১৪)

আল-কুরআনের ন্যায় হাদিসেও ফসলের যাকাতকে 'উশর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল (সা.) আরও বলেন :

ليس فيما دون خمس اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس جود من الإبل صدقة- متفق عليه

পাঁচ আওকিয়া (সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা ভরি) কমে রৌপ্যের যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কমে ফসলে যাকাত নেই। (বুখারি-২ /৫২৯)

ফিক্‌হবিদগণ উপযুক্ত আয়াত ও হাদিসের উপর ভিত্তি করে 'উশরকে যাকাতের মতোই ফরয হিসেবে গণ্য করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল ফকীহ মনে করেন যে, জমির ফসলের উপর 'উশর প্রদান করা ফরয। তাঁদের মতে কোন মুসলিমের মালিকানাধীন জমির খাজনা দেয়ার কারণে 'উশরের হুকুম বাতিল হবেনা; বরং এর হুকুম যথারীতি বহাল থাকবে।রাসূল (সা.) বলেছেন, مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত আদায় কর।'

যাকাত ও 'উশর আদায়ের সমকালীন ব্যবস্থাপনা

রাসূল (সা:) ও সাহাবীদের যুগে যাকাত ও 'উশর সরকারিভাবে আদায় করা হতো। যাদের উপর যাকাত ও 'উশর ফরয হতো তাদের কারো জন্য অনাদায়ের সুযোগ থাকতো না। অন্যদিকে কেউ যদি যাকাত ও 'উশর আদায়ে গড়িমসি করতো অথবা কৃত্রিম কারণ সৃষ্টি করে তা আদায় করা থেকে দূরে সরে থাকতো তাহলে সরকারিভাবে তা খতিয়ে দেখা হতো এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। অনুরূপভাবে খলীফা চতুষ্টয়ের যুগেও সরকারিভাবে যাকাত আদায় করা হতো। এতে কোন প্রকার শৈথিলতা প্রদর্শন করার কোন অবকাশ ছিল না। খিলাফতে রাশেদার পরবর্তী যুগে বিশেষ করে উমাইয়্যা, আব্বাসিয়্যাহ ও উসমানিয়া খিলাফতকালে সরকারিভাবে যাকাত আদায়ের নিয়ম চালু ছিল। উসমানিয়া খিলাফতের অবসানের পর যাকাত ও 'উশর আদায়ের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন সাধিত হয়। সে সময়কাল থেকে শুরু বর্তমান যুগ পর্যন্ত যাকাতকে ফরয বিধান হিসেবে গণ্য করা হলেও কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে সরকারিভাবে যাকাত ও 'উশর আদায়ের বিষয়টিকে আবশ্যিকভাবে না দেখে ঐচ্ছিকভাবে দেখা হয়ে তাকে। ফলে আবহমানকাল থেকে চলে আসা যাকাত আদায় পদ্ধতি আজ সরকারিভাবে গৃহীত না হয়ে তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪১টি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শুধু লিবিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সৌদী আরব, সুদান, ইয়ামান রাষ্ট্র গুলোতে যাকাতকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে সরকারিভাবে আদায় করা হয়ে থাকে।

যাকাত ব্যয়ের খাত

যাকাতের অর্থ যে খাতে ব্যয় করা যায় ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় সে খাতকে মাসারিফুয যাকাত বলা হয়। আল-কুর'আনে যাকাতের মাসরাফ বা ব্যয়ের খাত ৮টি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

'সাদাকাহ্ (যাকাত) কেবল মাত্র ফকীর, মিসকীন ও যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, গোলাম আজাদ করার জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। এটি হলো আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তাওবা: ৬০)

আল-কুর'আনে বর্ণিত উপর্যুক্ত ৮টি খাতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

১. ফকীর : আল-কুর'আনে যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে সর্ব প্রথম ফকীরকে উল্লেখ করা হয়েছে। ফকীহ্‌গণের মতে, যে ব্যক্তি নিসাব

পরিমাণ সম্পদের মালিক নন সেই ফকীর।

২. মিসকীন : মিসকীন বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার কিছুই নেই

৩. আমিল : যাকাত সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে 'আমিল বলা হয়।

- সরকার
- যাকাত আদায় বা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান,
- যাকাত বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠান।

৪. মুআল্লাফাতুল কুলূব :

এক: ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি জন্য যাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হতো তাদেরকে মুআল্লাফাতুল কুলূব বলা হয়।

দুই: শত্রু পক্ষের প্রতিবন্ধকতা ও শত্রুতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাদেরকে কিছু দান করা। শত্রু দেশের সীমান্তে আক্রমণ হলে যারা প্রতিরক্ষামূলক কাজ করে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে পারে তাদেরকে যাকাত ফান্ড থেকে সাহায্য দেয়া যেতে পারে।

তিন: দূর্বল ঈমানের মুসলমানরাও এই শ্রেণিভূক্ত। তাদেরকে অর্থ দান করা হলে তাদের ঈমান দৃঢ় ও শক্তিশালী হবে এবং কাফিরদের সাথে জিহাদে তাদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে।

চার: নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকেরা এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। কেননা তারা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের পিতামাতার ও বংশ পরিবারের ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

পাঁচ: বর্তমান যুগে কুফুরী শক্তি মুসলমানদের মনোতুষ্টি সাধন করার জন্য তাদেরকে স্বপক্ষে কিংবা তাদের ধর্মে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। এমতাবস্থায়, যাকাতের ফান্ড থেকে লোকদের মনতুষ্ট সাধনের জন্য এবং ইসলামের উপর অটল রাখার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৫. গোলাম আজাদ: গোলাম আজাদ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যায় করা যাবে।

৬. আল-গারিমূন : বা ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিরা। ইবনুল হুমাম লিখেছেন যে, গারিমূন হচ্ছে, সেই সমস্ত লোক যাদের উপর ঋণের বোঝা চেপে আছে অথবা লোকদের নিকট পাওনা আছে কিন্তু তারা তা আদায় করতে পারছেনা তাকেও গারিমূন বলার প্রচলন আছে।

৭. ইবনুস সাবীল : ইবনুস সাবীল দ্বারা ঐ পথচারী মুসাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যে শহর থেকে শহরান্তরে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণরত। নিবাসে সে ধনী হলেও প্রবাসে সে রিক্ত হস্ত হওয়ায় তাকে যাকাতের অর্থ দেয়ার কথা আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

৮. ফী সাবীলিল্লাহ : ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা সংগ্রামকে বোঝানো হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের চেষ্টা-সাধনা ও অর্থ শক্তি দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলার বাধাদানের কাজে নিয়োজিত হলে বিত্তশালী মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাদের শক্তি, সামর্থ ও অর্থ বল দ্বারা কুফরী শক্তি প্রতিরোধ কারীদেরকে সাহায্য করা। তাই এরূপ সাহায্য করাই ফরজ যাকাতের একটি অংশরূপ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহর পথে গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় করার জন্য। ইসলামী জিহাদ কেবলমাত্র সেসব রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যা সাহাবীগণের যুগে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বিদ্রোহী স্বৈরাচারী শক্তিসমূহ দমন বা উৎখাতের নামে যেসব যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বলপূর্বক দূরে সরিয়ে নেয়া হয়। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াই বড় জিহাদ। সাহাবী ও তাবি'ঈগণের যুদ্ধ যখন ইসলামী দা'ওয়াত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল, তখন নূরুদ্দীন, সালাহুদ্দীন ও কুতুজের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইসলামের দেশ ও ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে। আর জিহাদ যেমন ফরয হয়েছে ইসলামী 'আকীদাহ- বিশ্বাস রক্ষার্থে, তেমনি ফরজ হয়েছে ইসলামী দেশ রক্ষার জন্যও। কেননা ইসলামী 'আকীদাহ-বিশ্বাস ইসলামী দেশকে রক্ষা করার মতই। এ দু'টিরই পূর্ণ সংরক্ষণ এবং আক্রমণকারীদের একান্তই আবশ্যক।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের অর্থ বণ্টনে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ

যাকাতের ধর্মীয়, নৈতিক ও নানাবিধ ইতিবাচক উদ্দেশ্য থাকলেও এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সবিশেষ গুরুত্ববহ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ একটি মারাত্মক অপরাধ। সম্পদের ব্যাপক ব্যয়-ব্যবহার এবং বিনিয়োগই হচ্ছে তার জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা। যাকাত এ ব্যবস্থার বাস্তব সাংগঠনিক পদ্ধতি। এটি সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের প্রধান প্রতিরোধক। কেননা ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যকে শুধু অপছন্দই করে না; বরং তা দুরীভূত করার কথাও বলে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অভাব গ্রস্থদের দুর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর ফলে যে শুধু অসহায় এবং দুস্থ মানবতারই কল্যাণই হবে তা-ই নয়, সমাজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য অনেক হ্রাস পাবে। কিন্তু যাকাত বণ্টনে অব্যবস্থাপনার কারণে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে আজ দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে ২০১৪ সালে এক গবেষণায় নাসিম শিরাযী বলেছেন যে, প্রতি বছর যাকাত সংগ্রহ করা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক দারিদ্র্যতা বিরাজ করছে। বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোতে ৭০% এরও বেশি মুসলিম জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং তারা প্রতিদিন ২ মার্কিন ডলারেরও কম অর্থে জীবনযাপন করে। শিরাযী বলেছেন ১০টিরও বেশি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জনসংখ্যার ৫০% এর বেশি ১.২৫ ডলারেরও কম সীমায় জীবনযাপন করছে। যাকাত এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানদের মধ্যে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারেনি। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণের যে সমস্ত ক্ষেত্রে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে সেগুলো নিম্নরূপ:

১.দারিদ্র্য বিমোচন

ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি সুনিশ্চিত কার্যকর পন্থা। এতে শুধু সমাজই নয়, রাষ্ট্রও উপকৃত হয় সমানভাবে। দারিদ্রতা যে কোন দেশ ও সমাজে একটি জটিল ও তীব্র সমস্যা। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে এই দারিদ্রতার জন্য। এ সমস্যার প্রতিবিধান করার জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যাকাতের অর্থ সম্পদ প্রাপ্তির ফলে দরিদ্রের জীবন যেমন আনন্দ ও নিরাপদ হয় তেমনি কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ হয়। বাংলাদেশে যাকাত, 'উশর, খনিজ সম্পদ ও প্রাণীকুলের যাকাত শরী'আত নির্ধারিত নিয়মে বাধ্যতামূলকভাবে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিকল্পিতভাবে দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে খুব বেশী নয় মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব। আল-কুরআনে বর্ণিত যাকাতের অর্থ ব্যয়ের যে আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে তাতে প্রথম খাতেই রয়েছে দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মধ্যে যাকাতের অর্থ সামগ্রী বণ্টন করা। এতে শুধু অর্থনৈতিক সুবিচার

প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়; বরং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিবেগের সঞ্চার হয়। যাকাতের অপর হিতকর ও কল্যাণধর্মী দিক হলো, ঋণগ্রস্তদের ঋণ মুক্তি ও প্রবাসে বিপদকালে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা বা অন্য কোন প্রয়োজন মোকাবিলার কারণে যদি কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং সে উক্ত ঋণ পরিশোধের সামর্থ হারিয়ে ফেলে তাহলে যাকাতের অর্থ দিয়েই সংকট মোচন করা যায়। দেউলিয়া হয়ে সমাজে অসম্মানিত জীবন যাপনের গ্লানি মোচনে যাকাত এক মোক্ষম হাতিয়ার। দেশের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী পল্লী অঞ্চলেই বসবাস করে থাকে। দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রধান দিক হলো পল্লী জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন। তাই দারিদ্র্য দূর করতে হলে সর্বপ্রথমে পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমান বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প ইত্যাদি দেশী-বিদেশী অনেক এনজিওসহ দেশের সরকারি ও আধা-সরকারিবন্ড প্রতিষ্ঠান এ সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণদানে এগিয়ে আসলেও এখানে ঋণ সুদভিত্তিক হওয়ায় পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন বহুলাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে এর অর্থ গরীব জনগোষ্ঠীর মাঝে বিনা সুদে বিনিয়োগ করা হলে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব।

২. কল্যাণমূলক কর্মসূচী

যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষদেরকে কর্মক্ষম করার জন্য পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানমূলক কল্যাণধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য সত্যিকার অর্থে বিদায় নেবে। এ প্রস্তাবিত কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিধবা, বিকলাঙ্গদের কল্যাণ, বৃদ্ধদের জন্য মাসহারা, কন্যাদায়গ্রস্তদের সাহায্য, ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণের সাহায্য, এতিমদের প্রতিপালন, স্মরণার্থী সহায়তা ও উদ্বাস্ত পুনর্বাসন এবং অভাবী সাধারণ জনগণের সুচিকিৎসার জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক মেডিকেল সেন্টার স্থাপন। এ ছাড়া যাকাতের অর্থ দিয়ে গরীবদের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়ার নিমিত্তে রিকশা, ভ্যান কিনে দেয়া থেকে শুরু করে স্থায়ীভাবে বিভিন্ন ধরনের হালাল ব্যবসায় পুঁজি যোগান দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী

যাকাতের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক অনেক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে গরীব ছাত্রদের বই কিনে দেয়া থেকে শুরু করে তাদের জামা-কাপড় ও লিল্লাহ বোডিং-এ থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়া গরীব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে তাদের শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে এই অর্থ দিয়েই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গরীব জনশক্তিকে অধিকতর উৎপাদনমুখী করা যেতে পারে। এ ছাড়া ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও প্রসারের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করে জনসাধারণকে ইসলামমুখী করা যেতে পারে। যাকাত ব্যয়ের খাতে উল্লিখিত وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ দ্বারা এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. কর্মসংস্থান ও গৃহায়ণ কর্মসূচী

যাকাতের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কর্মসংস্থান ও গৃহায়ণ কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। গরীব কৃষকদের গরুর বলদ ক্রয়ে এ অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। এ ছাড়া এ অর্থ দিয়ে ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদনমুখী কর্মসূচী যেমন, চাল, চিড়া, মুড়ি তৈরী, নার্সারী তৈরী, তাঁত সামগ্রী তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, সেলাই মেশিন, ইলেক্ট্রিক সামগ্রী মেরামত, রিক্সা-ভ্যান তৈরী ও মেরামত ইত্যাদি। এ ছাড়া ক্ষুদ্রাকারের ব্যবসা, যেমন মুদি দোকান, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, মাছের ব্যবসা, ফলের ব্যবসা ইত্যাদি পরিচালনা করা যেতে পারে। যাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অসহায় মহিলাদেরকে এ অর্থ দিয়ে সেলাই কাটিং বুটিকসহ বিভিন্ন কুটির শিল্প সামগ্রী তৈরী করার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা যেতে পারে। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক লোক বন্যা, নদী ভাংগন ও অগ্নিকান্ডে তাদের ঘর-বাড়ী হারায়। যাকাতের অর্থ দিয়ে এ বাস্তহারা মানুষদেরকে গৃহ নির্মাণে সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী

আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাকে ফরয করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দ্বিন প্রতিষ্ঠায় যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। আল-কুর'আন এ ক্ষেত্রে যাকাতলব্ধ অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে-

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ

'বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায¨ লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো।' (সূরা বাক্বারাহঃ ২৭৩) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে খৃষ্টান মিশনারী ও এনজিওদের অপতৎপরতা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করা যেতে পারে। যাকাত ব্যবস্থা শুধু দুঃস্থের পুনর্বাসনেই নয়, সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যাকাত মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামী সরকার বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করলে ইসলামী জনতা তা আল্লাহর হুকুম পালন ও ইবাদত মনে করে সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ ও প্রতিবিপ্লবের উদ্যোগ গ্রহণ করবে না।

৬. উৎপাদন বৃদ্ধি

যাকাত যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে তেমনি অর্থনীতিতে উৎপাদনও বৃদ্ধি করে। যাকাতে অর্থ নিঃস্ব ব্যক্তিদের ভিক্ষার হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করে। যে কোনো উৎপাদন কাজে শ্রমের সাথে পুঁজির সংযোজন অনস্বীকার্য। মানুষ তার শ্রমের মাধ্যমে বিস্ময়কর উন্নয়ন ঘটাতে পারে, কাজে লাগাতে পারে অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে, পারে মরুভূমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করতে। তবে এর জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার যা অর্থনীতির ভাষায় পুঁজি দ্রব্য (Producer goods) বলা হয়ে থাকে। পুঁজির অভাবে কর্মক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেকারত্ব জীবন-যাপন করছে। যাকাতের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করে এই

সকল দরিদ্র জনশক্তিকে উৎপাদন কর্মকান্ডে ব্যবহার করে উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।

৭. শ্রমিক সরবরাহ

শ্রমিক সরবরাহ সংক্রান্ত নিওক্লাসিক্যাল তত্ত্ব থেকে প্রতিয়মান হয় যে, যাকাত অর্থনীতিতে শ্রমিক সরবরাহের ক্ষেত্রে ধ্বণাত্ত্বক প্রভাব ফেলে। এই তত্ত্বে শ্রমিক সরবরাহ ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য হয়ে থাকে। যেখানে একজন শ্রমিক কাজের মাধ্যমে আয় উপার্জন ও অবসর এ দুই-এর সমন্বয়ে ভারসাম্য বিন্দুতে পৌঁছে।

৮. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

মানব চিন্তাধারায় গঠিত আধুনিক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নে ব্যর্থ হওয়ার ফলে যাকাত ভিত্তিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা আজ সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দরিদ্রকে আরো দরিদ্র ও ধনীকে আরো ধনী করে তুলতে সহায়তা করার ফলে সমাজে একটি অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যার কারণে জাতীয় উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। তাই সমাজে সুষম উন্নয়নের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম।

৯. কোভিড-১৯ মহামারি ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যকরণ

আজকে গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯ মহামারিতে লাখো লাখো মানুষ আক্রান্ত। কেউ এর কালো ছোবলে মৃত্যুবরণ করছে আবার কেউবা অমানবিক কষ্টকর জীবন যাপন করছে। এ বৈশ্বিক মহামারিতে আক্রান্ত যে সমস্ত মানুষ হতদরিদ্র ও অসহায় তাদের জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা আজকে সময়ের দাবি। ফলে এ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে অনেক মানুষ যে মানবেতর জীবনযাপন করছে এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে যে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা অনেকাংশেই দূরীভূত হবে।

• দারিদ্র্য-বিমোচনে যাকাত ও 'উশরের ভূমিকা সংক্রান্ত কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করা হলো :

১. সালাতের মতোই যাকাত একটি ফরয ইবাদত এ সম্পর্কে গণসচেতনতাবোধ সৃষ্টি করা;

২. যাকাত অনাদায়ে ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে মুসলিম জনসাধারণকে অবগত করানো;

৩. যাকাত ও 'উশর আদায়ের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনবোধে এতদসম্পর্কিত লিফলেট তৈরি করে বিতরণ করা;

৪. সরকারিভাবে যাকাত ও 'উশর আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. যাকাত আদায়ের জন্য বেসরকারিভাবে সংস্থা বা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা;

৬. বিচ্ছিন্নভাবে যাকাতের অর্থ প্রদান না করে বিশ্বস্ত কোন সংস্থার মাধ্যমে তা আদায় করা;

৭. দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে যাকাতে অর্থ ব্যয়ে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা;

৮. যাকাতের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অসহায় মানুষকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

৯. ইসলামী শরী'আহ আইন অনুসারে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

মানব জীবনে আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে যাকাতের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন এবং মানব কল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করলে সমাজে ধনী ও গরীবের মাঝে যে বিস্তার ব্যবধান রয়েছে তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ ছাড়া পুঁজিবাদী আগ্রাসন, সমাজে দীনতা ও অভাবের ফলে যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা মূলোৎপাটন করা সম্ভব হবে। আজকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক যাকাত' উশরসহ সকল প্রকার সাদাকাহ্ সংগ্রহ করে দরিদ্র, দুঃস্থ, ফকির, মিসকীন, বেকার লোকদের সচ্ছলতা দানের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য বৃহৎ-মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা ও কল্যাণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সময়ের দাবি। এতে করে সমাজে বেকার সমস্যার সমাধান ঘটবে এবং সমাজ হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

লেখক: উপাধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা ও জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন।

শ্রম আইন ও ইসলামী বইয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৩০%

কমিশনে পাওয়া যাচ্ছে

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

যোগাযোগ: ০১৮৩৬-০৮৬৯৮৪, ০১৮২২-০৯৩০৫২

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
২	গঠনতন্ত্র	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
৩	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১৩০/-
৪	দারসুল কুরআন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৭০/-
৫	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৬	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৫০/-
৭	বিশ্বনবীর ঘোষিত শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১২/-
৮	শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আযম	১৫/-
৯	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬	প্রকাশক-মোঃ আবুল হাসেম	১৩০/-
১০	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১১	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি	কবির আহমদ মজুমদার	২০/-
১৩	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক ও শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৭	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৫	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৬	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা	রোকেয়া আনছার	৬০/-

ইউনিট সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

ইউনিটের পরিচয়

- ইউনিট হচ্ছে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ বা সর্বশেষ স্তর।
- লোক সংগ্রহ ও কর্মী সৃষ্টির জন্য ইউনিট হচ্ছে সংগঠনের মৌলিক কাঠামো এবং প্রতিটি কাজের সূতিকাগার।
- সংগঠনের তৃনমূল পর্য়ায়ের একজন সভাপতি সহ তিন বা তার অধিক কর্মী নিয়ে ইউনিট গঠিত হয়।
- উধ্বর্তন সংগঠনের বক্তব্য তৃনমূল পর্যায়ের পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ইউনিট হচ্ছে সংগঠনের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা।
- ইউনিট হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পেশা বা কর্ম এলাকায় সংগঠনের সাংগঠনিক সাউন্ড বক্স। যা সংগঠন কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায় তা সাধারণ জনগনের নিকট স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।
- ইউনিট হচ্ছে কাজের practical Field
- ইউনিট হচ্ছে কর্মী Recrutment এর আসল ময়দান।
- ইউনিট হচ্ছে Recruiting center, supply center,production center, one kinds of industry.
- ইউনিট হচ্ছে রশি ,জাল ও সিসা সম্বলিত মাছ শিকারের ১ টি জালের মত। রশি ও জাল যতই মজবুত হোক সিসা না থাকলে যেমন কাংখিত মাছ শিকার করা যায়না, অনুরূপভাবে আপাতত দৃষ্টিতে সব ঠিক আছে মনে হলেও সিসাসম ইউনিটের কার্যক্রম যথাযথ না থাকলে সংগঠন দুর্বল থেকে যায়।
- ইউনিট হচ্ছে সংগঠনের মূল pipe line। যার মাধ্যমে সংগঠনে লোক প্রবেশ করে লোক তৈরি হয়।

ইউনিটের গুরুত্ব

১. ইউনিট হচ্ছে দাওয়াতী কাজের আসল ক্ষেত্র।
২. ইউনিট নেতৃত্ব তৈরীর প্রাথমিক স্তর।
৩. অধিক সংখ্যক সাধারণ সদস্য ইউনিটের সাথে জড়িত থাকে।
৪. মৌলিক কাজের অনেকাংশ ইউনিট সম্পাদন করে থাকে।
৫. ইউনিট সংগঠনের মূল piller. মজবুত ইউনিটের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মজবুত সংঠন।
৬. সাধারণ সকল পেশার শ্রমিকদের অবস্থান ইউনিটে।
৭. ইউনিটের কাজের Report যোগ করে কেন্দ্রীয় সংগঠনের Report তৈরি হয়।

ইউনিট গঠন পদ্ধতি:

ইউনিট গঠন একটি গুরুপূর্ণ কাজ। ইউনিট সাধারণত দু ধরণের হয়ে থাকে।

১. দাওয়াতি ইউনিট
২. ইউনিট

দাওয়াতি ইউনিট গঠনের পদ্ধতি

১. যে এলাকায় ফেডারেশনের কাজ নেই তা চিহ্নিত করা।

২. সে এলাকার একজন শিক্ষিত শ্রমিককে টার্গেট নিয়ে প্রয়োজনীয় বইপত্র পড়িয়ে ও সাহচর্য দিয়ে কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা।

৩. তার মাধ্যমে আরো কিছু শ্রমিককে বইপত্র পড়িয়ে কিছুটা তৈরি করে তাদের মধ্যে থেকে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি করে একটি প্রাথমিক বা দাওয়াতী ইউনিট গড়ে তোলা যায়।

৪. এছাড়া কোন এলাকায় বা মিলকারখানার পাশ্বর্বর্তী ইউনিটের কোন

কর্মীকে দিয়ে দাওয়াতী ইউনিট গঠন করা যায়।

৫. প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াতি ইউনিটে মাসে কমপক্ষে একটি প্রোগ্রাম হওয়া প্রয়োজন।ধীরে ধীরে প্রোগ্রামের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৬. প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে ১ টি, ৩য় ও ৪র্থ মাসে ২টি, পঞ্চম মাসে ৩টি ,৬ষ্ঠ মাসে ৪ টি প্রোগ্রাম করা।

৭. এ সময়ের মধ্যে দাওয়াতী ইউনিটের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদেরকে কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া।

ইউনিট গঠনের পদ্ধতি

একটি ইউনিট গঠন করতে হলে অথবা একটি দাওয়াতি ইউনিটকে ইউনিটে উন্নীত করতে হলে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা জরুরী।

১. কমপক্ষে ৩ জন কর্মী থাকা। এক্ষেত্রে কর্মীগন একই পেশার হলে সংশ্লিষ্ট পেশা বা ট্রেডের নামে ইউনিট গঠন করা। এ ধরনের ইউনিটকে ট্রেড ভিত্তিক ইউনিট বলা হয়।

২. নিয়মিত বৈঠকাদি হওয়া ।

৩. মাসে কমপক্ষে একবার দাওয়াতী গ্রুপ বের করা।

৪. একজন সক্রিয় সভাপতি কর্তৃক কাজ পরিচালিত হওয়া।

৫. মাসিক রিপোর্ট ও নির্ধারিত চাঁদা যথারীতি আদায় হওয়া ।

আদর্শ ইউনিটের বৈশিষ্ট্য

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ থাকলে একটি ইউনিটকে আদর্শ ইউনিট বলা যেতে পারে।

১. ইউনিটের সকল কর্মী সক্রিয় থাকবে।

২. কর্মীদের জ্ঞান, আমল ও আচারণগত মান উন্নত হবে।

৩. ইউনিটের অন্তভূক্ত কর্মীরা সংশ্লিষ্ট এলাকার বা পেশার শ্রমজীবী মানুষের নিকট সুপরিচিত থাকবেন।

৪. ইউনিট সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকায় বা পেশায় ফেডারেশনের প্রভাব বলয় তৈরি হওয়া।

৫. সাংগঠনিক নিয়মিত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়া।

৬. নিয়মিত পরিকল্পনা গ্রহন ও রিপোটিং করা।

৭. নিয়মিত সাধারণ সদস্য, সক্রিয় সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পাবে।

৮. ফেডারেশনের প্রত্যেক দফা ভিত্তিক কাজ হবে।

৯. সকল জনশক্তির নিয়মিত চাঁদা আদায় হবে।

১০. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল জনশক্তি মিলে মিশে কাজ করার মনোবৃত্তি থাকা তথা Team spirit বিদ্যমান থাকবে।

ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বৈশিষ্ট্য

ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনায় ইউনিট সভাপতি ও সম্পাদকদের মাঝে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী

১. জ্ঞান ও আমলের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

২. কর্মীদের শ্রদ্ধার পাত্র ও আস্থাভাজন হওয়া।

৩. ভালো ব্যবহারের অধিকারী হওয়া। তাদের কথা ও কাজে কেউ আহত হবেনা।

৪. কথা ও কাজে বৈপরীত্য থাকবেনা।

৫. কথাবার্তায় পরিশীলিত হবেন। অশ্লীল কথা, অশোভন কথা, বেফাঁস কথা ও উসকানিমূলক কথা বলবেনা ।

৬. কর্মীদের সমালোচনা মুখর হবেন না।

৭. কর্মীদের সাথে সমান ব্যাবহার ও ইনসাফ কায়েম করবেন।

৮. জরুরী পরিস্থিতিতে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হবেন।

৯. পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক সংগঠন পরিচালনা করা।

১০. আমানত দারিতার গুনাবলী অর্জন।

১১. সঠিক সময়ে ইউনিটের কাজের রিপোর্ট ও চাঁদা উর্ধ্বতন সংগঠনের নিকট পৌছানো।

ইউনিট পরিচালনায় ইউনিট সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. পরিকল্পনা গ্রহণ করা

- কর্মী বৈঠকে ইউনিটের মাসিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- ওয়ার্ড/ইউনিয়নের পরিকল্পনার আলোকে মাসিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

২. পরিকল্পনা ভালোভাবে বুঝা ও মৌলিক দিকগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা।

৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে

- সকল জনশক্তির মাঝে পরিকল্পনার আলোকে কাজ ভাগ করে দেওয়া।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা।
- প্রতিমাসে Reporting ও পর্যালোচনা করা।

৪. বৈঠকাদি নিয়মিত করা

এ ক্ষেত্রে মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্মী বৈঠক , দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রুপভিত্তিক কলকারখানায় ও শ্রমঘন এলাকায় দাওয়াতী কাজ , তৃতীয় সপ্তাহে সামষ্টিক পাঠ বা নৈতিক প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম এবং চতুর্থ সপ্তাহে মাসিক সাধারণ সভা করা যেতে পারে।

কর্মী বৈঠকে নিম্নোক্ত কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন

- সংক্ষিপ্ত দারসে কোরআন
- ব্যাক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা
- বিগত মাসের কাজের পর্যালোচনা
- চলিত মাসের পরিকল্পনা তৈরি
- এলাকা / পেশার শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা।
- দাওয়াতি গ্রুপ বের করার পরিকল্পনা গ্রহণ
- সাধারণ সভার তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ
- শেষ কথা ও দোয়া প্রভৃতি

প্রতিটি বৈঠকে সর্বোচ্চ ১.৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৫. নিজেদের মান উন্নয়ন করা

দায়িত্বশীলরদের মান উন্নয়ন না হলে অধস্তন জনশক্তিদের মান উন্নয়ন হবেনা। এ লক্ষ্যে নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, আমলকে উন্নত ও অনুকরনীয় করা, যথাযথ আনুগত্য করা, দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া, সিলেবাস ভিত্তিক পরিকল্পিত অধ্যয়ন ও নিজেদের প্রশ্নের উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করা।

৬. জনশক্তির মান উন্নয়ন ও মান সংরক্ষণ করা

- জনশক্তির ব্যক্তিগত রিপোর্ট দেখা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।
- প্রত্যেক জনশক্তির ব্যক্তিগত মান উন্নয়নের টর্গেট নির্ধারণ করে দেয়া। ফেডারেশনের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ১ জন সদস্য বছরে কমপক্ষে ১ জন সদস্য ও ৩ জন কর্মী বৃদ্ধি করবে। ১ জন

কর্মী বছরে কমপক্ষে ২ জন কর্মী বৃদ্ধি করবে।

- নিয়মিত কর্মী বৈঠকে ও কন্ট্রাক্টের সময় ব্যাক্তিগত টার্গেট তদারকি করা। টার্গেটকৃতদের পাঠচক্র , Ts, Tc, তে অংশগ্রহণ করানো।
- জনশক্তিকে আর্থিক কুরবানি ও সময়দানে উদ্বুদ্ধ করা।
- জনশক্তির ক্রটি চিহ্নিত করণ ও দূরীকরন।
- কর্মী বৈঠকে অনুপস্থিতি কর্মীদের সাথে তাৎক্ষনিক যোগাযোগের ব্যবস্থা করা

৭. ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াত সম্প্রসারণ করা

- প্রত্যেক ইউনিট মাসে কমপক্ষে ১ টি করে দাওয়াতী গ্রুপ বের করা। দাওয়াত প্রদান কালে দাওয়াতি বই ,পরিচিতি, ডি ফরম ও প্রয়োজনীয় দাওয়াতি সামগ্রী সাথে রাখতে হবে।
- শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মাঝে দাওয়াত প্রদানের লক্ষ্যে অর্থসহ কুরআন , আকর্ষনীয় বই পুস্তক ও ফেডারেশন কতৃক প্রকাশিত লিফলেট , পোস্টার ও স্টিকারসহ বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী বিতরণ করা।
- ইউনিটের প্রত্যেক কর্মীকে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে নিয়মিত দাওয়াতি কাজে অংশ গ্রহণ করানো নিশ্চিত করা।

ফেডারেশনের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে

- ১ জন সদস্য প্রতি মাসে ৫ জন করে বছরে ৬০ জন শ্রমিকের কাছে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করবে এবং বছরে ১২ জন সাধারণ সদস্য বৃদ্ধি ও ৩০ টি ডি ফরম পূরন করবে।
- ১ জন কর্মী প্রতি মাসে ৩ জন করে বছওে ৩৬ জন শ্রমিকের কাছে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করবে এবং বছরে ৬ জন সাধারণ সদস্য বৃদ্ধি ও ১৫ টি ডি ফরম পূরন করবে।
- ১ জন সক্রিয় সমর্থক প্রতি মাসে ২ জন করে বছরে ২৪ জন শ্রমিকের কাছে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করবে এবং বছরে ৩ জন সাধারণ সদস্য বৃদ্ধি ও ৫ টি ডি ফরম পূরন করবে।

জনশক্তির বাহিরে দাওয়াতী কাজ করার জন্য সাধারণ সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক জনশক্তিকে নিয়মিত দাওয়াতী কাজের পাশাপাশি সপ্তাহে কমপক্ষে ১ দিন বেশি সময় নিয়ে দাওয়াতী কাজ করার বিষয়ে তদারকি করা। শ্রমিক জনগোষ্ঠীর চিন্তার পরিশুদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে কুরআন, হাদিস, ইসলামি বই ও দাওয়াতী উপকরণ বিলি করা। প্রত্যেক জনশক্তিকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিমাসে ২ টি করে বছরে কমপক্ষে ২৪ টি বই বিলি ও ১২ টি বই বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

- প্রত্যেক জনশক্তি স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে সু-কৌশলে নিয়মিত দাওয়াতি কাজ করবে এবং মাসে নিজ কর্মক্ষেত্রে কমপক্ষে ১ জন শ্রমিকের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

৮. পেশাভিত্তিক দাওয়াতী ইউনিট তৈরি করার প্রচেষ্টা চালানো।

৯. প্রত্যেক ইউনিটকে বছরে ১ টি নতুন ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

১০. সাধারণ শ্রমিকের অধ্যায়ন উপযোগি বই সংগ্রহ করে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

১১. প্রতিমাসে ইউনিটের রিপোর্ট তৈরি, পর্যালোচনা ও উর্ধ্বতনে পৌছানোর ব্যবস্থা করা।

১২. মাসিক ইউনিট দায়িত্বশীল বৈঠকে উপস্থিত থাকা।

১৩. ইউনিটের কর্মীদের মধ্যে টিম স্পিৃট তৈরি ও দ্বীনি অনুভূতি বৃদ্ধি করা।

১৪. জনশক্তিকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করা। সবাইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগানো।

১৫. জনশক্তিদের সাথে আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক তৈরি করা। তাদের সুখে-দুঃখে অংশীদার হওয়া।

১৬. ইউনিটের সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে কুরআন, হাদিস ও মাসয়ালা-মাসায়েল প্রোগ্রাম করা।

১৭. প্রোগ্রামসমূহে সকল জনশক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা। প্রোগ্রামে অনুপস্থিত জনশক্তির খোঁজ খবর নেয়া।

১৮. দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার নিজেরা গ্রাহক হওয়া। জনশক্তিকে গ্রাহক বানানোর উদ্যোগ নেয়া।

১৯. সাহসিকতার সাথে ময়দানে ভূমিকা রাখা।

২০. জনশক্তির আমলী জিন্দেগী সুন্দর করার তত্ত্বাবধান করা।

২১. সেবা মূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা

- ✓ নবজাতককে দেখতে যাওয়া, উপহার প্রদান ও আকীকায় অংশগ্রহণ করা।
- ✓ শ্রমিকদের সন্তানদের মাসে সামর্থ্যের আলোকে ব্যাগ,খাতা-কলম সহ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা।
- ✓ ঈদের সময় সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে শাড়ী,লুঙ্গি, গোস্ত বিতরণের উদ্যোগ নেয়া।
- ✓ চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের আইনি সহযোগিতাসহ তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- ✓ পরিবারের সদস্যদের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ✓ দায়িত্বপালনে হতাশ না হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দিন।

লেখক: সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বিড়ম্বনা ও তার প্রতিকার

অ্যাডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী

ভূমিকা

দেশের নাগরিকের স্বার্থরক্ষায় প্রণীত আইনসমূহ জানা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অত্যন্ত জরুরি। একজন নারীর দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, পারিবারিক আইন, শ্রম আইন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। কেননা সামাজিক অনাচার-অবক্ষয় থেকে নারীকে রক্ষার জন্য এ সকল আইন প্রনয়ণ করা হলেও আইন না জানার কারণে এমন কি আইনের ভুল ব্যাখ্যার কারণে আইনের আশ্রয়লাভ নারীর পক্ষে সম্ভব হয়না। ফলে নারীকে পদে পদে নিগৃহীত হতে হয়, লাঞ্ছিত হতে হয়। নারীর এই বঞ্চনা-লাঞ্চনা বৃদ্ধি পায় একজন কর্মজীবী-শ্রমজীবী নারীর ক্ষেত্রে। পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি তাকে কর্মক্ষেত্রের নানা ধরণের সমস্যা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

বেতন বৈষম্যসহ কর্মপরিবেশের অভাব, অতিরিক্ত কাজ, রাত্রিকালীন কাজ, সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি না পাওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন করতে না দেয়া, এমনকি কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির মতো জঘন্য ঘটনাও ঘটছে। অথচ কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে রয়েছে আইনি সুরক্ষা।

বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে এবং সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আইন বাস্তবায়নে সরকার এবং মালিকপক্ষ যেমন উদাসিন তেমনি শ্রমিকদের আইন জানানোর তেমন কোনো সুযোগ নেই। শ্রমিকদেরও জানার আগ্রহও খুব কম। ফলে শ্রমিক সমাজ বিশেষ করে নারী শ্রমিক আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অহরহ হয়রানি- নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে।

আমাদের দেশে নারীরা ক্রমাগতভাবে অধিক সংখ্যক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্পেই প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করছে যার ৭৫% নারী শ্রমিক। আইনগতভাবে একজন পুরুষ শ্রমিক যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকেন নারী শ্রমিকদেরও সে সমস্ত অধিকার ভোগ করার অধিকার আছে। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যসহ যে কোনো ধরণের বৈষম্য-আইনত: নিষিদ্ধ। তথাপি প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই নারীরা বহু ধরণের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

একজন শ্রমিক হিসাবে নারী শ্রমিক শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য দেশের সকল আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারে। এ ছাড়াও নারী শ্রমিকের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু অধিকার। যেমন: প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, শিশু লালন কক্ষ, সীমিত কর্মঘন্টা, বিপদজনক কাজ নিষিদ্ধ, পৃথক পায়খানা/ প্রসাবখানা/ বিশ্রাম কক্ষ, সমকাজে সম-মজুরি, শালীন ও সম্মানজনক আচরণ ইত্যাদি।

ছুটি পাবার অধিকার

শ্রমজীবী মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ দুর করে কাজ করার সামর্থ বৃদ্ধির জন্য ও কাজে অধিক মনোযোগী হবার জন্য নির্ধারিত কাজ হতে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ব-বেতনে বিশ্রাম ও অবসরের যে অধিকার রয়েছে তাকে আমরা ছুটি বলি।

একজন মানুষের দৈহিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, পারিবারিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যোগদান, মানসিক বিকাশের জন্য বিনোদন, ইত্যাদির জন্য মানুষের জীবনে বিশ্রাম ও ছুটি অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এ জন্য বিশ্রাম ও ছুটি একজন শ্রমিকের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ছুটি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে–

- সাপ্তাহিক ছুটি
- ক্ষতিপূরণ মূলক সাপ্তাহিক ছুটি
- নৈমিত্তিক ছুটি
- অসুস্থজনিত ছুটি
- উৎসব ছুটি
- মঞ্জুরিসহ বাৎসরিক ছুটি
- মাতৃত্বকালীন ছুটি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

“আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতেও তার স্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য এবং যাতে আমি এমন সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন, আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সংশোধন করে দিন, নিশ্চয় আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয় আমি

আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আহকাফ : ১৫)
একজন মায়ের জন্য যে মাতৃত্বকালীন সময়টা অনেক কষ্ট ও ঝুঁকিপূর্ণ তা আল্‌ কুরআনের এ আয়াতে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সন্তানকে গর্ভধারণ থেকে শুরু করে তাকে দুগ্ধদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে সন্তানের কাছে মায়ের বিশেষ ভূমিকা যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি বোঝা যাচ্ছে যে, এ সময়টাতে তাদের কেয়ারিংটাও হবে অনেক বেশী। এ সময় মায়েদের স্বাস্থ্যগত বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। মাতৃত্বকালীন ছুটি একজন নারী শ্রমিকের অধিকার। কর্মক্ষেত্রে নারীর আইনগত, মৌলিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের নিশ্চয়তা না থাকলে নারী অধিকারের বিষয়টি একটি শ্লোগানই হয়ে থাকবে। একজন নারীর জীবনে মাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কর্মক্ষেত্রে যখন নারীদের আগমন শুরু হয় তখন থেকে কর্ম এবং মাতৃত্বের দায়িত্বের একটি স্বাভাবিক ভারসাম্য তাদের রক্ষা করতে হয়। কর্মক্ষেত্র থেকে তারা কতটুকু সহায়তা পায় তার উপরে তাদের উভয় ভূমিকার সাফল্য নির্ভর করে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি সংক্রান্ত প্রচলিত আইন :

▪ **মাতৃত্বকালীন ছুটি:** মাতৃত্বকালীন ছুটি গ্রহণের জন্য কোনো মহিলা শ্রমিক মালিকের নিকট তার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আট সপ্তাহ পূর্বে ডাক্তারী সনদপত্রসহ লিখিত আবেদন করতে হবে এবং সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরবর্তী আট সপ্তাহের প্রসূতি ছুটির জন্য সন্তান প্রসবের স্বপক্ষে ডাক্তারী সনদপত্রসহ লিখিত অবগতি দিতে হবে।

▪ **নারী শ্রমিকের প্রসূতিকালীন সুবিধা ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার :** একজন নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটজনক সময় হচ্ছে প্রসূতিকালীন সময়। নারীর জন্য এ সময় বিশ্রাম, বিশেষ যত্ন, খাদ্য ও পুষ্টি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। সমাজের সকল নারীর মতো শ্রমজীবী নারীরও নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভকালীন সময়ের বিশেষ যত্ন ও বিশ্রাম প্রয়োজন। শ্রম আইন অনুযায়ী অন্ততপক্ষে ৬ মাস একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকলে, যে কোনো নারী শ্রমিক পূর্ণ মজুরিতে বাচ্চা প্রসবের আগের আট সপ্তাহ ও পরের আট সপ্তাহ মোট ষোল সপ্তাহ প্রসূতিকালীন ছুটি পাবেন।

▪ কর্মজীবী নারীর জন্য মাতৃত্ব সবসময়ই একটি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। এই সিচুয়েশনে প্রচলিত আইন তাদের কতটুকু সাহায্য করে বা আইন থেকে তাদের প্রত্যাশাই বা কী, সমস্যাগুলো কি, তার প্রতিকারই কিভাবে সম্ভব? এ বিষয়ে জানা প্রয়োজন। নারী শ্রমিকের অধিকারের বিষয়টি শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার অধীনে তাদের কয়েকটি সুযোগ বা অধিকারের কথা বলা আছে। আন্তর্জাতিক আইনের আলোকেই আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনের এ বিধানগুলো প্রণীত হয়েছে। তবে, আন্তর্জাতিক আইনে নারী শ্রমিকের অধিকারগুলো আরো বিস্তৃত।

শ্রম আইন-২০০৬ এর আলোকে মাতৃত্বকালীন সুবিধা:

পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও মাতৃত্বকালীন সময়ে কর্মজীবী নারীদের সহায়তার জন্য একটি মাতৃত্বকালীন সুবিধা শ্রম আইন-২০০৬'এ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

▪ কর্মজীবী নারী যিনি তার চাকরির প্রথম ছয়মাস পূর্ণ করেছেন তিনি গর্ভবতী হলে গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান জন্মের পরে সর্বমোট ১৬ সপ্তাহ ছুটি পাবেন এবং তা বৈতনিক ছুটি হবে। ২০১০ সালে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারী চাকুরীজীবী নারীদের জন্য তা ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত করে। এটি একটি সর্বনিম্ন সময়। চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের বিবেচনার ভিত্তিতে এটি এর চেয়েও বাড়ানো সম্ভব।

▪ শ্রম আইনের মাতৃত্বকালীন সুবিধা সংক্রান্ত অধ্যায়টির বাকি অংশ মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য যেমন, আইনের ৪৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি চাকুরিদাতা গর্ভধারণের কথা জানেন তবে তিনি সন্তান জন্মদানের নির্দিষ্ট সময়ের ১০ সপ্তাহ আগে এবং সন্তান জন্মদানের ১০ সপ্তাহ পরে শ্রমসাধ্য কোনো কাজ করাতে পারবেন না।

▪ আবার ৫০ অনুচ্ছেদে এও বলা হয়েছে যে, সন্তান জন্মের ছয় মাস আগে এবং আট সপ্তাহ পরে যদি কোনো নারীকে চাকরীচ্যুত করা হয় তবে যথাযথ কারণ দর্শাতে হবে, অন্যথায় নারীটি তার প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

▪ এ ছাড়াও মাতৃত্ব পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার জন্য শ্রম আইনের ৯৪ অনুচ্ছেদে শিশু কক্ষ বিষয়ক একটি আইনের কথা বলা হয়েছে, যদি কোনো কর্মক্ষেত্রে ৪০ জন বা তার থেকে বেশি নারী কর্মী থাকে তবে তাদের ছয় মাস থেকে ছয় বছরের শিশুদের কর্মক্ষেত্রে একটি শিশু কক্ষ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

▪ ৪৫ ধারা অনুযায়ী কোনো মালিক তার প্রতিষ্ঠানে কোনো নারী শ্রমিককে সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহের মধ্যে কোনো কাজ করাতে পারবেন না। সন্তান প্রসবের কমপক্ষে দুই মাস বা আট সপ্তাহের ছুটির বিষয়টি আইনে বলা আছে। এটি বাধ্যতামূলক। তবে এটি নিশ্চিত করা কেবল মালিকের একার দায়িত্ব নয়, নারী শ্রমিকের ওপরও একইভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যে কোনো কাজে নিয়োগের আগে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আর এক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার দিকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আইনেও এ বিষয়টির নিশ্চয়তা আছে। নারীর জন্য স্বাস্থ্যহানীকর কোনো কাজ দেওয়া যাবে না, এটা আইনের বিধান।

▪ একজন নারী শ্রমিক সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের আগে আট সপ্তাহ এবং পরের আট সপ্তাহের জন্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাবেন। তবে, ৪৬(২) ধারা অনুযায়ী কোনো নারী শ্রমিক এ সুবিধা পাবেন না, যদি তার সন্তান প্রসবের সময় দুই বা ততোধিক সন্তান বেঁচে থাকে। তবে এক্ষেত্রে যদি তার কোনো ছুটি পাওনা থাকে তবে তিনি এই সুবিধা পাবেন। এ আইনের ৪৭ ধারায় এ বিশেষ সুবিধাগুলো পাওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন হবে তা বলা আছে ও ৪৮ ধারায় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমাণ সম্পর্কে বলা আছে।

আমাদের দেশে মাতৃত্বকালীন ছুটি আইনের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলির সাথে আরও কিছু নতুন বিষয় রয়েছে যা একজন মা গর্ভাবস্থায় সন্তান ধারণের সময় যে ছুটিগুলি পেতে পারেন–

মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়কাল

● মাতৃত্বের বেনিফিট অ্যাক্ট আইন ২০১৬ এর সংস্কারানুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় কাল আগের ১২ সপ্তাহের পরিবর্তে এখন ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে।জন্ম পূর্ববর্তী প্রসব কালীন মাতৃত্বের ছুটির সময়সীমা ১২ সপ্তাহ ধার্য করা হয়েছে।

● দুই বা তার অধিক সন্তানের জন্মদানের ক্ষেত্রে এই মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় সীমা কম থাকে-এক্ষেত্রে মাতৃত্ব কালীন ছুটির সময়সীমা হয় ১২ সপ্তাহ এবং জন্ম পূর্ববর্তী প্রসবকালীন ছুটির সময় সীমা হয় ৬ সপ্তাহ।

• মাতৃত্বের বেনিফিট আইনের যোগ্য হতে হলে একজন মহিলাকে গত ১২ মাসের মধ্যে অন্তত কমপক্ষে ৮০ দিন ঐ সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় নিযুক্ত থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক গর্ভপাতের মতো ঘটনার পরিস্থিতিতে কর্মচারীকে সেই ঘটনার তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ছুটিতে থাকতে দেওয়া হয়।

ছুটি সংক্রান্ত কিছু নিয়মাবলী:

• **কখন থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়া শুরু করা যাবে:** একজন গর্ভবতী কর্মচারী মাতৃত্বকালীন ছুটি নিতে শুরু করতে পারেন তার প্রসবের তারিখের ৮ সপ্তাহ আগে থেকে।

• **কীভাবে মাতৃত্ব-কালীন ছুটির জন্য আবেদন করতে হবে:** বেশীর ভাগ সংস্থাগুলিরই ছুটির আবেদন করার জন্য তাদের নিজের আলাদা পদ্ধতি থাকে যার মধ্যে থাকে পারিবারিক কারণে ছুটি এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির আবেদন। মাতৃত্বকালীন ছুটি সাধারণত প্রসবের তারিখের কয়েক সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করা হয়, মাতৃত্বকালীন ছুটির আইন এই ব্যাপারে ৮ সপ্তাহের জন্য ছুটির অনুমতি দেয়।

• **বৈতনিক ও অবৈতনিক উভয় প্রকার ছুটির মাঝে পার্থক্য:** মাতৃত্বকালীন ছুটির বর্ধিতবস্থাটি সাধারণত মা অথবা সন্তানকে মুখোমুখি হতে হয় এমন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আইনানুযায়ী ২৬ সপ্তাহ বৈতনিক ছুটি হিসাবে ধার্য করা হয়। ২৬ সপ্তাহের পরবর্তী যেকোন ছুটিই (যদি কর্মচারী নিয়ে থাকেন) সাধারণত অবৈতনিক ছুটি হিসাবে ধার্য করা হয়।

• **২৬ সপ্তাহ পরে মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়ানোর নিয়ম:** যদি শারীরিক কারণে আরও অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হয়, তবে কর্মচারী তার প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র প্রদান করতে পারেন এই প্রয়োজনীয়তার জন্য, এক্ষেত্রে চিকিৎসকের থেকে একটি সার্টিফিকেট অথবা তার সমতুল্য কোনও প্রমাণপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে। কর্তৃপক্ষ কারণগুলোকে ভালো করে সনাক্ত করে ছুটিটিকে প্রয়োজানুযায়ী বাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে মাতৃত্বকালীন ছুটির আইন শুধুমাত্র নির্ধারিত ২৬ সপ্তাহের জন্যই পূর্ণ বেতন জারি করে।

মাতৃত্বকালীন আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধান:

▪ যদিও মাতৃত্বকালীন আইন ভঙ্গের জন্য আলাদা কোনো শাস্তির বিধান নেই তবে, শ্রম আইন ভঙ্গের একটি সার্বিক শাস্তি রয়েছে তা হল, আইন ভঙ্গের অভিযোগ পাওয়া গেলে চাকুরীদাতাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। এ ছাড়াও, কর্মক্ষেত্রে চাকুরীদাতার অবহেলার জন্য কেউ যদি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলেও শাস্তির বিধান রয়েছে।

▪ এই আইন কেউ ভঙ্গ করলে বা আইন ভঙ্গের জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে লেবার কোর্টে মামলা করার সুযোগ রয়েছে। বাদী যদি মনে করেন লেবার কোর্টে তিনি সুবিচার পাননি তবে উচ্চতর আদালতেও যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এ আইনের সীমাবদ্ধতা

আইনটি একটি নূন্যতম আইন, এটিকে সংশোধনের অবকাশ রয়েছে, সময়ের সঙ্গে আইনটি উপযোগী করা হয়নি। এর সবচেয়ে বড় সমস্যা এ আইনের প্রচার এবং প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে।

▪ বিভিন্ন সময় নানান গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে যে,এই আইনের বিষয়ে সুবিধাভোগীদের প্রায় ৪৭ শতাংশই আইন সম্পর্কে অজ্ঞাত। বেশিরভাগ কর্মজীবী মহিলা ভাবেন এটি তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থার নীতি। এটি যে একটি দেশের আইন তা সম্পর্কেই সবাই অবহিত নন।

▪ মাতৃত্বকালীন এই আইন সার্বজনীন নয়, একজন মা কখনও, সরকারী বা বেসরকারী হতে পারে না। মাতৃত্বের প্রয়োজন সবার জন্য সার্বজনীন হয় তাই চার মাস এবং ছয় মাসের মধ্যকার দ্বিধা দূর করা খুবই জরুরি। এ ছাড়াও অপ্রচলিত চাকুরী যেমন শিল্পী, কলাকুশলী, ফ্রিল্যান্সার এবং ব্যবসায়ী নারীদের নিরাপত্তা এই আইন দেয় না।

▪ আইনের আরও একটি বড় সমস্যা চাকুরীতে যোগদানের ছয় মাসের মধ্যে কেউ এই আইনের আওতায় মাতৃত্বকালীন সুবিধা পাবে না। বাস্তবতা হলো-এতে নতুন চাকুরীজীবীরা তো বটেই মধ্যবর্তী সময় চাকুরী পরিবর্তন করা নারীরাও এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

▪ এ ছাড়াও এই আইনে কোনো জন্মপূর্ববর্তী ছুটির কথা বলা নেই। যে ছুটিটার কথা বলা হয়েছে এতে নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সময়ের ছাড় নেই। অনেক সময় অনেকের গর্ভধারণ স্পর্শকাতর হয়, এধরণের অবস্থায় মা এবং সন্তানের নিরাপত্তার জন্য মাকে বিশ্রামের সময় বাড়িয়ে দিতে বলা হয়। গর্ভাবস্থায় প্রথম ১৩ সপ্তাহ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। গবেষণা থেকে জানা যায় ,২৫ শতাংশ প্রসূতি ১৩ সপ্তাহ সময় পার করার আগেই গর্ভস্রাবের সম্মুখীন হন। এ ছাড়াও গর্ভাবস্থায় শারীরিক মানসিক অধিক পরিশ্রমের দরুণ জন্মক্ষণের পূর্বেই সন্তান জন্ম (premature birth) নিতে পারে।

▪ এ আইনটিতে ধরেই নেওয়া হয়েছে সন্তান জন্মদান একটি নিয়মমাফিক মসৃণ প্রক্রিয়া। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটতে পারবে না। অথচ বাস্তবে তা নয়।

▪ একইভাবে শিশু কক্ষ বিষয়ক আইনটিতেও বৈষম্য করা হয়েছে, একটি অফিসে ৪০ জন নারী থাকলে তবে শিশু-কক্ষ দেওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে, অনেক পরিমাণে নারী যদি কাজে আসতে পারে তবে তাদের সহায়তা দেওয়া হবে। এটি এমন একটি আইন নয় যা অনেক পরিমাণ নারীকে কাজে আসতে উৎসাহিত করবে।

▪ যদিও আইনে লেবার কোর্টে যাওয়ার একটা সুযোগ রাখা হয়েছে তবে আমাদের দেশে বিচারের দীর্ঘসূত্রতা কারও অজানা নয়। তাছাড়াও লেবার কোর্টে মামলা উঠলে কর্মী নিজ কর্মক্ষেত্রে তো অসহযোগী আচরণ পাবেই অন্য কোথাও তার কাজ পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় আইনটি বরাবরই প্রয়োগহীন অবস্থায় থাকে।

▪ আইনে এমন কিছু বিষয় আছে যা হালনাগাদ করার সুযোগ রয়েছে, যেমন আইনে বলা নেই নারীকে ঠিক কোন কোন পরিস্থিতিতে চাপ দেওয়া যাবে না। যেসব কর্মক্ষেত্রে শরীরের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় অথবা রাত্রিকালীন দায়িত্ব গ্রহণের বিষয় থাকে সেখানে একজন গর্ভবতী নারীকে অব্যাহতির বিষয়টি পুরোটাই কর্তৃপক্ষের স্বদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেউ চাইলেই এ ধরনের একটি পরিস্থিতি তৈরি করে গর্ভবতী নারীকে চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিতে বাধ্য করতে পারে। অর্থাৎ বাস্তবে পরিস্থিতিটাই এমন যে এখানে হয় সব অসুবিধা সহ্য করে টিকে থাকতে হবে নতুবা চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।”

চলবে.......

লেখিকা: বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবী

পয়লা বৈশাখের অপসংস্কৃতিকে পরিহার করি

ফখরুল ইসলাম খান

চৈত্রের প্রখর রোদের নিচে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন, যেন শরীরটাই ঝলসে যাচ্ছে! তপ্ত রোদের তেজে যেন ঝলসে ওঠছে পিচ ঢালা পথ। হঠাৎ করেই উড়ে এসে জুড়ে বসা দমকা হাওয়ায় উড়ছে ধুলোবালি। কোথা থেকে নীলাকাশে ভেসে আসে মেঘের ভেলা। আর বিদ্যুতের আচমকা ডাক-চিৎকারে ভিজে যায় বাংলাদেশ! বাংলার এমন প্রাকৃতিক চিত্রই বলছে, বৈশাখের বেশি দেরি নেই। আসছে বৈশাখ শত ব্যস্ততার এই নগর-বন্দর শহর-গ্রামে। আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা আমাদের বাঙালী সংস্কৃতি বলে পয়লা বৈশাখকে পালন করি তা কি আমরা জানি এ পয়লা বৈশাখের আমদানী কোথা হতে? এই পয়লা বৈশাখ এক দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন ধরে এই উৎসব'টি উৎযাপিত হতে থাকে।

পয়লা বৈশাখ উদযাপনের শুরু যে ভাবে

পারসিক প্রভাবে শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' এবং বসন্তের পূর্ণিমায় 'মিহিরজান' নামে জাতীয় উৎসব দু'টি তারা বিভিন্ন অশ্লীল আচারণ-আচরণের মাধ্যমে পালন করতো। জরথুষ্ট প্রবর্তিত নঁওরোজ' ছিলো নববর্ষের উৎসব। নববর্ষের উৎসব কিন্তু মাত্র একদিনে উৎযাপিত হতো না। এটি ছয় দিনে বিস্তৃত করা হতো। এর মধ্যে ছিলো একটি 'নওরোজ'-এ আম্মা বা 'কুসাক' অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উপভোগের জন্য নববর্ষ দিবস। অপর একটি দিবস ছিল 'নওরোজ'-এ 'হাসা' বা 'নওরোজ'-বুজুর্গ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দের জন্য নববর্ষ উৎসব। সে দিবসটি উপভোগ করার কোনো অধিকার ছিলো না সাধারণ মানুষের। 'কিসরা' বা পারস্যের বাদশাহরা এই উৎসব উদ্বোধন করতেন। জরথুষ্ট প্রবর্তিত 'মিহিরজান' নামক উৎসবটিও একইভাবে বিভক্ত রাখা হতো ছয় দিন ধরে। এর মধ্যেও ছিল 'মিহিরজান'-এ আম্মা, 'মিহিরজান'-এ হাসা' প্রভৃতি দিবস। এক পর্যায়ে 'নওরোজ' ও 'মিহিরজান' উৎসব পালনের বিস্তৃতির পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ছয় দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন ধরে এই উৎসব দু'টি উৎযাপিত হতে থাকে। এপ্রিল মাসে আমরা বাংলাদেশীরা একটি উৎসব করে থাকি, তা হলো ১৪ এপ্রিল। অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালন করা। আমাদের দেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন মূলত ইসলামী হিজরী সনেরই একটি রূপ। ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজকর্ম পরিচালিত হতো। মূল হিজরী পঞ্জিকা চন্দ্র মাসের উপর নির্ভশীল। চন্দ্র বৎসর সৌর বৎসরর চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয়। কারণ সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিন। এ কারণে চান্দ্র বৎসরে ঋতুগুলি ঠিক থাকে না। আর চাষাবাদ ও এ জাতীয় অনেক কাজ ঋতুনির্ভর। এজন্য ভারতের মোগল সম্রাট আকবারের সময়ে প্রচলিত হিজরী চন্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্রাট আকবর তার দরবারের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী চন্দ্র বর্ষপঞ্জীকে সৌর বর্ষপঞ্জীতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯৯২ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট আকবর এ হিজরী সৌর বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করেন। তবে তিনি ঊনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহনের বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ইতঃপূর্বে বঙ্গে প্রচলিত শকাব্দ বা শক বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস ছিল চৈত্র মাস। কিন্তু ৯৬৩ হিজরী সালের মুহাররাম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়। তাহলে বাংলা সন মূলত হিজরী সন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরত থেকেই এ পঞ্জিকার শুরু। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ অর্থ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হিজরতের পর ১৪১৫ বৎসর। ৯৬২ চন্দ্র বৎসর ও পরবর্তী ৪৫৩ বৎসর সৌর বৎসর। সৌর বৎসর চন্দ্র বৎসরের চেয়ে ১১/১২ দিন বেশি এবং প্রতি ৩০ বৎসরে চন্দ্র বৎসর এক বৎসর বেড়ে যায়। এজন্য ১৪৩৩ হিজরী সাল মোতাবেক বাংলা ১৩১৮-১৯ সাল হয়।

মোগল সময় থেকেই পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে কিছু অনুষ্ঠান করা হতো। প্রজারা চৈত্রমাসের শেষ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করতেন এবং পহেলা বৈশাখে জমিদারগণ প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন এবং কিছু আনন্দ উৎসব করা হতো। এছাড়া বাংলার সকল ব্যবসায়ী ও দোকানদার পহেলা বৈশাখে 'হালখাতা' করতেন। পহেলা বৈশাখ এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটি মূলত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন নিয়ম-কানুনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত ছিল। এ ধরনের কিছু সংঘটিত হওয়া মূলত ইসলামে নিষিদ্ধ বলার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। কিন্তু বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এমন কিছু কর্মকান্ড করা হচ্ছে যা কখনোই পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালীরা করেন নি? বরং এর অধিকাংশই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে প্রচণ্ডভাবে সাংঘর্ষিক। পহেলা বৈশাখের নামে বা নববর্ষ উদযাপনের নামে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদেরকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এদেশের মানুষেরা যা জানত না এখন নববর্ষের নামে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ বানানো হচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এখন এক প্লেট পান্তা-ইলিশ আর বৈশাখী পোশাক এর উপরে গিয়ে ঠেকছে। সারা বছর হিন্দি সিরিয়ালে ডুবে থাকা, ইন্ডিয়ান পাতলা পোশাক পড়া আর পহেলা বৈশাখ এলেই তাদের বাংলার সংস্কৃতি উদ্ধারে পান্তা ইলিশ আর টাঙ্গাইলের বৈশাখী শাড়ি কেনার হিড়িক পরে যায়। বৈশাখের পোশাক কিনতে ফ্যাশন হাউস গুলোতেও ভিড় বাড়ছে।

তথ্যমতে, ১৯৮৯ সালে চারুকলার উদ্যোগে প্রথমবারের মতো বের হয়েছিল মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঐ বছরই সংস্কৃতি প্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় আনন্দ শোভাযাত্রাটি। এর পরের বছরে চারুকলার সামনে থেকে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। এরপর থেকে এটি বাংলা বর্ষবরণের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। তবে প্রথম দিকে এর নাম 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ছিলো না। ১৯৯৬ সালে আনন্দ শোভাযাত্রার নাম হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। ১৯৮৯ সালে প্রথম শোভাযাত্রায় ছিল পাপেট, ঘোড়া, হাতি। ১৯৯০ সাল থেকে শোভাযাত্রায় নানা ধরনের শিল্পকর্মের প্রতিকৃতি স্থান পেয়ে আসছে। পাশাপাশি তাদের কিছু দোষ আছে যা তাদের সভ্যতার ভাল দিকগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ দোষগুলির অন্যতম হলো মাদকতা ও অশ্লীলতা।

তারা আবহমানকাল থেকে এ জনপদের মানুষেরা সংস্কৃতিবান কিন্তু ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা বর্জন করে অপসংস্কৃতির লালনকে তারা পছন্দ করেনা। কিছু মানুষ পাশ্চাত্য অনুসরণ করতে গিয়ে আত্ম পরিচয় হারিয়ে ফেলছে।

বাংলাদেশের মানুষেরা পাশ্চাত্যের কোনো ভালগুণ আমাদের সমাজে প্রসার করতে পারিনি বা চাইনি। তবে তাদের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও মাদকতার ধ্বংসাত্মক দিকগুলি আমরা খুব আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে ও প্রসার করতে চাচ্ছি। এজন্য খৃষ্টীয় ক্যালেন্ডারের শেষ দিনে ও প্রথম দিনে থার্টিফার্স্ট নাইট ও নিউ-ইয়ার্স ডে বা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমাদের বেহায়াপনার শেষ থাকে না।

আমাদের দেশজ সংস্কৃতির অনেক ভালো দিক আছে। সামাজিক শিষ্টাচার, সৌহার্দ্য, জনকল্যাণ, মানবপ্রেম ইত্যাদি সকল মূল্যবোধ আমরা সমাজ থেকে তুলে দিচ্ছি। পক্ষান্তরে দেশীয় সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। বেপর্দা, বেহায়পনা, অশ্লীলতা, মাদকতা ও অপরাধ একসূত্রে বাঁধা। যুবক-যুবতীদেরকে অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার সুযোগ দিবেন, অথচ তারা অশ্লীলতা, ব্যভিচার, এইডস, মাদকতা ও অপরাধের মধ্যে যাবে না, এরূপ চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। অন্যান্য অপরাধের সাথে অশ্লীতার পার্থক্য হলো কোনো একটি উপলক্ষ্যে একবার এর মধ্যে নিপতিত হলে সাধারণভাবে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা আর এ থেকে বেরোতে পারে না। বরং ক্রমান্বয়ে আরো বেশি পাপ ও অপরাধের মধ্যে নিপতিত হতে থাকে। কাজেই নিজে এবং নিজের সন্তান ও পরিজনকে সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!!

লেখক : সভাপতি,বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন,
সিলেট জেলা দক্ষিণ।

আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এদেশের মানুষেরা যা জানত না এখন নববর্ষের নামে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ বানানো হচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এখন এক প্লেট পান্তা-ইলিশ আর বৈশাখী পোশাক এর উপরে গিয়ে ঠেকছে। সারা বছর হিন্দি সিরিয়ালে ডুবে থাকা, ইন্ডিয়ান পাতলা পোশাক পড়া আর পহেলা বৈশাখ এলেই তাদের বাংলার সংস্কৃতি উদ্ধারে পান্তা ইলিশ আর টাঙ্গাইলের বৈশাখী শাড়ি কেনার হিড়িক পরে যায়।

আইন জিজ্ঞাসা

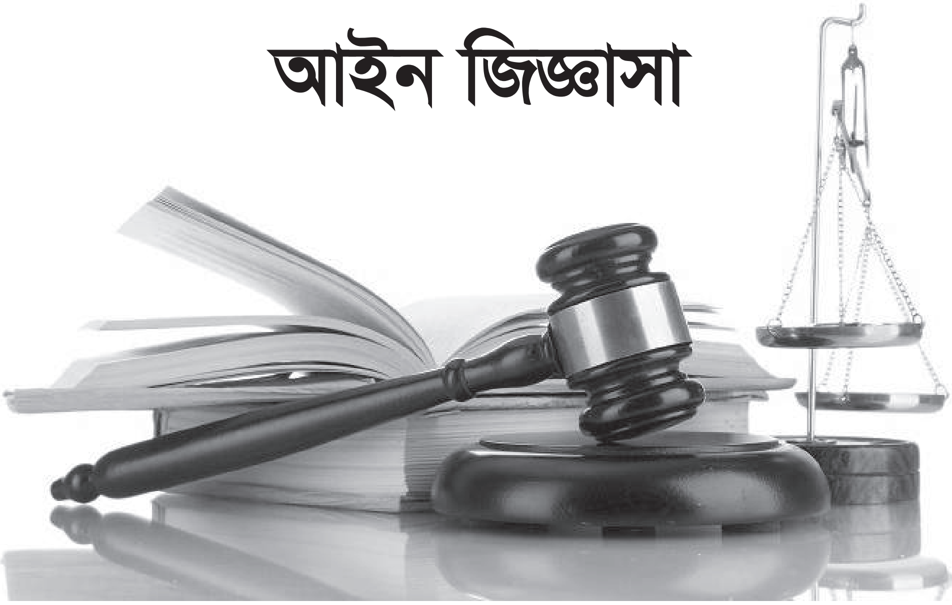

১. প্রশ্নঃ শ্রম আইন কি? এটি কাদের জন্য প্রযোজ্য? শ্রম আদালত কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ যে আইন দ্বারা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সংরক্ষন করা হয়, সে আইনকে শ্রম আইন বলে। ২০০৬ সালের পূর্বের ২৫টি আইনকে একত্রিত করে শ্রম আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। শ্রম আইন শ্রমিক ও মালিক উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

সারাদেশে বর্তমান ১০টি শ্রম আদালত আছে। পূর্বে ৭টি আদালত ছিল। বর্তমানে ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রাম ২টি ও রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে ১টি করে শ্রম আদালত আছে।

২. প্রশ্নঃ শ্রম আদালতে কিভাবে মামলা দায়ের করা যায়? শ্রম আদালতে মামলা করতে কত টাকা লাগে?

উত্তরঃ শ্রম আইনের ৩৩ ধারায় মামলা করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। অভিযোগের কারণ অবহিত হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগটি লিখিত আকারে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে মালিকের নিকট প্রেরণ করিবেন। উল্লেখিত সময় অতিক্রম হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে অথবা ক্ষেত্রমতে মালিকের সিদ্ধান্তের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে লিখিতভাবে অভিযোগ পেশ করতে পারবেন।

শ্রম আইনের ১৩৩ ধারা মতে, সমনজারীর ফি ব্যতিত কোন কোর্ট ফি নেই। এক কথায় শ্রম আদালতে মামলা করতে খরচ লাগেনা তবে আনুসাঙ্গিক খরচ ও মামলা পরিচালনা করার জন্য আইনজীবীর ফি দিতে হবে।

৩. প্রশ্নঃ কোন চাকুরিচ্যুত শ্রমজীবীর যদি মামলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে সে ক্ষেত্রে বিনামূল্যে মামলা পরিচালনার কোন সুযোগ আছে কি?

উত্তরঃ মামলা পরিচালনা করার জন্য যদি টাকা না তাকে তাহলে লিগ্যাল এইড ও বিভিন্ন এনজিও বিনা খরচে মামলা পরিচালনা করে। এছাড়াও অনেক শ্রমিক ফেডারেশন ও আইনজীবী আছে যারা শ্রমিকের পক্ষে মামলা বিনামুল্যে পরিচালনা করেন।

৪. প্রশ্নঃ মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর আদালত যদি পাওনা পরিশোধ অথবা চাকুরী ফেরতের নির্দেশ দেয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিত যদি কোম্পানী আপীল করে তখন কর্মচারী বা শ্রমিকের করণীয় কি?

উত্তরঃ শ্রম আদালতে যদি শ্রমিক তার পক্ষে রায় পায় এবং মালিক যদি আপীল ট্রাইবুনালে আপীল করে তাহলে শ্রমিক কোন আইনজীবীর মাধ্যমে উক্ত মামলায় শ্রমিকের পক্ষে আপীল পরিচালনা করবে।

৫. প্রশ্নঃ শ্রম আদালতে মামলা করতে কি কি কাগজপত্র প্রয়োজন?

শ্রম আদালতে মামলা করতে যা যা প্রয়োজন-

১. শ্রমিকের নিয়োগপত্র
২. কর্মস্থলের আইডি কার্ড
৩. জাতীয় পরিচয়পত্র
৪. যদি টার্মিনেশন করে তাহলে টার্মিনেশন লেটার
৫. অনুযোগপত্র ও এডিসহ চাকুরি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র

৬. প্রশ্নঃ একজন শ্রমিক যদি চাকুরিচ্যুত বা শ্রম আইন বহির্ভূত কোন অধিকার খর্ব করা হয় তাহলে কতদিনের মধ্যে মামলা করতে হয়?

উত্তরঃ শ্রম আইনের ১৩২ (২) ধারা মতে, মামলার কারণ উদ্ভব হবার তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে এখতিয়ার সম্পন্ন শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন দরখাস্ত উক্ত সময়ের পরেও পেশ করা যাবে যদি নির্দিষ্ট সময় দরখাস্ত দাখিল না করার পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকে।

৭. প্রশ্নঃ একজন শ্রমিক বা কর্মচারী শ্রম আদালতের মাধ্যমে কি ধরণের অধিকার আদায় করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রম আইন কতটুকু সুযোগ দিয়েছে?

উত্তরঃ একজন শ্রমিক শ্রম আদালতের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত অধিকার আদায় করতে পারে-

১. চাকরি ফেরত
২. চাকরি জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা আদায়
৩. টার্মিনেশন বেনিফিট
৪. ছাটাইকৃত সুযোগ সুবিধা

৮. প্রশ্নঃ প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরির ক্ষেত্রে নোটিশ ছাড়া চাকুরিচ্যুত করা হলে এবং কোন পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া না হলে একজন শ্রমিক কি করবেন?

উত্তরঃ নিজে অথবা আইনজীবীকে দিয়ে কলকারখানা অধিদপ্তর বা শ্রম আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন।

৯. প্রশ্নঃ তিন মাসের বেতন বকেয়া থাকা অবস্থায় যদি কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শ্রমিক বা কর্মচারী কি করবেন?

উত্তরঃ প্রথমে মালিককে পাওনা পরিশোধের জন্য অনুরোধপত্র দিতে হয়। যদি ৩০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করে তাহলে শ্রম আইনের ধারা ১৩২ (১) অনুযায়ী শ্রম আদালতে মামলা করে পাওনা টাকা আদায় করা যাবে।

১০. প্রশ্নঃ কোন ফ্যাক্টরী বা কারখানায় নোটিশ ছাড়া গণছাটাই হলে শ্রম আদালতে কিভাবে মামলা করবে? এক্ষেত্রে যৌথ মামলা হবে নাকি শ্রমিকরা একক মামলা করবে?

উত্তরঃ শ্রম আইনের ২০ ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে, কোন শ্রমিক যদি কোন মালিকের অধীনে অবিচ্ছিন্নভাবে নূন্যতম এক বছর চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন তাহলে তার ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে মালিককে ছাটাইয়ের কারণ উল্লেখ করে ১ মাস আগে লিখিত নোটিশ দিতে হবে অথবা নোটিশের পরিবর্তে মজুরি প্রদান করতে হবে এবং পাশাপাশি শ্রমিকের চাকুরিকালীন সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। মালিক যদি নোটিশের বিপরীতে মজুরী প্রদান না করে এবং যদি চাকরিকালীন সুবিধা না প্রদান করে তাহলে উক্ত শ্রমিক শ্রম আদালতে মামলা করলে প্রতিকার পাবে। মামলার করার ক্ষেত্রে একসাথে মামলা না করে আলাদা আলাদা দরখাস্ত দিয়ে মামলা ফাইল করতে হবে।

সংকলনঃ শ্রমিক বার্তা ডেস্ক

লেখা আহবান

দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ন লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

রমাদানের ফজিলত ও সিয়াম সম্পর্কিত

জানা অজানা

প্রশ্ন ১. রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি বা কাদের উপর রোজা রাখা ফরজ?

উত্তর: রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত ৬টি। যথা:

ক. মুসলিম হওয়া। কাফেরের উপর সিয়াম ফরজ নয়, করলেও তা প্রত্যাখাত হবে।

খ. বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালেগের উপর সিয়াম ফরজ নয়।)

গ. সুস্থ মস্তিষ্ক বা আকল সম্পন্ন ব্যক্তির উপর। (বেহুঁশ বা পাগলের উপর সিয়াম ফরজ নয়।)

ঘ. মুকিম বা অবস্থান কারী (মুসাফিরের উপর সিয়াম ফরজ নয়। তবে তারা রোজা ভঙ্গ করলে পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে)

ঙ. দৈহিক ভাবে সক্ষম (রোজা রাখতে অক্ষম বা অসুস্থ ব্যক্তির উপর সিয়াম ফরজ নয়।)

চ. শরিয়তের বাধা মুক্ত হওয়া। যেমন: নারীর ক্ষেত্রে সে যদি হায়েজ বা নেফাস যুক্ত (প্রসূতি হয়) হয় তবে তার উপর রোজা রাখা ফরজ নয়। (তারা পরবর্তীতে ঐ রোজাগুলোর কাযা আদায় করবে)

প্রশ্ন ২. ফরজ রোজা কয় প্রকার?

উত্তর: ফরজ রোজা ৩ প্রকার। যথা:

ক. রমজানের রোজা

খ. কাফফারার রোজা (কসম ভঙ্গ, মানত ভঙ্গ, রমজানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি)

গ. মানতের রোজা

প্রশ্ন ৩. বছরের কয় দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ?

উত্তর: ৬ দিন। যথা:

ঈদুল ফিতর (রমজানের ঈদ), ঈদুল আযহা (কুরবানির ঈদ), এর দিন এবং এর পরের আরও তিন দিন (আইয়ামে তাশরিক) এবং ইয়ামুশ শাক্ক (يوم الشك) বা 'সন্দেহের দিন'। (শাবান মাসের ৩০তম দিনে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে রমজানের চাঁদ উঠেছে কি না তাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে ইয়ামুশ শাক্ক বা 'সন্দেহের দিন' বলা হয়। এ দিন রোজা থাকার ব্যাপারে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।)

প্রশ্ন ৪. রমজানে কয় ধাপে বান্দার গুনাহ মোচন করা হয়?

উত্তর: তিন ধাপে। যথা:

১. সিয়াম পালন।

২. কিয়ামুল লায়ল আদায় (রাতের নফল সালাত/তারাবিহ এর সালাত আদায়)

৩. লাইলাতুল কদরে (শবে কদরে) রাত জেগে নফল সালাত ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রাতে কিয়াম করে (তারাবিহ/তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে) করে তার পূর্বের সকল পাপ মোচন করা হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেছেন,

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে তার পূর্বকৃত সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাতে কিয়াম করে তারও পূর্বের সকল গুনাহ মোচন করা হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

প্রশ্ন ৫. রোজাদারগণ যে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন তার নাম রাইয়ান। রাইয়ান শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: রাইয়ান অর্থ: রাইয়ান শব্দটি আরবি رى থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ হল চূড়ান্ত তৃপ্তি সহকারে পান করা, পিপাষা নিবারিত হওয়া, পানি সিঞ্চন করা ইত্যাদি।

রোজাদারগণ রইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। রাসূল সা: বলেছেন,

"জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম বলা হয় 'রইয়ান', কিয়ামতের দিন ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল সিয়াম পালনকারীগণ। সেখান দিয়ে তারা ব্যতীত আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, সিয়াম পালনকারীগণ কোথায়? তখন তারা উঠে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। যখন তারা প্রবেশ করবে তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারি ও মুসলিম)

রোজাদারগণ জান্নাতে প্রবেশের পর সুস্বাদু পানীয় পান করবে, যার ফলে কোনোদিন তারা তৃষ্ণার্ত হবে না। ইবনে খুযাইমা উপরোক্ত হাদিসের আরও একটু বর্ধিত বর্ণনা দিয়েছেন। তা হল:

"যারা প্রবেশ করবে, তারা পান করবে এবং যে পান করবে সে আর কোনোদিন তৃষ্ণার্ত হবে না।" রোজাদারের জন্য জান্নাতের দরজা রাইয়ান নামকরণের তাৎপর্যও তাই।

প্রশ্ন ৬. রমজান মাসে ওমরাহ করার ফজিলত কী?

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"রমজানে একটি ওমরাহতে একটি হজ্জের সওয়াব রয়েছে। অথবা বলেছেন, আমার

সাথে একটি হজ্জ পালনের সওয়াব রয়েছে।" (বুখারি ও মুসলিম) আল্লাহ আ'লাম।

প্রশ্ন ৭. সেহেরী খাওয়া কি ? সাওম কবুল হওয়ার জন্য সেহেরী খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর: রোযা/ সাওম কবুল হওয়ার জন্য সেহেরী খাওয়া শর্ত নয়। বরং সেহেরী খাওয়া সুন্নাত । ইয়াহুদীরা সাওম পালন করার সময় সেহেরী খেত না তাই রাসূল (সা.) ইয়াহুদীদের বিপরীত করতে বলেছেন। তিনি বলেন, তেমরা সেহেরী খাও কেননা সেহেরীতে বরকত রয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম) রাসূল (সা.) এর তাগিদ হলো সেহেরী দেরি করে খাবে আর ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। একটি খেজুর খেয়েও যদি কেউ সেহেরী গ্রহন করে তাও রাসূলের সুন্নাত আদায় হবে। (ইনশাআল্লাহ) সেহেরীর সময়টা খুবই মোবারক সময় । তাই এই সময় জাগ্রত হয়ে ইবাদাত বন্দেগী করা কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত এবং এই সময় তওবা ইসতেগফার করা উচিত।

প্রশ্ন ৮. বেনামাজির রোযা কবুল হবে কি?

উত্তর: প্রতিটি মুসলিমের জন্য সকল ইবাদাত বাধ্যতামূলক। যে কোন ইবাদাত বাদ দিলে সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে। কেউ যদি একটি ইবাদাত বাদ দেয় এবং অন্য একটি আদায় করে তাদের ইবাদাত কবুল হবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

১.কেউ কেউ বলেন কোন ব্যক্তি একটি ইবাদাত তরক করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার অন্য কোন ইবাদাত কবুল হবে না।

২.কেউ বলেন শুধুমাত্র নামায রোযা ত্যাগ কারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

৩.কোন কোন ফকিহ বলেন, মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূল (সা.) এর রিসালাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ইবাদাত তরক হলে সে কাফের হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে সে ইবাদাত সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে পারবে না এবং ইবাদাতকে অস্বীকার করতে পারবে না। কাজেই একটি ইবাদাত তরক করার কারণে অন্য ইবাদাত কিছুতেই নষ্ট হতে পারে না।

আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী বলেন, যে ব্যক্তি অলসতার কারণে কোন ইবাদাত পালন করে না, তার অন্যান্য ইবাদাত কবুল হবে। ইনশাআল্লাহ। যে ইবাদাত পালন করেনি সে ইবাদাত পালন না করার কারনে গুনাহগার হবে। কোন নেকী না করার কারনে অন্য নেকি নষ্ট হবে না। আল্লাহ বলেন, অতএব যে ব্যক্তি একটি অনু পরিমাণ ভাল কাজ করলে সে (সেটি কিয়ামাতের দিন) দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল:০৭)

প্রশ্ন ৯. ফজরের আযান শুনার পর সেহেরী খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: আযান সঠিক সময়ে হচ্ছে জানতে পারলে অবশ্যই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। কারন ফরজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সিয়ামের সময় শুরু হয়ে যায়। সে সময় খাবার মুখে থাকলেও ফেলে দিতে হবে। তবে যদি জানা যায় সে আযান সময়ের পূর্বে দিচ্ছে তবে খাবার শেষ করা যেতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যতক্ষন পর্যন্ত সন্দেহ থাকে যে সেহেরীর সময় হয়েছে কি হয়নি ততক্ষণ খাবার চালিয়ে যাও। বর্তমানে এই সমস্যা নেই বললেই চলে। কারণ এখন সাহরী ও ইফতারের সময় আগে থেকে নিরুপন করা যায়। তাই আগেই সতর্ক হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১০. আমরা কিভাবে রমজানের জন্য প্রস্তুতি নিব? কোন আমলগুলো অধিক উত্তম?

উত্তর: রমজানের জন্য কিছু প্রস্তুতি হলো:

১. একনিষ্ঠভাবে তওবা করা: তওবা করা সব সময় ওয়াজিব। তবে ব্যক্তি যেহেতু এক মহান মাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাই অনতিবিলম্বে নিজের মাঝেও স্বীয় রবের মাঝে যে গুনাহগুলো রয়েছে এবং নিজের মাঝে ও অন্য মানুষের মাঝে অধিকার ক্ষুন্ন হয় এমন বিষয় হতে তওবা করা উচিত। যাতে করে সে পূত-পবিত্র মন এবং প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে এ মুবারক মাসে প্রবেশ করতে পারে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর; যাতে করে সফলকাম হতে পার।"(সূরা আন-নূর : ৩১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"হে লোকেরা, আপনারা আল্লাহর কাছে তওবা করুন। আমি প্রতিদিন তাঁর কাছে ১০০ বার তওবা করি।"(হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম (২৭০২)

২. দো'আ করা: কিছু কিছু সলফে সালেহীন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ৬ মাস আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন আল্লাহর তাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছান। রমজানের পর পাঁচ মাস দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাঁদের আমলগুলো কবুল করে নেন। তাই একজন মুসলিম তার রবের কাছে বিনয়াবনতভাবে দোয়া করবে যেন আল্লাহর তাআলা তাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখে, উত্তম দ্বীনদারির সাথে রমজান পর্যন্ত হায়াত দেন। সে আরো দোয়া করবে আল্লাহর যেন তাকে নেক আমলের ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। আরো দোয়া করবে আল্লাহ যেন তার আমলগুলো কবুল করে নেন।

৩. এই মাসের আগমণে খুশি হওয়া: রমজান মাস মুসলিমের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত। যেহেতু রমজান কল্যাণের মৌসুম। যে সময় জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত রাখা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয়। রমজান হচ্ছে- কুরআনের মাস, সত্যমিথ্যার মধ্যে পার্থক্য রচনাকারী জিহাদি অভিযানগুলোর মাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "বলুন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক ।এটি তারা যা সঞ্চয় করে রাখে তা থেকে উত্তম।"(সূরা ইউনুস : ৫৮)

৪. কোন ওয়াজিব রোজা নিজ দায়িত্বে থেকে থাকলে তা হতে মুক্ত হওয়া: আবু সালামাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "আমার উপর বিগত রমজানের রোজা বাকি থাকলে শা'বান মাসে ছাড়া আমি তা আদায় করতে পারতাম না।" [হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (১৮৪৯) ও ইমাম মুসলিম (১১৪৬)]

হাফেয ইবনে হাজার (রাহ.) বলেন: "আয়েশা (রাঃ) এর শাবান মাসে কাযা রোজা আদায় পালনে সচেষ্ট হওয়া থেকে বিধান গ্রহণ করা যায় যে, রমজানের কাযা রোজা পরবর্তী রমজান আসার আগেই আদায় করে নিতে হবে।" [ফাতহুল বারী (৪/১৯১)]

৫. রোজার মাসয়ালা-মাসায়েল জেনে নেয়া এবং রমজানের ফজিলত অবগত হওয়া।

৬. যে কাজগুলো রমজান মাসে একজন মুসলমানের ইবাদত বন্দেগীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে সেগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার চেষ্টা করা।
৭. স্ত্রী-পুত্রসহ পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে বসে রমজানের মাসয়ালা-মাসায়েল আলোচনা করা এবং ছোটদেরকেও রোজা পালনে উদ্বুদ্ধ করা।
৮. যে বইগুলো ঘরে পড়া যায় এমন কিছু বই সংগ্রহ করা অথবা মসজিদের ইমামকে হাদিয়া দেয়া যেন তিনি মানুষকে পড়ে শুনাতে পারেন।

প্রশ্ন ১১ রোযা ভঙ্গের কারণগুলো কি কি?

উত্তর: রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:
কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে যেগুলো শরীর থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- সহবাস, ইচ্ছাকৃত বমি করা, হায়েয ও শিঙ্গা লাগানো। শরীর থেকে এগুলো নির্গত হওয়ার কারণে শরীর দুর্বল হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এগুলোকে রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; যাতে করে এগুলো নির্গত হওয়ার দুর্বলতা ও রোযা রাখার দুর্বলতা উভয়টি একত্রিত না হয়। এমনটি ঘটলে রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং রোযা বা উপবাসের ক্ষেত্রে আর ভারসাম্য বজায় থাকবে না।
আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর মূলনীতি উল্লেখ করেছেন:
"এখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরের শুভ্র সুতা পরিস্কার ফুটে উঠে" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭)
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা-নষ্টকারী প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে- পানাহার ও সহবাস। আর রোযা নষ্টকারী অন্য বিষয়গুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদিসে উল্লেখ করেছেন।
তাই রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি; সেগুলো হচ্ছে-
১। সহবাস
২। হস্তমৈথুন
৩। পানাহার
৪। যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত
৫। শিঙ্গা লাগানো কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বের করা
৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা
৭। মহিলাদের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া

প্রশ্ন ১২ : "গরমে রোজা রাখা জিহাদের সমান" এটা কি সত্য? আর কষ্ট হওয়ার পরও রোজা রাখলে তার সওয়াব কি?

উত্তর: "গরমে রোজা রাখা জিহাদের সমান" এমন কোনও হাদিস আছে বলে জানা নাই। তবে এ কথা প্রত্যেক মুসলিমের জানা বিষয় যে, রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ, এটি ইসলামের অন্যতম একটি রোকন (খুঁটি) এবং প্রতিদানের দিক দিয়ে অনেক মর্যাদাপূর্ণ আমল। যেমন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।" (সহিহ মুসলিম)তাছাড়া হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রোজা এমন একটি ইবাদত যার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ দান করবেন। আরও সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রোজা রাখার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা বান্দার অতীত জীবনের পাপ মোচন করে দেন, রমজানে অনেক রোজাদারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ঘোষণা করেন, রোজাদারদেরকে রইয়ান নামক বিশেষ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে মা আয়েশা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমার কষ্ট ও খরচ অনুযায়ী তোমাকে সওয়াব প্রদান করা হবে।" (সহিহ মুসলিম) এ ছাড়াও বহু হাদিসে কষ্ট অনুযায়ী বেশি সওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন: হাদিস অনুযায়ী কারও বাড়ি যদি মসজিদ থেকে দূরে হয় তারপরও কষ্ট করে পায়ে হেঁটে মসজিদে এসে জামাআতে সালাত আদায় করে তার সওয়াবের পরিমাণ বেশি। কারও কুরআন তিলাওয়াত করা কষ্টসাধ্য হওয়ার পরও পড়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখলে তার জন্য তার দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।

প্রশ্ন ১৩. প্রখর রোদে কৃষিকাজ ও রুজি রোজগারের কিছু কাজের জন্য কি কিছু ফরজ রোজা না রাখলে গুনাহ হবে? এই বিষয়ে ইসলাম কী বলে?

উত্তর: শারীরিকভাবে সক্ষম, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের জন্য রোজা রাখা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি খুঁটির মধ্যে ৪র্থতম। সুতরাং মুক্তিকামী ঈমানদারের জন্য আবশ্যক হল দুনিয়াবি কর্মব্যস্ততা, চাকুরী, কৃষিকাজ, পেশাগত কাজ ইত্যাদিকে রোজা ভঙ্গ করা বা রোজা থেকে দূরে থাকার ওজুহাত হিসেবে দাঁড় না করানো। বরং কষ্ট হলেও ধৈর্যের সাথে রোজা পালন করা।
ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়াবি কাজের ওজুহাতে রোজা না রাখা বা রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। একজন রোজাদার যদি গরম, রোদ, পরিশ্রম ও কষ্ট-ক্লান্তিতে ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশায় রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ আখিরাতে এই কষ্টের বিনিময়ে বিশাল পুরস্কার দান করবেন ইনশাআল্লাহ। সাহাবিগণ আরবের উত্তপ্ত মরুভূমিতে কাজ করতেন, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেক কষ্ট করতেন কিন্তু তারা রোজা ভঙ্গ করতেন না।
রমজানে জরুরি কাজ করার প্রয়োজন হলে, তা সকালের দিকে করার চেষ্টা করবে। প্রখর গরম দুপুরে কাজ থেকে বিরত থাকবে। সম্ভব হলে কিছু কাজ রাতে করবে। প্রয়োজন কিছুটা কাজ কম করবে বা সীমিত উপার্জন করবে কিন্তু তারপরও রোজা ভঙ্গ করবে না। কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তিনি অপ্রত্যাশিত তার রিজিকের সুব্যবস্থা করবেন বলে ওয়াদা করেছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত ভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" (সূরা তালাক/২ ও ৩)

সংকলনে : অধ্যক্ষ মাওলানা আলাউদ্দিন।
তালিমুল মিল্লাত ইসলামিয়া মাদ্রাসা , ঢাকা।

বদরের চেতনা আমাদের প্রেরণা

মাহমুদুর রহমান দিলাওয়ার

আবেগ অনুভূতির সাথে মিশে থাকা একটি জনপদ-বদর! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে স্থানে মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন। এটি ছিলো কাফের মুশরিকদের সাথে প্রথম যুদ্ধ। হক্ব আর বাতিলের চূড়ান্ত মোকাবিলা। মুসলমানদের জন্য ছিলো বড় একটি চ্যালেঞ্জ এবং কঠিন পরীক্ষা। বদরের সফলতা কিয়ামত পর্যন্ত মুমীনদের প্রেরণার উৎস হয়ে অম্লান রবে, ইনশাআল্লাহ।

ইবনে ইসহাক, মুসা ইবনে উকবা ও আবুল আসওয়াদ (র.) একমত যে, যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো দ্বিতীয় হিজরীর রামাদ্বান মাসে। ইবনে আসাকির বলেন, দিনটি ছিলো জুমুয়ার দিন। একটি বর্ণনায় এসেছে, সেদিন ছিলো সোমবার। তবে তা দুর্লভ বর্ণনা। অধিকাংশদের মতামত যে, সতেরো তারিখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। যদিও বারো তারিখের বর্ণনাও পাওয়া যায়। সমন্বিত কথা হলো, মদীনা থেকে বের হওয়ার সূচনা হয়েছিলো বারো তারিখ, আর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো সতেরো তারিখ। [সীরাতুন নবী সা.]।

মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া হঠাৎ এ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় নি। বরং কিছু বাস্তব কারণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে গিয়েছিলো। যেমন: ১. মক্কার কুরাইশদের ঈর্ষা ২. মদিনায় ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা ৩. বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হওয়ার আশংকা ৪. কুরাইশদের দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ ৫. নাখলার খন্ডযুদ্ধ ৬. আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার ৭. আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহী প্রেরণ।

বদর যুদ্ধের কারণ সংক্রান্ত বিষয়ে আর রাহীকুল মাখতুম গ্রন্থের বর্ণনায় পাওয়া যায়: কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অল্পের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাকড়াও থেকে বেঁচে যায়। এ কাফেলাই সিরিয়া থেকে মক্কা ফেরার পথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং সাঈদ ইবনে যায়দ (রা.)-কে এ কাফেলা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে উত্তর দিকে রওয়ানা করে দেন। এই দুই সাহাবী প্রথমে হাওরা নামক জায়গায় পৌঁছে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা সে স্থান অতিক্রমের সাথে সাথে সাহাবাদ্বয় দ্রুতবেগে মদীনায় ছুটে গিয়ে এ সম্পর্কে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন।

এ কাফেলা এক হাজার উটের পিঠে মক্কাবাসীদের কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার দীনার দুশ সাড়ে বাষট্টি কিলোগ্রাম সোনার সমমূল্যের বিভিন্ন ব্যবসায়িক জিনিসপত্র ছিলো। অথচ এ কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণে ছিলো মাত্র ৪০ জন লোক। মদীনাবাসীদের জন্য এটা ছিলো এক সুবর্ণ সুযোগ। পক্ষান্তরে এসব জিনিস থেকে বঞ্চিত হওয়া মক্কাবাসীদের জন্য সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হয়ে দেখা দেবে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করলেন, কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা বহু সম্পদ নিয়ে আসছে। তোমরা এ কাফেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ো। হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা সমুদয় সম্পদ তোমাদের গনীমত হিসাবে প্রদান করবেন।

ঘোষণা প্রচার করা হলেও এতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয় নি। কেননা ঘোষণার সময় ধারণা করা যায়নি, কাফেলার পরিবর্তে বদর প্রান্তরে কোরায়শ বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে। এ কারণে বহুসংখ্যক সাহাবী মদীনায়ই থেকে যান। তারা মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অভিযান অতীতের অভিযানসমূহের মতোই হবে। তাই এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের সমালোচনাও করা হয় নি।

কোনো বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য সংখ্যাধিক্য জরুরী নয়। বদরের প্রান্তর, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফের মুশরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো এক হাজার। সর্বোচ্চ প্রস্তুতি সহকারে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরীর মতে, প্রথম দিকে মক্কী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো তেরোশ। তাদের কাছে একশ ঘোড়া এবং ছয়শ বর্ম ছিলো। উটের সংখ্যা ছিলো অনেক, সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয় নি। এ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলো আবু জাহল ইবনে হিশাম। কোরায়শদের নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বাহিনীর

খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নেয়। একদিন নয়টি, অন্যদিন দশটি উট জবাই করা হতো। [আর রাহীকুল মাখতুম]। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা কত ছিলো? কারো মতে, ৩১৩ জন। কারো মতে, ৩১৪ জন। আবার কারো মতে, ৩১৭ জন।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবীগণ আলোচনা করছিলাম, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিলো তালূতের সাহাবীদের সমান। যারা তাঁর সাথে (জর্ডান) নদী পাড়ি দিয়েছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শত দশের একটু বেশী। (বুখারী: ৩৯৫৮; তিরমিযী: ১৫৯৮)। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিলো জালূত যুদ্ধে তালূতের সাহাবীদের সমান। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শত সতেরো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর তিন শত পনেরো জন সাহাবী নিয়ে (অভিযানে) বের হন। (আবু দাউদ: ২৭৪৭; বায়হাকী: ৯/৫৭)। ঈমানী দৃঢ়তা, আল্লাহর উপর ভরসা, যথাযথ আনুগত্য এবং তাঁর সাহায্যই সফলতার দ্বার উন্মোচিত করতে পারে; কোনো সন্দেহ নেই। হযরত আলী (রা.)- এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন: ঐ রাতে অর্থাৎ যে রাতের পর সকালবেলা বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো, আমাদের উপর হালকা বৃষ্টি নেমে আসে। বৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত থাকার উদ্দেশ্যে আমরা গাছ ও ঢালের নিচে আশ্রয় নিই। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর রবের নিকট দোয়া করতে সারা রাত কাটিয়ে দেন। তিনি (দোয়ায়) বলছিলেন: হে আল্লাহ! তুমি যদি এ দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তাহলে তোমার গোলামী করার জন্য আর কেউ থাকবে না। ফজরের সময় তিনি আল্লাহর বান্দারা সালাত! বলে লোকদের ডাকেন। ডাক শুনে লোকজন ঢাল ও গাছের নিচ থেকে বেরিয়ে এলে, নবী (সা.) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন এবং যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাদের সংখ্যা হাজার খানেক। আর তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা তিন শত উনিশ। এরপর আল্লাহর নবী (সা.) কিবলামুখী হয়ে নিজের হাতদুটি প্রসারিত করেন এবং নিজের রবের কাছে এভাবে মিনতি পেশ করতে থাকেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা পূরণ করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার ওয়াদা দিয়েছিলে, তা আমাকে দাও। হে আল্লাহ! তুমি যদি ইসলামের এ ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও, তাহলে তোমার গোলামী করার আর কেউ থাকবে না।

কিবলামুখী হয়ে দুহাত প্রসারিত করে তিনি নিজের রবের কাছে এভাবে মিনতি পেশ করতে থাকেন; একপর্যায়ে তাঁর দুকাঁধ থেকে চাদরটি পড়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এসে চাদরটি নিয়ে তাঁর কাঁধের উপর রেখে দেন। তারপর তাঁকে পেছন থেকে ধরে বলেন: হে আল্লাহর নবী! আপনার রবের কাছে যে মিনতি পেশ করেছেন, তা আপনার জন্য যথেষ্ট; তিনি আপনাকে যার ওয়াদা দিয়েছেন, অচিরেই তিনি তা আপনাকে দেবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন: আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি'। (সূরা আনফাল: ৯)। এ আয়াতের তাফসীর: এই যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। পক্ষান্তরে কাফেরদের সংখ্যা ছিল এর তিনগুণ (এক হাজারের মত)। মুসলিমরা ছিলো খালি হাতে অন্য দিকে কাফেরদের নিকট ছিলো পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র। এই অবস্থায় মুসলিমদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন মহান আল্লাহ। তারা কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। নবী (সাঃ) নিজে অন্য এক তাঁবুতে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলেন। (বুখারী: যুদ্ধ অধ্যায়) সুতরাং মহান আল্লাহ দোয়া কবুল করলেন এবং এক হাজার ফিরিশতা একের

বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাদের সংখ্যা হাজার খানেক। আর তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা তিন শত উনিশ। এরপর আল্লাহর নবী (সা.) কিবলামুখী হয়ে নিজের হাতদুটি প্রসারিত করেন এবং নিজের রবের কাছে এভাবে মিনতি পেশ করতে থাকেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা পূরণ করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার ওয়াদা দিয়েছিলে, তা আমাকে দাও। হে আল্লাহ! তুমি যদি ইসলামের এ ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও, তাহলে তোমার গোলামী করার আর কেউ থাকবে না।

পর এক মুসলিমদের সাহায্যে পৃথিবীতে নেমে এলেন। (এটি হল প্রথম পুরস্কার।) (তাফসীরে আহসানুল বায়ান)। আল্লাহ তাঁকে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন। (মুসলিম: ১৭৬৩)।

মুসলমানদের অনেক দুর্যোগের দিনে ফেরেশতারা সাহায্য করেছেন। কিন্তু বদরের মতো আর কোনো দিন তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেননি। অন্যান্য যুদ্ধে তারা সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও রসদ যুগিয়ে সাহায্য করতেন। কিন্তু অসি চালনা করতেন না। (সীরাত ইবনে হিশাম)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে একজন মুসলিম তার সামনে থাকা মুশরিককে তীব্রবেগে ধাওয়া করেন। এমন সময় তিনি তার উপরের দিকে আচমকা একটি আওয়াজ শুনতে পান। অশ্বারোহী আওয়াজ করে বলছে, হাইযূম! (ফেরেশতাকে বহনকারী ঘোড়ার নাম) সামনে চলো। এরপর তিনি তার সামনের মুশরিকের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছে। তার দিকে নজর দিয়ে দেখেন- তার নাক ভেঙে গিয়েছে, চেহারা কেটে গিয়েছে। যেন কেউ চাবুক দিয়ে তাকে আঘাত করেছে, এবং তার পুরো চেহারা নীল হয়ে গিয়েছে। ঐ আনসার সাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে এ ঘটনা জানালে, তিনি বলেন: তোমার কথা সত্য। সেটি ছিলো তৃতীয় আসমান থেকে পাঠানো লোকবলের অংশ। (মুসলিম: অধ্যায়- জিহাদ। হাদীস নং: ১৭৬৩)। (সীরাতুন নবী)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐদিন যে সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। সীরাতুন নবী গ্রন্থে উল্লেখিত হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.)-এর বর্ণনা থেকে তা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন: বদর যুদ্ধের সময়কার কথা। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে। আমাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শত্রু বাহিনীর সবচেয়ে কাছে। সেদিন রণশক্তির দিক দিয়ে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে শক্ত অবস্থানে। (সুবহানাল্লাহ)

বদরের প্রান্তরে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন এবং ১৪ জন সাহাবীর শাহাদাতবরণ; আজও আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তায়ালার গোলাম ও রাসূলের (সা.) উম্মতদের মাঝে ভবিষ্যতেও উদ্দীপনা জারি রাখবে। ইনশাআল্লাহ। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হারিসা ইবনে সুরাকা (রা.) শহীদ হন। বয়সে তিনি একেবারে তরুণ ছিলেন। তার মা নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! হারিসা আমার কতো প্রিয়, তা তো আপনি জানেন। সে যদি জান্নাতে থাকে, তাহলে আমি সবর করবো এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাইবো। আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তাহলে আমি কী করছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) বলেন: তোমার কী হলো? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? জান্নাত কি মাত্র একটি? জান্নাতের সংখ্যা অনেক! সে তো (সর্বোচ্চ জান্নাত) জান্নাতুল ফিরদাউসে আছে। (বুখারী; অধ্যায়- যুদ্ধবিগ্রহ: ৩৯৮২)।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমি আসিম ইবনে উমার ইবনে কাতাদা (র.) আমাকে বলেছেন: আউফ ইবনে মালিক (রা.) (মায়ের নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে) যাকে হারিস ইবনে আফরা নামেও ডাকা হতো- জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার কোন কাজে খুশি হয়ে আল্লাহ হাসেন? নবী করীম (সা.) বলেন: বর্ম ছাড়াই শত্রু বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়া। এ কথা শুনে তিনি নিজের গায়ে জড়ানো বর্মটি খুলে ছুঁড়ে ফেলেন, তারপর তরবারি হাতে নিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই শুরু করেন এবং (সেখানেই) শহীদ হন (আল্লাহু আকবার)। (সীরাত ইবনে হিশাম)।

বদর যুদ্ধের ব্যাপারে বিস্তারিত আরও জানার জন্য কুরআন মাজীদের ৮ম সূরা আনফাল ভালোভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কেননা এ সূরার অধিকাংশ বর্ণনা এ সংক্রান্ত। কেউ কেউ এটাকে সূরা বদরও নাম দিয়েছেন। (বুখারী: ৪৮৮২) কারণ, অধিকাংশ আলোচনা ছিলো বদর যুদ্ধের। আবার কেউ কেউ এ সূরাকে সূরা 'জিহাদ' নামেও অভিহিত করেছেন। সূরা আল-আনফাল সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (বুখারী: ৪৬৪৫, মুসলিম: ৩০৩১)। হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনো বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো। (সূরা আনফাল: ৪৫)। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য এক বিশেষ হেদায়াত দান করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহর যিকর। আল্লাহর যিকর-এ নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে, তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং দৃঢ়পদ থাকা ও আল্লাহর যিকর এ দুটি বিজয়ের প্রধান কারণ। (সা'দী; আইসারুত তাফসীর)। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আনফাল: ৪৬)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে আহসানুল বায়ানের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তৃতীয় আদব হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। এটা একেবারে স্পষ্ট কথা যে, এই শোচনীয় অবস্থায় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণে বড় ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে। এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এহেন অবস্থায় বরং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক। তথাপি যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের আনুগত্য করা আরো অধিকরূপে আবশ্যক হয়ে যায়। আর এই অবস্থায় সামান্য অবাধ্যাচরণও আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চতুর্থ আদব হলো: কোনো বিষয় নিয়ে আপোসে ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ করবে না। কারণ এরূপ করলে তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে। আর তোমাদের শক্তি চূর্ণ হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। পঞ্চম আদব হলো: ধৈর্যধারণ করবে। অর্থাৎ, যত বড়ই বিপদ বা কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হও না কেন, ধৈর্যচ্যুত হবে না। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "হে লোক সকল! শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং তা হতে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাও। পরন্তু যদি শত্রুদের সাথে লড়াই শুরু হয়েই যায়, তাহলে সবর কর (অর্থাৎ, বিচলিত না হয়ে লড়াই কর)। আর জেনে রাখো, জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচেই আছে।" (সহীহ বুখারী; অধ্যায়: জিহাদ)।

লেখক: ইসলামী বক্তা ও সহকারী মহাসচিব, বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরীন।

শ্রমিকের নিরাপত্তা ও কারখানা পরিদর্শনে গতি আনতে হবে

মোঃ মাঈন উদ্দীন

সারা দেশে শিল্প কারখানার কর্ম পরিবেশ ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য কলকারখানা পরিদর্শন শুরু হয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত দল ১০ জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত আটটি বিভাগীয় শহরে ৮৭৫টি কারখানা পরিদর্শন করেছে। নারায়ণগঞ্জে হাসেম ফুডস কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ৫২ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার পর কর্মস্থলে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কারখানার পরিবেশ দেখার জন্য উচ্চ পর্যায়ে এক কমিটি গঠন করা হয়। পরিদর্শনের জন্য ১০৮টি দল গঠন করা হয়। পরিদর্শক দল বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হচ্ছে। জানা গেছে ১১টি দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাঁচ হাজার কারখানা পরিদর্শনের কথা থাকলেও এপর্যন্ত মাত্র ৮৭৫ টি কারখানা পরিদর্শন হয়েছে। পত্রিকান্তরে জানা গেছে পরিদর্শন টিম পরিদর্শনে গিয়ে নানা অনিয়ম, ত্রুটি পাচ্ছেন। অধিকাংশ কারখানায় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই, কারখানার নকশা অনুমোদন নেই, যেনতেন ভাবে ভবণ নির্মাণ করা হয়েছে। নকশার সঙ্গে বিদ্যমান ভবনের মিল নেই। কারখানার পরিবেশ ছাড়পত্র নেই। এমন কি কোন কোন কারখানার ট্রেড লাইসেন্স ও পাওয়া যাচ্ছে না। সারা দেশে পরিদর্শনের জন্য যে ১০৮ টি দল কাজ করছে তারা যদি সঠিকভাবে, নিরপেক্ষভাবে পরিদর্শন করে তাহলে এ সকল কারখানায় নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার চিত্র উঠে আসবে। দেশে শিল্প কারখানায় উৎপাদনের গতি ফিরে আনতে, শ্রমিকদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য চলমান কারখানা পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। তৈরি পোশাক খাতের বাইরে দেশের এসব কলকারখানাগুলো দেশের ভিতরে ও বাইরে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করতে ও কারখানার পরিবেশ নিরাপদ রাখতে হবে। সিপিডির তথ্য মতে দেশে ৬ মাসে শিল্প কারখানায় ৮২টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে ১৬৭ জন শ্রমিক নিহত ও ২৬৫ জন আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার মধ্যে ৬৩.৪১% অগ্নিকান্ড জনিত দুর্ঘটনা। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের কারখানা গুলোতেই অধিকাংশ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। সরকারি তথ্য মতে, দেশ ব্যাপি এখন পর্যন্ত ৪৫ হাজার কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে খাদ্য উৎপাদনকারী খাতে সর্বোচ্চ ১২৬৭৮ টি, দ্বিতীয় সর্বাধিক ৩৩২৬টি বস্ত্র খাতে। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রকৌশল খাত যেখানে ২হাজার ৭০৪ টি কারখানা রয়েছে। সিপিডির এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে দেশে পোশাক কারখানা ছাড়া ফিলিং ষ্টেশন আছে ১৩৭১টি, কাঠ ও নির্মান কারখানা আছে ২৭৯৮টি , বস্ত্র কল ৪৩২৩টি, ইটভাটা আছে ৫৬১১টি, খাদ্য উৎপাদন খাতে আছে ১২৬৭৮টি ও অন্যান্য খাতে ১০৫০টি কারখানা আছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য মতে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে সারা দেশে যেসব খাতে কারখানায় সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে গত নভেম্বর ২০২০ থেকে সেগুলো পরির্দশন করা হচ্ছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক সহ রপ্তানীমুখী শিল্পকে বাদ দিয়ে সারা দেশে ৩২ খাতের ৪৫ হাজার কারখানা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পাঁচ হাজার কারখানা পরিদর্শন করা হবে। পরে ধাপে ধাপে অন্য কারখানা গুলোও পরিদর্শন করা হবে। পরিদর্শন শেষে প্রতিটি দল সংশ্লিষ্ট কারখানার ত্রুটি বিচ্যুতি প্রতিবেদন তুলে ধরবে। প্রধানমন্ত্রী বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটির কাছে পরিদর্শন রিপোর্ট পেশ করা হবে। জাতীয় কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিবেন। এখন প্রশ্ন হল পরিদর্শন দলকে পরির্দশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা, পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও তাদের প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা মানসম্মত হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। কারখানা পরির্দশনে গিয়ে যেন পরির্দশন টিম কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষকে নজর দেওয়া উচিত। পরিদর্শনকে গতিশীল ও কার্যকর করতে হলে প্রয়োজনীয় বাজেট ও সাপোর্ট দেওয়া উচিত। দেশের শিল্প খাতে গতি ফিরিয়ে আনতে, শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশ বান্ধব কারখানা স্থাপন ও কারখানার পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে বলে বিশেষজ্ঞগন মনে

পরিদর্শন দলকে পরির্দশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা, পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও তাদের প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা মানসম্মত হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। কারখানা পরির্দশনে গিয়ে যেন পরিদর্শন টিম কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়তে না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষকে নজর দেওয়া উচিত। পরিদর্শনকে গতিশীল ও কার্যকর করতে হলে প্রয়োজনীয় বাজেট ও সাপোর্ট দেওয়া উচিত। দেশের শিল্প খাতে গতি ফিরিয়ে আনতে, শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশ বান্ধব কারখানা স্থাপন ও কারখানার পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে বলে বিশেষজ্ঞগন মনে করেন।

করেন। তাই পরিদর্শনে যারা যাচ্ছেন তারা যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন, চেক লিষ্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য যাতে উঠে আসে সে দিকে নজর দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনের পথে। ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তররেন জন্য অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাত, বিভাগ সমূহের নানাদুর্বলতা, শ্রমিকের নিরাপদ কর্ম পরিবেশের সমস্যা সহ কারখানার অভ্যন্তরিন ও বাহ্যিক নানা সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে তার সুষ্ঠু সমাধান করা সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে শিল্প কারখানা পরিদর্শনে গতি আনতে হবে। প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। পরিদর্শনের তথ্য উপাত্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা উচিত। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে। বিডার কার্যক্রমকে জবাব দিহিতার আওতায় আনা উচিত। চলমান পরিদর্শন দলে সিপিডির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনে আই এল ও কে যুক্ত করা যেতে পারে। এতে পরিদর্শন কার্যক্রমে গতি আসবে। পরিদর্শন শেষে প্রতিটি দল সংশ্লিষ্ট কারখানার ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতিবেদন জাতীয় কমিটির নিকট তুলেধরবেন। জাতীয় কমিটি তা যাচাই বাচাই করে যে সিদ্ধান্ত নিবেন তা দেখার বিষয়। ঐ সিদ্ধান্তে যাতে কারখানা সমূহের কাজের গতি ফিরে পায়, পরিবেশ রক্ষা হয়, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা থাকবে বলে সকলের বিশ্বাস। দেশের শিল্প উৎপাদন কে বেগবান করার জন্য ও রপ্তানিমুখী শিল্প সমূহের উৎপাদনের পরিবেশ টেকশই করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন। বিশেষ করে তৈরি পোশাক, ডেনিম, কৃত্রিমপাইবার, গার্মেন্টস এ্যাক্সেসরিজ, ঔষধ, প্লাষ্টিক পণ্য, জুতা (চামড়া জাত) ও অচামড়া জাত ও সিনথেটিক) এবং পাটজাত পণ্য ও বহুমুখী পাটজাত পণ্য, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য, ফল, হালকা প্রকৌশল পণ্য (বাইসাইকেল, অটোপার্টস, মটর সাইকেল, ব্যাটারি), জাহাজ ও সমুদ্রগামী ফিসিং ট্রলার, হোমটেক্সটাইল, হোমডেকর, লাগেজ, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন গ্রেডিয়েন্টস, চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপননে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। করোনার নতুন ধরন ওমিক্রম নিয়ে আশংকার মধ্যেও আমদানি রপ্তানি সহ অর্থনীতির নানা সূচকে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছে। যদিও বর্তমানে করোনার অমিক্রন ও ডেলটা ভেরিয়েন্টের প্রভাব আবার বেড়ে চলেছে। মানুষ নতুন করে আবার আক্রান্ত হচ্ছে যা অর্থনীতির নানাসূচকে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আশঙ্কা তৈরি করছে। কোভিড ১৯ অতিমারির শুরুর আগে বাংলাদেশ ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত গড়ে ৭.৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি বেড়ে হয় ৮.১৫ শতাংশ। তবে অতিমারির কারনে এই প্রবৃদ্ধির ধারা ব্যহত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে দাড়ায় ৩.৪৫ শতাংশ। এর পরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে হয় ৫.৪৩ শতাংশ। এদিকে বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপ্রেপ্টস প্রতিবেদনে বলা হয়েছে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬.৪ শতাংশ। যদিও সরকার চলতি অর্থ বছরে বাজেটে ৭.২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে। সেবাখাতের কর্মকান্ড ও তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানী বাড়ার গতি অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৯ শতাংশে পৌছতে পারে বলে বিশ্বব্যাংক আশা প্রকাশ করেছে। দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, ও অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের প্রবৃদ্ধির গতি উর্ধ্বমুখী করনে মাধ্যমে উন্নয়শীল দেশের উত্তরনের জন্য টেকসই শ্রম পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিকদের জন্য বিশেষ জরুরী সহায়তা তহবিল গঠন, করোনার টিকা ও চিকিৎসা প্রদান, তাদের জন্য বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের ডাটাবেজ তৈরি করা প্রয়োজন। ছোট মাঝারি আকারের কারখানাসমূহ এখনো নানা সংকটে আছে। কাঁচামাল সংকট ও প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক সংকট ও রয়েছে। স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষন দিয়ে বেকারদের কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে সরকারের আলাদা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

লেখক: অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্যাংকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সদস্য ও কর্মী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতির বিশেষ চিঠি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অফুরন্ত মেহেরবানীতে সুস্থ থেকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) উদ্বেগজনক সংক্রমণ ও তা থেকে নিরাপদ থাকার কঠিন অবস্থার প্রেক্ষাপটে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র মাহে রমজান আমাদের মাঝে সমাগত। রাসূলুল্লাহ সা. এ মাসকে শাহারুন মোবারক তথা বরকতময় মাস বলে অভিহিত করেছেন। মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের মূলভিত্তি তাকওয়াপূর্ণ জীবন গঠনের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন মাজিদের সূরা আল বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাস হলো মাহে রমজান। মানব সমাজের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, জনকল্যাণ মূলক ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। সাওম বা রোজা যেমন ক্ষুধায়-কাতর দুঃখী মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষা দেয় সততা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতি। আর প্রেরণা জোগায় শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমূলক একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা

রমজান মাস মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের সমান ফজিলত পাওয়া যায়। এ মাসে এমন একটি রাত (লাইলাতুল কদর) রয়েছে, যে রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে কদরের রাত্রি তালাশ করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে।" (বুখারি ও মুসলিম)।

রমজান মাস এত বেশি বেশি মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এ মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কুরআন। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন "রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কুরআন যা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" প্রকৃতপক্ষে আল কুরআনই হলো মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পথ নির্দেশক। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে এ কুরআন দ্বারা সমুন্নত করেন আবার কোন জাতিকে অধঃপতিত করেন।" সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কুরআন অনুযায়ী না চলে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে চলার কারণে আজ মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন করা, বুঝা ও কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর কুরআনের বিধিবিধান জানা, বুঝা ও ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের কাজকে এগিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত সময় এ রমজান মাস।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এ কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জ্ঞানার্জন, আত্মগঠন ও মানোন্নয়নের কাজে সময় অতিবাহিত করা এবং আসন্ন রমজান মাসে নিম্নে উল্লেখিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি-

ক. অধ্যয়নমূলক:

১. আল কুরআন- তাফহীমুল কুরআন ১৮ ও ১৯ খন্ড, সূরা আল বাকারা ১৮৩-১৮৫ নং আয়াত, পুরো কুরআন অন্তত একবার অর্থসহ তেলাওয়াত করার চেষ্টা করা।

২. আল হাদিস- তাহারাত, সালাত, সিয়াম ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত অধ্যায়।

৩. সাহিত্য- ১. নামায-রোজার হাকীকত ২. যাকাতের হাকীকত ৩. হেদায়াত ৪. ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী

৫. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি ৬. ইসলাম পরিচিতি ৭. ইনফাক ফি-সাবিলিল্লাহ ৮. ইসলামী শ্রমনীতি

৪. তা'লিমুল কুরআন- সহীহ তিলাওয়াত শিক্ষার ব্যবস্থাকে পারিবারিকভাবে, মসজিদ ভিত্তিক, পাড়া ও মহল্লা কেন্দ্রিক ব্যাপক রূপ দেয়ার চেষ্টা করা।

৫. মৌলিক বিষয়ে বাছাই করা আয়াত ও হাদিস মুখস্থ করা।

খ. অনুশীলনমূলক:

১. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যথাযথ উপায় অবলম্বনের সাথে সাথে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা।

২. মাহে রমজানে পরিবার-পরিজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে নিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযথ মর্যাদায় সিয়াম পালন করা।

৩. জামায়াতের সাথে ফরয সালাত ও তারাবীহ আদায় করা।

৪. কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে তিলাওয়াতে কুরআনের দুর্লভ সুযোগ কাজে লাগানো।

৫. আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা ও তাঁর সাহায্য লাভে কাতর কণ্ঠে দোয়া করা।

৬. নেতৃবৃন্দসহ সকল মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য বেশি বেশি আল্লাহর দরবারে ধরণা দেয়া।

৭. সদস্য, কর্মী, সাধারণ সদস্য বৃদ্ধির কাজ এ মাসে অন্য মাসের তুলনায় ব্যক্তিকে অধিক সাওয়াবের অধিকারী করবে। তাই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার উপায় এবং অধিক পুরস্কার লাভের আশায় এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে যত্নশীল হওয়া।

৮. পারিবারিকভাবে বা পারিবারিক ইউনিটের উদ্যোগে পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ইফতারির আয়োজন করা।

৯. পরিস্থিতির আলোকে সাংগঠনিকভাবে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা।

১০. বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করা। এ ক্ষেত্রে মজলুম ভাই-বোন, করোনা ভাইরাসের কারণে দুর্দশাগ্রস্থ শ্রমজীবী মানুষ ও নিকট আত্মীয়দের প্রতি খেয়াল রাখা।

১১. হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জিঘাংসা ও নৈরাজ্যের বিষ ছড়ানোর মোকাবিলায় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের জান্নাতি আবহ তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

রমজান মাসে ছাহেবে নেছাব অর্থাৎ ধনী লোকেরা যাকাত আদায় করে থাকেন। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত যাকাত প্রদানের ৮টি খাত হলো- ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, আল্লাহর পথে এবং মুসাফির। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সমাজ কল্যাণমূলক খাতকে আরো গতিশীল করার জন্য যাকাত আদায়ের কাজকে মজবুত করতে হবে। তাই যাকাত প্রদান ও সংগ্রহের ব্যাপারে শাবান মাসে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে তালিকা তৈরি ও টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়ে রমজান মাসে যাকাত সংগ্রহ করতে হবে। যাকাত দাতা সদস্যগণ যাকাতের ৫০% ফেডারেশনের কল্যাণ ফান্ডে জমা দিবেন। উপদেষ্টা সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে স্ব-স্ব শাখার কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে হবে। মহানগরী/জেলা/উপজেলা/থানা সংগঠন যাকাত আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবেন এবং আদায়কৃত যাকাতের নির্ধারিত নেসাব কেন্দ্রে জমা দিবেন।

আসুন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আমরা সবাই দোয়া করি, যেন বৈশ্বিক মহামারি "করোনা ভাইরাস" সংক্রমণ থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীকে মুক্ত করেন। আর উপরোক্ত অধ্যয়ন ও অনুশীলনমূলক কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন এবং রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজানকে যথাযথ মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করি।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

প্রকাশকাল: ২০২২

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
www.sramikkalyan.org
বা.জা.ফে-৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাহে রমজান উপলক্ষে শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি
আমাদের আহবান

প্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আপনাদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সময়ের পরিক্রমায় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে পবিত্র ‘মাহে রমজান’ আবারো আমাদের নিকট সমাগত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাসকে শাহারুন মোবারক তথা বরকতময় মাস বলে অভিহিত করেছেন। মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের মূল ভিত্তি তাকওয়াপূর্ণ জীবনগঠনের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন মজিদের সূরা আল বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” সাওম বা রোজা যেমন ক্ষুধায়-কাতর দুঃখী মানুষের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে, তেমনই শিক্ষা দেয় সততা, ধৈর্য, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতির। আর প্রেরণা জোগায় শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার।

ইসলামপ্রিয় শ্রমিক ভাই ও বোনেরা

রাসূল সা. বলেছেন, “ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদ বা খুঁটির ওপর কায়েম আছে- ১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল ২. নামাজ কায়েম করা ৩. জাকাত আদায় করা ৪. হজ্জ ও ৫. রমজানের রোজা রাখা। (বুখারি ও মুসলিম) রোজা বা সাওম হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। রোজা শব্দটি আরবি সাওম শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকাই হলো রোজা। মূলত রমজান মাসটি হলো আমাদের জন্য প্রশিক্ষণের মাস। রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহকে ভয় করে জীবন পরিচালনার শিক্ষা হাসিল করা। তাকওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘রক্ষা করা, বেঁচে থাকা’ অর্থাৎ আমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল কাজ আল্লাহ দেখছেন এ ভয় অন্তরে ধারণ করে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ যথাযথভাবে পালন করার নাম তাকওয়া। রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে রোজা ভেঙে যায় এমন কোনো কাজ করে না। কঠিন পিপাসায় কাতর হয়েও পানি পান করে না, আবার ক্ষুধার কঠিন যন্ত্রণায়ও কোনো খাবার খাওয়ার চিন্তা করে না। এভাবে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদেরকে মুত্তাকি বলে। সুতরাং রোজা রেখে যদি মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা, অশ্লীল কথা ও কাজ, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, গিবত, চোগলখুরি, হিংসা-বিদ্বেষ, কাজে ফাঁকি দেওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করাসহ সকল প্রকার অপরাধমূলক কাজ থেকে আমরা নিজেকে দূরে রাখতে না পারি, তাহলে আমাদের রোজা আল্লাহর নিকট কখনো কবুল হবে না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে পারে নাই তার সারাদিন না খেয়ে থাকা আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন নাই।” (বুখারি)

সম্মানিত শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা

রমজান মাস মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নেয়ামত। আমরা জানি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনিভাবে একটি নফল ইবাদত করলে অন্য মাসের ফরজ আদায়ের সমান ফজিলত পাওয়া যায়। এ মাসে এমন একটি রাত (লাইলাতুল কদর) রয়েছে, যে রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রাসূল সা. বলেছেন “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখবে, তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার আগের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। আর যে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে কদরের রাত্রি তালাশ করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে।” (বুখারি ও মুসলিম) অন্য হাদিসে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আমার উম্মতকে এমন পাঁচটি বস্তু দেয়া হয়েছে যা আগেকার নবীর উম্মতদেরকে দেয়া হয়নি; ১. রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশকে আম্বরের চেয়েও অধিক প্রিয় ২. সমস্ত সৃষ্টিকুল এমনকি সমুদ্রের মাছও রোজাদারের জন্য ইফতার পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে ৩. প্রতিদিন বেহেশতকে রোজাদারদের জন্য সজ্জিত করা হয় এবং আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দাগণ দুনিয়ার ক্লেশ যাতনা দূরে

নিক্ষেপ করে অতি শিগগিরই আমার নিকট আসছে ৪. রমজানে দুর্বৃত্ত শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়, যার দরুন সে ঐ পাপ করাতে পারে না যা অন্য মাসে করানো সম্ভব ৫. রমজানের শেষ রাতে রোজাদারের গুনাহ মাফ করা হয়। (আহমদ, বায়হাকি) হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "রোজা আমার জন্য, রোজার প্রতিদান আমি নিজ হাতে দিব।"

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা

আপনারা কি জানেন রমজান মাসের এত গুরুত্ব কেন? রমজান মাসটি গুরুত্ব পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এ মাসে নাজিল করা হয়েছে মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কোরআন, যা মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষাসংবলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।" প্রকৃতপক্ষে আল কোরআন ইহলৌকিক মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পথনির্দেশক। রাসূল সা. বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে এ কোরআন দ্বারা সমুন্নত করেন আবার কোনো জাতিকে অধঃপতিত করেন।" সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কোরআন অনুযায়ী না চলে মানুষের মনগড়া বিধান দিয়ে চলার কারণে আজ মুসলমানদের এ অধঃপতিত অবস্থা। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে কোরআন পড়া, বোঝা ও কোরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। আর কোরআনের বিধিবিধান জানার ও বোঝার উপযুক্ত সময় এ রমজান মাস। আসুন আত্মগঠন ও ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি বাস্তবায়নের দীপ্তশপথে উজ্জীবিত হয়ে কষ্টকর কায়িক শ্রমের পাশাপাশি নিম্নের বিষয়গুলো আন্তরিকতার সাথে পালন করার চেষ্টা করি–

১. ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমজানের রোজা রাখি।

২. জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তারাবিহ, তাহাজ্জুদ এবং নফল ইবাদতসমূহ অধিক পরিমাণে আদায় করি।

৩. সহিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে শিখার চেষ্টা করি।

৪. প্রতিদিন অর্থসহ কোরআন, হাদিস, মাসয়ালা-মাসায়েল ও আদর্শিক বই পড়ি।

৫. সূরা আল বাকারার ১৫৩-১৫৭, ১৮৩, ১৮৫; আলে ইমরান ১৯০-২০০; আত তাওবা ২০-২৭, ৩৮-৪২,১১১; সূরা আল মুমিনুন-১-১১, সূরা ইয়াসিন, সূরা আর-রহমান, সূরা আস সফসহ আমপারার সূরাসমূহ অর্থ ও তাফসিরসহ পড়া ও বোঝার চেষ্টা করি।

৬. রমজান মাসে অনৈতিকতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, দুর্নীতি ও জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুলি।

সংগ্রামী শ্রমিক ভাই-বোনেরা

আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। আর ইসলাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতের নিশ্চিত কল্যাণ ও সাফল্যের একমাত্র ব্যবস্থা। সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে জীবনবিধান হিসেবে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা।" মানবজীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের মতো কাজ-কর্ম, পেশা, শ্রম দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই শ্রমিক ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট সুন্দর নীতিমালার অভাবে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে অস্থির ও বৈষম্যপূর্ণ শ্রমব্যবস্থা বিরাজমান। ফলে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে শুধু হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্যাতিত বঞ্চিত মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের পরিবেশ তৈরি করতে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে শামিল হয়ে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

আপনাদের ভাই

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ফেডারেশন সংবাদ

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা ও মহানগরী সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মাঝে ইনসাফের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে - অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, আমাদের সমাজে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও সম্মান থেকে বঞ্চিত। তাদেরকে পদে পদে অবহেলা করা হয়। আমাদের সমাজ পঁচে গেছে। এটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। আমার বিশ্বাস এই সমাজে যদি শ্রমিকদের অবহেলা না করে তাদের মান মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই সমাজে আল্লাহর রহমত নাজিল হবে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। ইসলামী শ্রমনীতির আলোকে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মাঝে ইনসাফের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে শ্রমিক মালিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ও মালিকদের উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিকদের প্রতি যেন কোন অন্যায় না করা হয়। তাহলে শ্রমিকরা তাদের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে মালিকের উন্নতির জন্য এগিয়ে আসবে।

তিনি গত ৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত "জেলা ও মহানগরী সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন-২০২২" এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এই সময় প্রোগ্রামে যুক্ত ছিলেন ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, শফিকুল আলম, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমানসহ ফেডারেশনের সকল জেলা ও মহানগরীর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, রাসূল (সা.) শ্রমজীবী মানুষদের কে অনেক ভালোবাসতেন। রাসূল (সা.) বলেছেন "তোমরা যা খাবে, শ্রমিককে তাই খেতে দিবে। তোমরা যা পড়বে, শ্রমিককে তাই পড়তে দিবে।" হযরত আবু যার (রা.) যে কাপড় দিয়ে নিজের পোশাক বানাতেন, একই কাপড় দিয়ে তিনি তার শ্রমিকের জন্য পোশাক বানিয়ে দিতেন। আমাদের শিশু শ্রম নিষিদ্ধ হলেও অসংখ্য শিশু শিশু শ্রমে জড়িয়ে গেছে। অনেক শিশু শ্রমিকরা এতিম। আমাদেরকে এই সকল শিশুদেরকে শিশু শ্রম থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। শিশু শ্রমিকের পাশাপাশি অনেক মহিলা শ্রমিক আছে। পিতা মাতা মারা যাওয়ার কারণে এই সকল মহিলারা শ্রমে জড়িয়ে গেছে। এই সমাজ সুন্দর করতে হলে আমাদেরকে তাদের প্রতিও যত্নবান হতে হবে।

তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, জোর করে ক্ষমতা দখল করে রাখলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, সত্যিকার অর্থে সেই উত্তম সরকার, যে সরকার জনগণকে ভালোবাসে এবং জনগণও সরকারকে ভালোবাসে। দেশে আজ সাংবিধানিক অধিকার নেই। গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আজ মানুষের কথা বলার অধিকার রুদ্ধ করে দিয়েছে। দেশে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। সত্যিকারভাবে দেশে যদি আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার থাকতো তাহলে শ্রমিকরা তাদের অধিকার ফিরে পেতো।

অধ্যাপক মুজিব বলেন, আজকে মানুষের পেটে খাবার নেই। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না। কাজ না থাকার কারণে শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না। শ্রমিকরা সৎ মানুষ। তারা চুরি করতে জানে না। তারা কর্ম করে খেতে চায়। আমরা একদল সৎ ও দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে চাই। যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ভালো মানের পণ্য উৎপাদন করে দেশের সুনাম বয়ে আনবে। আমাদের প্রচেষ্ঠা থাকবে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া। এই জন্য আমাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। সৎ নেতৃত্ব কায়েম করতে হবে। তাহলে আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত সোনালী সমাজের দিকে আবার ফিরে যেতে পারব।

সম্মেলনে নিম্মোক্ত প্রস্তাবনা গৃহিত হয়েছে

১. আজকের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, চলমান কোভিড-১৯ করোনা পরিস্থিতি সারা দেশে ভয়াবহ রূপলাভ করেছে। গ্রাম ও শহরে সর্বত্র আক্রান্তের হার প্রায় ৪০% ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই সম্মেলন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে ১০০ ভাগ টিকার আওতায় আনার সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগে এবং এনজিও সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে সম্বনিত পরিকল্পনার মাধ্যমে করোনা চিকিৎসা ও সেবা সেন্টার প্রতিষ্ঠা, হাসপাতালগুলিতে বেডের পরিমান বৃদ্ধির জোর দাবি জানাচ্ছে।

২. আজকের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, দেশের শ্রমশক্তির ৬৫ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত। কিন্তু দেশে এখনোও কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে না উঠার কারণে কৃষক পণ্যের নায্য মূল্য পাচ্ছে না। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এই সম্মেলন সরকারি ও বেসরকারি ভাবে কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. এই সম্মেলন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম (সাবেক এমপি) এর নিঃশর্ত

মুক্তি দাবি করছে এবং তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার পূর্বক শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

৪. শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে এবং দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় হবে। টেকসই উৎপাদন খাতকে মজবুত করতে হলে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাই এই সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান ঠিক রাখার জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার এবং দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

৫. আজকের এই সম্মেলন মনে করছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ম মজুরী ৮০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হলেও অধিকাংশ গার্মেন্টস মালিক শ্রমিকদের সর্বনিম্ম মজুরি না দিয়ে বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এমনকি দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমনের নামে হয়রানি ও গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত করছে। এই সম্মেলন গার্মেন্টস শিল্পে বর্তমানে গৃহিত কালাকানুন টার্মিনেশন এ্যাক্ট বাতিল করে পূর্বের আইন বহাল করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং সর্বনিম্ম মজুরি ১৬০০০/- টাকা ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট নির্ধারণ করে মজুরি কমিশন ঘোষণা করতে দাবি জানাচ্ছে। সকল বন্ধ গার্মেন্টস খুলে দিয়ে শ্রমিকদের চাকুরিতে বহাল রাখার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. আজকের এই অধিবেশন বন্ধকৃত ২৬টি জুট মিলের শ্রমিক-কর্মচারিদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাদি অবিলম্বে পরিশোধ করার জোর দাবি জানাচ্ছে এবং বিএমআরই পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন করে উক্ত ২৬ট জুট মিলসহ সরকারি ও বেসরকারি বন্ধকৃত সকল কল-কারখানা অবিলম্বে চালু করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৭. এই অধিবেশন আইএলও কনভেনশন মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে সরকার ও শ্রম অধিদপ্তরকে জটিলতা সৃষ্টি না করে সহজ শর্তে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৮. এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, পরিবহন সেক্টরে নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে না পারলে পরিবহন শ্রমিকদের দুর্দশা শেষ হবে না। তাই সম্মেলন পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, চাঁদাবাজি ও হয়রানি বন্ধ করার জোর দাবি জানাচ্ছে। চলমান কোভিড-১৯ করোনা পরিস্থিতিতে পরিবহন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষে সরকারের পক্ষ থেতে প্রত্যেক শ্রমিককে টিকার আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৯. আজকের এই অধিবেশন মনে করে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতিয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন অগ্রগতি মানে দেশের উন্নতি। তাই বাংলাদেশ রেলওয়েকে দ্রুত আধুনিকায়নের পাশাপাশি ঢাকা-লাকশাম-ঢাকা কর্ড লাইন, দোহাজারী-কক্সবাজার ও বগুড়া, জামতইলসহ সারাদেশে রেলওয়ে সম্প্রসারণ করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১০. আজকের এই অধিবেশন মনে করে যে, শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে শ্রমজীবী মানুষসহ সকল স্তরের শ্রমিক জনতাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা, থানা ও পৌরসভা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সম্মেলন'২০২২ অনুষ্ঠিত

ইনসাফ ভিত্তিক মজুরি ও চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে : অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, আমাদের দেশে শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ন্যায্য ও ইনসাফ ভিত্তিক মজুরি কাঠামো থেকে বঞ্চিত। একজন শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যা মজুরি দেওয়া দরকার মালিকরা তা দেন না। বিভিন্ন কৌশল ছলনার আশ্রয় নিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরির পক্ষে দাবি তুললে তাদেরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। ফলে শ্রমিকরা পেটের দায়ে সব অন্যায় অবিচার মুখ বুঝে সহ্য করে। এই অন্যায় অবিচারের বিপক্ষে আমাদেরকে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ইনসাফ ভিত্তিক মজুরি ও চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

তিনি গত ১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত "উপজেলা, থানা ও পৌরসভার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সম্মেলন-২০২২" এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা এটিএম মাসুম, সাবেক এমপি এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ, মাওলানা আব্দুল হালিম, অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক। মূল মঞ্চ ও ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, মাস্টার শফিকুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন, আব্দুস সালাম, মো. মহিব্বুল্লাহ, এস এম লুৎফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন প্রমুখ।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, আমাদের সমাজে শ্রমিকরা পদে পদে অবহেলিত ও অসম্মানিত। অথচ আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শ্রমজীবী মানুষদের প্রাণভরে ভালোবাসতেন। তিনি একজন শ্রমিকের শক্ত হাত দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার হাত এত কঠিন কেন ? এত দাগ পড়েছে কেন ? শ্রমিক উত্তর দিল আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই হাত দিয়ে পাথর ভাঙি। তাই এত শক্ত হয়ে গেছে। রাসূল (সা.) শ্রমিকের এই শক্ত হাত এত পছন্দ করলেন যে তিনি শ্রমিকের শক্ত হাতে তার পবিত্র মুখ দিয়ে চুমু খেয়েছেন। তিনি শ্রমিকের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরি পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। মালিককে বলেছেন তুমি

যা খাবে যা পড়বে একই খাবার ও পোশাক শ্রমিককে দিবে। এই অনুপম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা শ্রমজীবীদের অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। হযরত আবু যার (রা.) একই কাপড়ের এক প্রান্ত নিজের জন্য ও অপর প্রান্ত দিয়ে তার শ্রমিকের জন্য জামা তৈরি করতেন।

অধ্যাপক মুজিব বলেন, আমাদের দেশে শাসকদের দ্বারা শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। ইতিহাস সাক্ষী দেয় ইসলামের সোনালী যুগের শাসকরা ছিলেন শ্রমিক বান্ধব। আজ আমাদের একজন উমরের মত শাসক প্রয়োজন। যিনি বলেছেন, ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুর যদিও না খেয়ে মরে তাহলে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অথচ আজকের এই দিনে যে শ্রমিক অপরের জন্য খাবার তৈরি করছে সে শ্রমিক না খেয়ে থাকে। যে শ্রমিক গৃহ নিমার্ণ করে দেয় সে শ্রমিকের থাকার জন্য ঘর নেই। যে শ্রমিক অপরের জন্য বস্ত্র তৈরি করে আজ তার নিজেরই বস্ত্র নেই। প্রিন্টিং পেপার মিলে অসংখ্য শ্রমিক কাজ করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে গরিব শ্রমিকের সন্তানরা খাতা কলমের অভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এই নিয়ে মালিক কিংবা সরকারের কোন মাথা ব্যাথা নেই। শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে আমাদেরকে একদল আল্লাহ ভীরু লোকদেরকে ক্ষমতায় বসাতে হবে। যারা আল্লাহর ভয়ে ও আখেরাতে জবাবদিহীর অনুভূতি নিয়ে দেশ শাসন করবে। তিনি সমবেত শ্রমজীবী মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, একটি সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন করতে হবে। যে শ্রমনীতি সকল শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করবে। শ্রমিকের চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। মালিক ও শ্রমিকের মাঝে ইনসাফ কায়েম করবে। যে নীতি বাস্তবায়িত হলে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় কোন শ্রমিক মারা যাবে না। শ্রমিকের সন্তানরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না। আজকের করোনা মহামারীতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অসংখ্য শ্রমিক কর্ম হারিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে। আমি সরকারের উদ্দেশ্য বলতে চাই যে সকল শ্রমিকরা এই কঠিন দুর্যোগে কর্ম হারিয়েছে, তাদেরকে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা আপনাদের দায়িত্ব। শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়াতে আমি সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি মালিক ভাইদের প্রতি শ্রমিকদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। আপনারা শ্রমিকের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে দিন। তাদের ন্যায্য মজুরি দিন। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যকার বেতন বৈষম্য দূর করুন। শ্রমিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে দিন। দেখবেন শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হবে না। শ্রমিকরা হৃদয় উজাড় করে আপনাদের জন্য কাজ করবে। আপনাদের ব্যবসা বাণ্যিজের উন্নতি হবে।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, শ্রমজীবী মানুষরা ছাড়া একটি সফল বিপ্লব সম্ভব না। তাই দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে আমাদের ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত পৌছে দিতে হবে। তাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। শ্রমিকদেরকে আমরা আজ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা দিতে পারিনি। আমরা যদি শ্রমিকদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারতাম তাহলে আজকে দেশের সকল শ্রমিকরা শ্রমিক কল্যাণের পতাকা তলে সমবেত হতো। তাই আমি শ্রমিক কল্যাণের প্রতিটি কর্মীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা প্রতিটি শ্রমিকের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে চলে যাবেন। তাদেরকে ভালোবাসা ও মর্যাদা দিয়ে শ্রমিকের আদায়ের মঞ্চে নিয়ে আসবেন। আমরা সকল শ্রমিকদের নিয়ে এই দেশের মাটিতে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কার্যকরী পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত

আ ন ম শামসুল ইসলামসহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, সরকার দেশে একদলীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধী দল-মত ও নেতৃবৃন্দের ওপর ধারাবাহিকভাবে জুলুম-নিপীড়ন করে যাচ্ছে। আজ দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। মানুষের রাজনীতি সভা-সমাবেশ করার অধিকার নেই। আজ দেশে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত করে এবং বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে দলীয়করণ করে বাংলাদেশকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। স্বৈরাচারী কায়দায় গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে দেশ থেকে বিরোধীদল শূন্য করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে সরকার। সরকারের সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে কয়জন সজ্জন রাজনীতিবিদ দেশ ও মানুষের পক্ষে নিজেদের কণ্ঠ সুউচ্চ করেছে তাদের মধ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি মিয়া গোলাম পরওয়ার ও বর্তমান সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম অন্যতম। সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আজ তাদেরকে কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্টে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

তিনি গত (৩০ জানুয়ারি) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত "কার্যকরী পরিষদের প্রথম অধিবেশনে-২০২২" এ সভাপতির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এই সময় মূলমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, মুহাম্মদ মহিব্বুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন ও প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ।

হারুনুর রশিদ খান বলেন, সকল জুলুম-নিপীড়নের এক দিন শেষ আছে। ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর কোন স্বৈরাচারী সরকার তাদের ক্ষমতা আজীবন কুক্ষিগত করে রাখতে পারেনি। তাদের পতন হয়েছিল খুবই নির্মম। আমরা চাই মেহনতি শ্রমিকদের প্রাণপ্রিয় নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় ঘটবে। অন্যথায় দেশের শ্রমজীবী মানুষরা অতীতের গণআন্দোলনের ন্যায় তাদের নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করার পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অচিরে রাজপথে নেমে আসবে।

তিনি আরও বলেন, করোনাকালীন এই দুর্যোগে শ্রমজীবী মানুষরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। অসংখ্য শ্রমিককে চাকুরী থেকে ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে কর্মহীন করা হয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত

শ্রমিকদের আয়ের পথ আজ প্রায় বন্ধ। ঠিক এই সময়ে সরকারের ছত্রছায়ায় এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের মূল্য বৃদ্ধি করে শ্রমজীবী মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। আমরা অবিলম্বে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। কর্মহীন শ্রমিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মঅক্ষম ও কর্মহীন শ্রমিকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের নববর্ষের শুভেচ্ছা ও মত বিনিময় অনুষ্ঠিত

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই - অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, বাংলাদেশে যুগের পর যুগ ধরে শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত শোষিত হচ্ছে মালিকদের দ্বারা। শ্রমিকের ওপর চলা শত শত শোষণ বঞ্চনা দেখার পরও রাষ্ট্র নিশ্চুপ রয়ে যায়। রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিরা মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিশ্চুপ থেকে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করছে। এই অবস্থা শ্রমিকদের পরিত্রানের জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত আদর্শ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে। শ্রমিকের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আর কোন বিকল্প পথ নেই।

তিনি গত পহেলা জানুয়ারি রাজধানী ঢাকার একটি চাইনিজ রেস্তোরায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও মত বিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে অংশগ্রহণ করেন ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি আলমগীর মজুমদার, বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কবির আহমাদ, বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট শেখ মো: জাকির হোসেন, জাতীয় শ্রমিক ফোরামের সভাপতি এম জাহাঙ্গীর আলম, জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি বাহরানে সুলতান বাহার, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন সহিদ, শ্রমিক মজলিসের সভাপতি মো: নুর হোসেন, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো: শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ গ্রাম পুলিশ বাহিনী কর্মচারী ইউনিয়নের প্রধান সমন্বয়কারী শাহাজাহান কবির, জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী জামিল, বাংলাদেশ সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি ফেরদৌসি বেগম, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এম ফয়েজ হোসেন, বাংলাদেশ ট্রাস্ট গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এইচ এম বিল্লাল, বাংলাদেশ গণপূর্ত অধিদপ্তর জাতীয় কর্মচারী সংসদের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি সাহিদা সরকারসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

হারুনুর রশিদ খান বলেন, দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমিক। শ্রমিকের কর্মের ওপর দেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। যে দেশের শ্রমিকের রক্ত ঘামে রাষ্ট্রের চেহারা বদলে যায়। নতুন নতুন অবকাঠামো, পথঘাট-দালান কোঠা তৈরি হয়। অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। দেশের কর্তারা নামি দামি গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। থাকে সুউচ্চ দালানে। সে একই দেশে শ্রমিকরা থাকে ঝুপড়ি ঘরে। তাকে এক বেলা খেয়ে অপর বেলা উপোষ থাকতে হয়। প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় দারিদ্রের সাথে। একই পোশাক পড়তে হয় বছরের পর বছর। কর্মক্ষেত্রে আহত হয়ে বিনা চিকিৎসায় পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়। শ্রমিকের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। এ যেন একই দেশে দ্বৈত নীতি। এই নীতির পরিবর্তন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম শ্রমিক সংগঠন গুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের প্রতিটি সংগঠনের নীতি আদর্শ স্ব স্ব সংগঠনে চর্চা হবে। নীতি আদর্শ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদেরকে এক মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হবে। সকল মতভেদ ভুলে হাতে হাত রেখে রাজপথে শ্রমিকের পক্ষে কণ্ঠ সুউচ্চ করতে হবে। শ্রমিক ন্যায্য অধিকার আদায় না পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি মরহুম আলমগীর মজুমদারের স্মরণে আলোচনা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত

আলমগীর মজুমদার শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে আপোষহীন নেতা ছিলেন - অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি ও শ্রমিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আলমগীর মজুমদার শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার আদায়ে আপোষহীন নেতা ছিলেন। তিনি শ্রমিকের স্বার্থক্ষুন্ন করে কোন দিন মালিক বা সরকারের সাথে সমঝোতা করেননি। বরং শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে তীব্র লড়াই সংগ্রাম করেছেন। শ্রমিকের চোখে চোখ রেখে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন একটি অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন ও শ্রমিক বান্ধব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার।

তিনি গত ৯ ফেব্রুয়ারি বংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি ও শ্রমিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রমিক নেতা মরহুম আলমগীর মজুমদার এর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিলে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, জাতীয় শ্রমিক ফোরামের সভাপতি এম

জাহাঙ্গীর আলম, জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি বাহারাইনে সুলতান বাহার, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন শহীদ, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম ফয়েজ ও ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সহসভাপতি শহিদুল্লাহ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ রফিক, মাদারল্যান্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কাস ফেডারেশনের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জীবন, জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী জোটের সহসভাপতি লায়লা আখতার, জন স্বাধীন গার্মেন্টস ফেডারেশনের নেতা মোঃ তানভীর হোসাইন, শ্রমিক নেতা গোলাম মর্তুজা, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ মরহুম আলমগীর মজুমদার এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রমিকের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে আলমগীর মজুমদার এর ভূমিকা নেতৃবৃন্দ তুলে ধরেন। সর্বশেষে নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহর কাছে আলমগীর মজুমদার এর জন্য বিশেষভাবে দোআ করেন। তার গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাতের উঁচু মাকামে স্থান দেওয়ার জন্য দোআ করেন।

পাবনা জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি রেজাউল করীমকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান গত ৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার এক যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পাবনা জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা অধ্যাপক রেজাউল করীম ও জেলা ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডলসহ ৪ জন উপদেষ্টাকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, পুলিশ কোন কারণ ছাড়াই অধ্যাপক রেজাউল করীমসহ নিরাপরাধ নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে আজ দুপুর ১ টায় পাবনা দারুল আমান ট্রাস্ট থেকে গ্রেফতার করেছে। আমরা পুলিশের এই অন্যায় আচরণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং একই সাথে নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে প্রশাসনের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনার এই কঠিন দুর্যোগে শ্রমজীবী মানুষরা চরম দুঃসময় অতিবাহিত করছে। সরকার শ্রমজীবীসহ সাধারণ জনতার কষ্ট লাঘবে নিয়োজিত না থেকে যারা শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের গ্রেফতার করে হয়রানি করতে বেশি তৎপর রয়েছে। এটি কোন ভাবেই কাম্য হতে পারে না। আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আপনারা সংবিধান সমুন্নত রাখুন। দেশে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে বিরোধী দল-মতের প্রতি সম্মান দেখান। শ্রমিক সংগঠনসহ সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম ও কর্মসূচি পালনে সহযোগিতা করুন। মানুষের বাক স্বাধীনতাসহ সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করুন। দেশে আইনের শাসন বজায় রাখুন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, অবিলম্বে অধ্যাপক আবু তালেব মন্ডল ও অধ্যাপক রেজাউল করীমসহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। রাজবন্দিদের নামে হয়রানি মূলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় শ্রমজীবী মানুষরা তাদের নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করার জন্য অচীরে রাজপথে নেমে আসবে।

১-১৫ ডিসেম্বর দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেবাপক্ষ পালন-২০২১

ঢাকা মহানগরী উত্তর

শ্রমিকদের মাঝে পানির ফিল্টার বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্র কর্তৃক ঘোষিত শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে পানির ফিল্টার বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ সভাপতি মোঃ মিজানুল হক, আব্দুল মান্নান পান্না, আবু হানিফ, লুৎফর রহমান তাজসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূইয়া। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণখান পূর্ব থানা সভাপতি ওমর ফারুক সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোকাম্মেল হোসেন, শ্রমিক নেতা আব্দুল হালিম প্রমুখ।

শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি মিজানুল হকের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুল হালিম, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ভ্যান গাড়ী বিতরণ

সেবাপক্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের মাঝে ভ্যান গাড়ী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস.এম লুৎফর রহমানের পরিচালনায় শ্রমিকদের মাঝে উক্ত ভ্যান গাড়ী বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মুহাম্মদ নুরুন্নবী। ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী দফতর সম্পাদক শ.ম শামীম, চট্টগ্রাম মহানগরী রিকসা শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি রহমত আলী।

চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র প্রদান

কেন্দ্র ঘোষিত সেবাপক্ষ পালন উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের চান্দগাঁও থানার সভাপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থানার উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবক জসিম উদ্দিন সরকার। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সিএনজি অটো-রিকসা অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক বশির আহমদ ও মোহরা ওয়ার্ড সভাপতি মুহাম্মদ সেলিমুল হক।

কুমিল্লা মহানগরী

শ্রমিকের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষ্যে গত ১৩ ডিসেম্বর ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী উদ্যোগে আয়োজিত শ্রমিকের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ শ্রমিকদের মাঝে নানাবিধ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক ও দর্জি ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি জিল্লুর রহমান, পরিবহন শ্রমিক নেতা মহিউদ্দিন আহমদ, শ্রমিক নেতা এস এম কলিম উল্লাহসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা আদর্শ সদর সেনেটারি ও টাইলস শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে কুমিল্লা মহানগরীর কুমিল্লা আদর্শ সদর সেনেটারি ও টাইলস শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ড.সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দীকি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ। এছাড়াও কুমিল্লা আদর্শ সদর বেকারী ট্রেড শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ।

সিলেট মহানগরী

শাহপরান থানা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে সিলেট মহানগরীর শাহপরান থানা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজু।

গাজীপুর মহানগরী

গাছা থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গাছা থানা সভাপতি আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মনসুর আহমদ ও ফারদিন হাসান হাসিব।

কাশিমপুর পূর্ব থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর পূর্ব থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে। কাশিমপুর পূর্ব থানা সভাপতি আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশারের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি ফারদিন হাসান হাসিব। বিশেষ অতিথি মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম।

বাসনা পশ্চিম থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে গাজীপুর মহানগরীর বাসনা পশ্চিম থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি ফারদিন হাসান হাসিব। বিশেষ অতিথি মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক নূর আলম ভূইয়া।

খুলনা মহানগরী

সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত শ্রমিক সেবাপক্ষ ২১ উপলক্ষে নগরীতে সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় ও মহানগরী সভাপতি মোঃ আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এমসয় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, মোঃ খলিলুর রহমান, মোঃ দবির উদ্দিন মোল্লা, মোঃ কাজী জবেদ আলী, মোঃ মোখলেসুর রহমান, মোঃ মালেক মুন্সী ও কামরুল ইসলাম সহ মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সুবিধা বঞ্চিত দর্জি শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন প্রদান

খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিক সেবাপক্ষ ২১ উপলক্ষে নগরীতে সুবিধা বঞ্চিত দর্জি শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমানের পরিচালনায় ও মহানগরী সভাপতি মোঃ আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম। এমসয় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি মোঃ সাইফুজ্জামান লালটু, মোঃ খলিলুর রহমান, ও কামরুল ইসলাম সহ মহানগরীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরী

সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষ্যে ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরী সভাপতি আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হোসেন মুন্নার সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আইন-আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি ড.আসগর আলী, শ্রমিক নেতা অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

রংপুর মহানগরী

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে গত ৫ ডিসেম্বর শীতার্থ শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের রংপুর মহানগরীর সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ কাওছার আলীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের উপদেষ্টা মোঃ মাহবুবুর রহমান বেলাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মওলানা এ টি এম আজম খান।

ময়মনসিংহ মহানগরী

ময়মনসিংহ মহানগর রিক্সা ভ্যান চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ময়মনসিংহ মহানগর রিক্সা ভ্যান চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ আইন উল্লাহর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হোসেন সুজন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরীর ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ জুবায়ের আল মাহমুদ।

মৌলভীবাজার জেলা

পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন ও সামষ্টিক ভোজ অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে মৌলভীবাজার জেলার উদ্যোগে পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন ও সামষ্টিক ভোজের আয়োজন করা হয়। জেলা সভাপতি আলাউদ্দিন শাহর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চল টীম সদস্য ও সিলেট জেলা দক্ষিনের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি কাজী আব্দুর রউফ বাহার।

নোয়াখালী জেলা

চাটখিল উপজেলার দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হকের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নোয়াখালী জেলা সভাপতি এডভোকেট জহিরুল আলম। বিশেষ অতিথি উপজেলা সভাপতি ইউসুফ আলি আসলাম।

সেনবাগ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং অনুষ্ঠিত

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং এর আয়োজন করা হয়েছে।

গাজীপুর জেলা

শ্রীপুর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

নওগাঁ জেলা পূর্ব

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে নওগাঁ জেলা পূর্বের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। জেলা সভাপতি নাসির উদ্দিন শ্রমিকদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর সভাপতি আসলাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা আব্দুর রহিম সজল প্রমুখ।

নরসিংদী জেলা

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে নরসিংদী জেলার নরসিংদী শহরের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে পাঞ্জাবী বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শামসুল ইসলাম তালুকদার। বিশেষ অতিথি ফেডারেশনের শহর শাখার উপদেষ্টা আজিজুর রহমান।

সিলেট জেলা উত্তর

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে সিলেট জেলা উত্তরের জৈন্তাপুর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে ফলজ বনজ চারা বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমেদ।

চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের বাঁশখালি থানা দক্ষিণের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বাঁশখালী দক্ষিণ থানা সভাপতি আ ন ম মহিউদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিমের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক মোখতার হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ এম শরফুল আমিন চৌধুরী প্রমুখ।

এছাড়া বাঁশখালি রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে রিক্সা চালকদের মাঝে মশারী বিতরণ করেন চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান।

হবিগঞ্জ জেলা

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার নির্মার্ণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ।

মাদারীপুর জেলা

মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করে ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসেন ও সঞ্চালনা করেন এম জামান।

ঠাকুরগাঁও জেলা

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশনকৈল উপজেলার উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম।

সিলেট জেলা দক্ষিণ

দক্ষিণ সুরমা উপজেলা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ ফেডারেশনের সিলেট জেলা দক্ষিণের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সভাপতি এবং উপজেলা দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি কামরুজ্জামান খান ফয়সলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদ, সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, লালাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পীর মোঃ ফয়জুল হক ইকবাল , দক্ষিণ সুরমা উপজেলার উপদেষ্টা মামুন খান, জেলা সহ-সভাপতি রেহান উদ্দিন রায়হান, জেলা ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মাজাহারুল হক, জয়নুল হক আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা আব্দুল হান্নান, ফেডারেশনের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সহ-সভাপতি জমির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা তারেক, উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ইঞ্জিঃ সুরমান আলী, শ্রমিকনেতা মৌরশ আলী, খায়রুল ইসলাম সুমেল, ইয়াছিন আরাফাত আনছার, রুহুল আমীন, আলী হোসেন প্রমূখগণ।

বিশ্বনাথ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে সিলেট জেলা দক্ষিণের বিশ্বনাথ উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বনাথ উপজেলা সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম দুলালের পরিচালনায় ও উপজেলা সভাপতি জাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের সিলেট জেলা দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল হান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, বিশ্বনাথ উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল কাইয়ূম।

বিশ্বনাথ পৌরসভা উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্র কর্তৃক ঘোষিত "শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১" উপলক্ষে সিলেট জেলা দক্ষিণের বিশ্বনাথ পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বনাথ পৌরসভার সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আব্দুল হকের পরিচালনায় ও পৌরসভা সভাপতি শাহীন আহমদ রাজুর সভাপতিত্বে উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের সিলেট জেলা দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আব্দুল হান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, বিশ্বনাথ পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার ইমাম উদ্দিন ।

ফেনী জেলা

ফেনী শহর শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ফেনী শহর শাখার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

ফেডারেশনের ফেনী শহর সাধারণ সম্পাদক মু. মুনির হোসেনের পরিচালনায় ও শহর সভাপতি ছালাহ উদ্দীন কিরনেরস সভাপতিত্বে উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের ফেনী জেলার প্রধান উপদেষ্টা এ কে এম শামছুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ফেনী জেলা সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ ভূঁইয়া।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

পৌর শাখার উদ্যোগে রিকশা ও ভ্যান চালকদের মাঝে খাবার বিতরণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে চাঁপাইনবাব জেলার পৌর শাখার উদ্যোগে রিকশা ও ভ্যান চালকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা উত্তর

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং এর আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ

শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ঢাকা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে সুবিধা বঞ্চিত এক শ্রমিককে স্থায়ী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

ভোলা জেলা

বোরহানউদ্দিন উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ
শ্রমিক সেবা পক্ষ-২০২১ উপলক্ষে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি পালন

মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন ব্যতীত জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়
-অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে মাতৃভাষায় আমাদেরকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন ব্যতীত জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামে বাংলার দামাল সন্তানরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। এটি সাময়িক কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে না। বরং এর ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে চিরকাল তাদের তাদের পদাবনত করে রাখতে চেয়েছিল। তারা আমাদের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণ-শাসন চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেদিনের তাদের অপচেষ্টা আমরা রক্ত দিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগরী উত্তরের দক্ষিণ খান পূর্ব থানা কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। দক্ষিণ খান পূর্ব থানা সভাপতি মাওলানা মনিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোকাম্মেল এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ খান পূর্ব থানা সহ-সভাপতি ওমর ফারুক সেলিম, মাওলানা বাহাউদ্দিন, শ্রমিক নেতা মামুন, মোঃ ফারুক প্রমুখ।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বলেন, মাতৃভাষার মর্যাদা ইসলাম স্বীকৃত। পৃথিবীতে প্রায় ৬ হাজারের অধিক ভাষা রয়েছে। আল্লাহ প্রত্যেক জনপদের মানুষের জন্য স্ব স্ব ভাষা দিয়েছেন। এটি তার সৃষ্টির অনুপম নিদর্শন। আল্লাহ প্রত্যেক নবী রাসুলদের প্রত্যেককে তার জাতির স্ব স্ব ভাষার মানুষ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক মানুষ তার মাতৃভাষায় কথা বলতে যতটা তৃপ্তি পায় অন্য ভাষায় কথা বলে ততটা আনন্দ পায় না। বাঙালি জাতি হিসেবে পৃথিবীতে আমাদের একটি পরিচিতি আছে। আমরা মাতৃভাষা রক্ষার জন্য রক্ত ও জীবন দিয়েছি। যা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনার একটি। যে মাতৃভাষা আমাদেরকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছে সেই ভাষার প্রতি আমাদের অবজ্ঞা বেড়ে চলছে। যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত না। আমাদেরকে মাতৃভাষার প্রতি সচেতন হতে হবে। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতসহ রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানে এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা ধরে রাখতে বাংলা ভাষার প্রসার ঘটাতে হবে।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু সময়ের অনিবার্য দাবি
- অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেছেন, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম। বাঙালির স্বাধীকার ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের অবদান চিরস্মরণীয় থাকবে। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে ১৯৭১ সালে আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শহীদের রক্তমাখা এই দিন আজ বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এটি আমাদের জন্য যেমন গৌরবের তেমনি বাংলা ভাষার প্রতি আরও বেশি যত্নবান হওয়ার তাগিদ দেয়। একই সাথে বাংলা ভাষার প্রচলন সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। অফিস আদালত থেকে শুরু করে সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা চালু সময়ের অনিবার্য দাবি।

তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গাজীপুর মহানগরী কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হাসান এর সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা উত্তর অঞ্চলের উপদেষ্টা আবুল হাশেম খান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সহ-সভাপতি ফারদিন হাসান হাসিব, অধ্যাপক ডা. আজিজুর রহমান, মনসুর আহমেদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম ভূইয়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, ভাষা আন্দোলনের প্রায় ৭০ বছর হতে চলল। অথচ রাষ্ট্রের অনেক প্রতিষ্ঠানে এখনো বাংলা ভাষা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত না। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা মাতৃভাষা প্রসারের জন্য তেমন কোন কাজ করতে পারিনি। ভাষার টেকসই প্রচলন হয় শিক্ষার মাধ্যমে। অথচ স্বাধীনতার এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে দেশের বিশাল একটি সংখ্যার মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে। যাদের প্রায় সবাই শ্রমজীবী। শ্রমজীবী মানুষদের অক্ষরজ্ঞান না থাকার জন্য তারা সমাজ রাষ্ট্রে আজ অবহেলিত। নিজেদের প্রাপ্য নাগরিক ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন না। ফলে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার যেমন বুঝে পাচ্ছে না তেমনি ভাবে কোথায় গিয়ে অধিকারের কথা বলতে হবে সে সম্পর্কেও জানে না।

তিনি বলেন, সকল অন্যায় অবিচার ও কালাকানুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভাষা দিবস আমাদেরকে প্রেরণা যুগায়। শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে আরও মজবুত করতে হলে শ্রমিকদের অক্ষরজ্ঞান দান করতে হবে। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। দেশের শ্রম আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। সকল শ্রমিকদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী শ্রম আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আবদুস সালাম এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমাদ। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

অন্যদিকে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মতিঝিল জোনের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপস্থিত ছিলেন মতিঝিল জোনের পরিচালক ও মহানগরী দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান ও সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম।

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের আলোচনা সভা ও দোআ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শাখা সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কবির আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূইয়া, কামাল উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ এ ইউ আদিল, মুহাম্মদ নুরুন্নবী, স ম শামীম, ইঞ্জি. সাইফুল ইসলাম, আঃ কাদের, কামাল উদ্দিন, আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

খুলনা মহানগরী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজীজুল ইসলাম ফারাজী এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর হোসাইন।

কুমিল্লা মহানগরী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় এতে বিভিন্ন থানা ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

নরসিংদী জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে নরসিংদী জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুসলেহ উদ্দীন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন।

চট্টগ্রাম জেলা উত্তর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের উপদেষ্টা তৌহিদুল ইসলাম।

গাজীপুর জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম।

লক্ষ্মীপুর জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী।

রাজবাড়ী জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী পৌরসভার উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলার প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম।

ফরিদপুর জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ফরিদপুর জেলার ভাঙা উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম।

কুষ্টিয়া জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এস এম মহসীন আলী।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বালিয়াডাংগা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইব্রাহিম খলিল।

বরগুনা জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্র কর্তৃক ঘোষিত "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস" উপলক্ষ্যে বরগুনা জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ প্রদান করা হয়েছে। জেলা সভাপতি আঃ কুদ্দুছ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মুহাম্মদ তসলিম।

ঢাকা জেলা দক্ষিণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা জেলা দক্ষিণের দোহার উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান।

কুমিল্লা উত্তর জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লা জেলা উত্তরের বুড়িচং উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আউয়াল। এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন, সহ-সভাপতি ফয়েজ আহাম্মদ, জাকারিয়া খান সৌরভ, উপজেলা সাধারণ সম্পাদক সার্জেন্ট (অব.) হাবিবুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, শ্রমিক নেতা জামাল হোসেন প্রমুখ।

ময়মনসিংহ জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পাবনা জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কক্সবাজার জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার উদ্যোগে টমটম ও অটোরিকশা শ্রমিকদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষুধ প্রদান করা হয়েছে।

অন্যদিকে চকরিয়া উপজেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যশোর জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে যশোর জেলার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে চৌগাছা উপজেলা দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন, ঝিকরগাছা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, শার্শা উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, বেনাপোল বন্দর রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

নাটোর জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে নাটোর জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

ভোলা জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ভোলার জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি হারুনুর রশিদ।

টাঙ্গাইল জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাদারীপুর জেলা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করে ফেডারেশনের জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি শাহাদাত হোসেন, জেলা রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইব্রাহিম।

শোকবাণী

ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি শ্রমিক নেতা আলমগীর মজুমদার-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি ও শ্রমিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আলমগীর মজুমদারের-এর (৭৭) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম আলমগীর মজুমদার গত ৮ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) বিকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী ও ৪ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার জানাযার নামাজ বনশ্রী সেন্টাল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা নামাজ শেষে তাকে খিলগাঁও তালতলা কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শ্রমিক নেতা ফারুক হোসেন-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঝালকাঠি জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা অ্যাডভোকেট ফারুক হোসেন-এর (৪৩) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। গত ১১ জানুয়ারি এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, জনাব অ্যাডভোকেট ফারুক হোসেন ইসলামী শ্রম আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের তাগিদে ঝালকাঠি জেলার মেহনতি মানুষদের সংগঠিত করেছেন। জেলার তৃণমূলে বারংবার ছুটে গিয়েছেন অসহায় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে। তার ইন্তিকালে আমরা একজন শ্রমিকবান্ধব নেতৃত্বকে হারালাম। ইসলামী শ্রম আন্দোলনে তার অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম অ্যাডভোকেট ফারুক হোসেন লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। গত ১১ জানুয়ারি দুপুর ১২ টায় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আনার পথে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী ও ১ পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার প্রথম দফা জানাযার নামাজ ১২ জানুয়ারি সকাল ১০ টায় ঝালকাঠি আইনজীবী লাইব্রেরী মাঠে ও দ্বিতীয় দফা জানাযার নামাজ মরহুমের গ্রামের বাড়ি কাঠালিয়ার বানাই মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

মরহুম অ্যাডভোকেট ফারুক হোসেন এর ইন্তিকালে আরও শোক প্রকাশ করেছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বরিশাল অঞ্চলের পরিচালক লস্কর মুহাম্মদ তসলিম।

পঞ্চগড় জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা হাছান আলী-এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পঞ্চগড় জেলা সভাপতি প্রবীণ শ্রমিক নেতা মোঃ হাছান আলী-এর (৭১) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। গত ১২ জানুয়ারি শনিবার এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, জনাব মোঃ হাছান আলী ইসলামী শ্রম আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের তাগিদে পঞ্চগড় জেলার মেহনতি মানুষদের সংগঠিত করেছেন। অসহায় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে জেলার তৃণমূলে বারংবার ছুটে গিয়েছেন। তার ইন্তিকালে আমরা একজন শ্রমিকবান্ধব নেতৃত্বকে হারালাম। ইসলামী শ্রম আন্দোলনে তার অবদান আমরা কৃ তজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম হাছান আলী গত ১০ জানুয়ারি বিকালে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হোন। উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ঢাকায় আনার পথে ১১ জানুয়ারি সকাল ৯:১৫ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রীসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুম মোঃ হাছান আলীর এর ইন্তিকালে আরও শোক প্রকাশ করেছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রংপুর অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রব্বানী।

শ্রমিক নেতার ছোট ভাইয়ের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা আবুল হাশেম বাদলের ছোট ভাই অধ্যাপক লাবিবুর রহমান লাভলু-এর (৪৭) আকস্মিক ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।

শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

উল্লেখ্য মরহুম অধ্যাপক লাবিবুর রহমান গত ১৯ জানুয়ারি সকাল ৯ টায় নিজ বাড়িতে আকস্মিক ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা নামাজ ১৯ জানুয়ারি বাদ মাগরিব মরহুমের গ্রামের বাড়ী রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার সেরুডাঙ্গা স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

মরহুম অধ্যাপক লাবিবুর রহমান এর ইন্তিকালে আরও শোক প্রকাশ করেছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রংপুর অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রব্বানী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভর্তি চলছে **ভর্তি চলছে** **ভর্তি চলছে**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের
কারিকুলামের আলোকে পরিচালিত
১মাস/৩মাস/৬মাস মেয়াদী
নিম্নোক্ত ট্রেড কোর্সে

ভর্তি চলছে

কোর্স সমূহ

গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড ফ্রিল্যান্সিং
কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন্স
ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইথ ফ্রিল্যান্সিং
মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
আমিনশীপ/ভূমি জরিপ

পিনাকলের অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পর্যাপ্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস
- আধুনিক পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস
- প্রতিটি ট্রেডের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ইন্সট্রাক্টর দ্বারা ট্রেনিং প্রদান
- উন্নত দেশের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আধুনিক মেটারিয়াল্স দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান
- Theory ও Practical এর জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা
- সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও এসেসমেন্ট এর ব্যবস্থা
- তুলনামূলক স্বল্প কোর্স ফী'তে সর্বোচ্চ শিক্ষা মানের নিশ্চয়তা
- Pinnacle Job Placement Cell এর মাধ্যমে সফল শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

পিনাকল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
PINNACLE TRAINING INSTITUTE

১০২/১ (৩য় তলা) শহীদ ফারুক সড়ক, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪ (ঢাকা ব্যাংক সংলগ্ন)
মোবাইল: ০১৭৩৯ ৯৯৫১৯৯, ০১৯৪৮ ৮৩৭৯৭২ Email: pinnacletrainingpt 2020@gmail.com

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাঁথা
মেডিকেল কলেজ
ভর্তি পরীক্ষা
২০২০-২১
২য়
তানভীন
১ম
মুনমুন
৪র্থ
রাকিবুল
প্রথম ১০ এ ৮ জন
ডিএমসি তে ১৫৫ জন সহ
সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩১০৩+ জন
রেটিনা